রঙ্গমতী

[নাটক]

কবিবর

নবীনচন্দ্র সেন বিরচিত

রঙ্গমতী কাব্য হইতে

১৩৩৬ সাল

প্রকাশক—

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস

৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

নিবেদন

পিতৃদেব ১২৮৭ বঙ্গাব্দে 'রঙ্গমতী' কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় একটী এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ইহার দুইটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'রঙ্গমতী' কাব্য নাটকীয় ঘটনার সংস্থানে সমাকীর্ণ—অথচ এত কাল ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। আমার শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি,এল, বেদান্তরত্ন মহাশয় এই কাব্যকে নাটকাকারে গ্রথিত করতঃ অভিনয়ের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিতেছেন—এ জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ নাটক পাঠ করিয়া নাট্যামোদী পাঠক এবং ইহার অভিনয় দর্শন করিয়া নাট্যরসিক দর্শক নিশ্চয়ই বিনোদ অনুভব করিবেন।

রেঙ্গুন
১৫ই পৌষ
সন ১৩৩৬ সাল

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ

বীরেন্দ্র বিনোদ	...	
মুকুট রায়	..	বীরেন্দ্রের পিতা
মর্কট রায়	...	বীরেন্দ্রের পিতৃব্য
শঙ্কর	...	বীরেন্দ্রের পুরাতন ভৃত্য
সায়েস্তা খাঁ	...	মোগল সেনাপতি
সায়েস্তা খাঁর পুত্র	...	
দিলির খাঁ মনসুর	...	মোগল সেনাধ্যক্ষ
শিবজি	...	
তন্নাজি	...	শিবজির সহচর
শিবজির অনুচরগণ		
বেঞ্জামিন	...	পর্ত্তুগিস্ দস্যুপতি
গন্‌জেলো মন্‌গো মার্কপোলো	...	বেঞ্জামিনের অনুচর
বেঞ্জামিনের দূত		
বিপ্রদাস	...	কানন-কালীর পূজারি
গদাধর বন	...	সীতাকুণ্ডের মোহান্ত
পঞ্চানন	...	মোহান্তের বয়স্য

পাঁড়ে তেওয়ারী }	...	মোহান্তের দ্বারবান্
ভৈরব রায়	...	কুসুমিকার মাতুল
সা সাহেব	...	মুসলমান ফকির

সভাসদ্‌গণ, জলদস্যুগণ, দাঁড়ি ও মাঝিগণ, দুইজন শিকারী, কাঠুরিয়া, বরকন্দাজ, বরযাত্রিগণ, বাদ্যকরগণ, প্রহরিগণ, মোগল, মারাট্টা, পর্ত্তুগিস্ ও মগ সৈন্যগণ

স্ত্রীগণ

কুসুমিকা	...	বীরেন্দ্রের প্রণয়িনী
তপস্বিনী	...	বীরেন্দ্রের মাতা
অমলা	...	কুসুমিকার সখী

চন্দ্রনাথ-যাত্রী রমণীগণ [মোক্ষদা, বিন্দু, কুসুমিকার পিসী ইত্যাদি], পুর-মহিলাগণ, দাসী, বাইজি ও নর্ত্তকীগণ

রঙ্গমতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[রঙ্গমতী রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত কানন
—সময় প্রভাত]

বীরেন্দ্র। কি বিচিত্র স্বপন !
নিশিশেষে দেখিনু কি বিচিত্র স্বপন !
কাশীনিবাসিনী মাতা, বসিয়া শিয়রে,
আদরে 'বীরেন' বলি' ডাকিলা আমায়,
বুলাইয়া পদ্মকর ললাটে, উরসে—
আনন্দে ভরিল প্রাণ, শিরায় শিরায়
কি এক অমৃত ধারা হ'ল সঞ্চারিত !
কে জানিত হায় ! জননীর করস্পর্শ
এমন কোমল, স্নিগ্ধ, এত মধুময় !
সুদূর প্রবাস হ'তে এতদিন পরে,
পড়িল কি মনে মাগো অকৃতী সন্তানে ?

উঠিয়া আবেগে, জননীর পাদপদ্ম
লইতে হৃদয়ে—চির সাধনার ধন—
অকস্মাৎ ভেঙে গেল সুখের স্বপন—
দেখি কক্ষ বিভাসিত অরুণ বিভায়।

[শঙ্করের প্রবেশ]

শঙ্কর। কুমার! আজ এত ভোরে উঠেছ ?

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! বড় চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি—মা আমার কাশী থেকে ফিরে এসেছেন! আর ঘুম হ'ল না। দেখ দেখ কি সুন্দর প্রভাত! পর্ব্বতের কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!

অরণ্য-মণ্ডিত শৈল, অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে
ব্যাপিয়া বঙ্কিম পার্শ্ব, ছুটিছে পশ্চিমে।
* * * কটিদেশে প্রভাকর;
সুদীর্ঘ সুবর্ণ রশ্মি, তরুর বিচ্ছেদে
পশি' বন-অন্তরালে, করিয়াছে দেখ
শ্যামল কানন শোভা কারু কার্য্যময়।
শঙ্কর! দেখ দেখ!
পাদপের পার্শ্বে বসি, কুরঙ্গিনী মাতা
করিছে লেহন, সাদরে শিশুর অঙ্গ।
আনন্দে শাবক
দেখিতেছে, ছুটিতেছে, ফিরিতেছে পুনঃ
আনন্দে মায়ের বুকে, নাচিয়া নাচিয়া!
দেখ দেখ মৃগশিশু মায়ের আদরে
লভিছে কি সুখ আহা! জননী আমার
কবে আসিবেন ফিরে বলনা শঙ্কর!

(বীরেন্দ্রের অশ্রুপাত)

শঙ্কর। (অশ্রু মুছাইয়া)

আর কতদিন বৎস! বঞ্চিব তোমাকে,
বাড়াব আশার তৃষ্ণা ?
বলিব সকলি আজ। হতভাগ্য তুমি!
পঞ্চম বৎসর যবে বয়স তোমার,
গেলা বারাণসী তব জননী দুঃখিনী
অর্পিবারে মানসিক বিশ্বেশ্বর পদে—
তব পিতৃব্যের সনে। কিছুদিন পরে
আসিল ফিরিয়া ঘরে পিতৃব্য তোমার।
কিন্তু কোথা মাতা তব চির অভাগিনী ?
মণিকর্ণিকার ঘাটে—জাহ্নবীর তীরে।

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! নাহি কি তবে জননী আমার ?

শঙ্কর। না বৎস! (বীরেন্দ্রের অশ্রুমোচন)

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! মা কঠিন প্রাণে পাঁচ বৎসরের শিশুকে ত্যাগ কোরে গেলেন কি ক'রে ? ওঃ আমি কি হতভাগ্য!

শঙ্কর। সে বড় দুঃখের কাহিনী। তোমার শোন্‌বার ইচ্ছা হয় ত' বলি।

বীরেন্দ্র। বল! বল শঙ্কর!

শঙ্কর। সে আজ পোনের বৎসরের কথা—কিন্তু যে দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে।

অভাগিনী মাতা তব, কাশী যাত্রা দিনে,
কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু সঁপি মোর কোলে,
বলিল, 'শঙ্কর! আমি দুঃখিনীর এই
একটী রতন, আজি দিলাম তোমারে।
দুখিনীর বাছা মোর ননীর পুতুল,
রাখিয়াছি বুকে বুকে এ পঞ্চ বৎসর।

রাখিনি শয্যায়, বাছা ব্যথা পায় পাছে ;
হৃদয়ের মণি, আজি সঁপিনু তোমারে।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরে হৃদয় শোণিতে
করিয়া মানস পূজা, এ পুত্র-রতন
পেয়েছিনু বহু কষ্টে। হতেছে উত্তীর্ণ
কাল, চলিলাম কাশী। আসি যদি ফিরে'—
দুঃখিনী চুম্বিল তব অশ্রুসিক্ত মুখ,
সজল নয়ন দুটি, মায়ের কাঁদনে
আপনি কাঁদিলে তুমি। 'আসি যদি ফিরে
বুকের বাছনি মম পাই যেন বুকে।
শঙ্কর! অপুত্র তুমি! পুত্রের মতন
পালিও বাছায় মোর। ফিরি যদি ঘরে,
ফিরি যদি অন্ধকার খনির ভিতরে,
এই পুত্র-রত্ন তরে', কহিল দুঃখিনী,
'করি' তবে সর্ব্ব অঙ্গ আভরণ-হীন
শোধিব তোমার ঋণ।' কতবার তোমা
অর্পিয়া আমার কোলে, যাই কত পদ,
কতবার নিল কোলে ফিরিয়া আবার।
চুম্বিল দুঃখিনী আহা! চন্দ্রমুখ তব,
কত শতবার!
অবশেষে বৎস! তোমা ধরিয়া হৃদয়ে
বলিল,—'শঙ্কর! আমি যাইব না কাশী ;
বাছার এ চন্দ্রমুখ কাশীকাঞ্চী মম।
বীরেন্দ্র আমার দুই নয়নের মণি!
তাহারে ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে?'—

যাত্রাকাল বয়ে যায় দেখি, সন্তর্পণে
বলে তোমা লইলাম কেড়ে! দুঃখিনীরে
চড়ালেম শিবিকায় ধরাধরি করি।
'বাছারে! বাছারে!' করি, কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
চলিল জননী তব! 'মা মা'—বলি তুমি
ঘোর আর্ত্তনাদ করি লাগিলে কাঁদিতে!

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! তবে আমি মাতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত নই! সেইজন্যই মা আজ স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন।

শঙ্কর। তোমার মা স্বর্গে বসেও তোমাকে ভুলতে পারেন নাই।

বীরেন্দ্র। আর আমি তাঁকে ভুলে র'য়েছি। শঙ্কর! একথা এতদিন আমায় জানাও নি কেন?

শঙ্কর। কুমার! তোমার পিতার আদেশ।—তুমি প্রথম প্রথম বড়ই কাতর হয়েছিলে। পরে ক্রমশঃ মাকে ভুলে যেতে লাগ্‌লে।

বীরেন্দ্র। কৃতঘ্ন সন্তান! মার সম্বন্ধে তোমার কি কিছুই কর্ত্তব্য নেই! শঙ্কর! চল, শীঘ্র কাশী যাই।

বারাণসী ধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে—
বসি জাহ্নবীর তীরে, পূত জাহ্নবীর
জলে, হায় অশ্রুজলে পূত ততোধিক
মাতৃস্নেহে বিগলিত, করিব তর্পণ।
মায়ের অন্তিম স্থান দেখি, একবার
দুই বিন্দু অশ্রু তথা করিব বর্ষণ।

শঙ্কর। কিন্তু তোমার বৃদ্ধ পিতা?

বীরেন্দ্র। চল, এখনি গিয়ে তাঁর অনুমতি লইগে?

শঙ্কর। চল।—কে জানে তোমায় সব কথা ব'লে দেখ্‌ছি ভাল করিনি।

বীরেন্দ্র। খুব ভাল ক'রেছ—চল! [উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুকুট রায়ের কক্ষ

মুকুটরায়, মর্কটরায় ও কয়েকজন সভাসদ্।

মুকুটরায়। মরকত! ভাই! বেঞ্জামিন ও তার জলদস্যুদের অত্যাচার দিন দিনই বেড়ে উঠ্ছে। এমন সপ্তাহ নাই সমুদ্রকূলের কোথায় না কোথায় লুটপাট হচ্চে। কত নিরীহ প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিলে—কত অসহায় রমণীর সর্ব্বনাশ কল্লে, তার সংখ্যা হয় না। ইদানী আবার দুর্বৃত্তদের সাহস এত বেড়ে গেছে যে, সমুদ্র থেকে দূরস্থ গ্রামেও ঢুক্‌তে সুরু করেছে—চট্টল তাদের অগ্নিতে ও অসিতে প্রায় শ্মশান হ'য়ে এল। এর কি কোন উপায় নেই? আমাদের সৈনিকেরা গিয়ে পড়লে—দস্যুর দল অরণ্যে লুকিয়ে পড়ে—পরে সুযোগ মত রণতরীতে ফিরে যায়। আবার শুন্‌চি আরাকানপতি মগসৈন্য নিয়ে বেঞ্জামিনের সহায়তা কর্‌বার সর্ত্ত করেছে।

মর্কট। দাদা! আমার মনে হয় দিল্লিতে এৎলা দিন। তা'হলে বাদশা বাংলার সুবেদারের উপর পরোয়ানা জারি কর্ব্বেন—বঙ্গাধিপ বেঞ্জামিন-দমনের জন্য সৈন্য পাঠাবেন।

মুকুট। কিন্তু তা কোর্ল্লে আমাদের অযোগ্যতা সাবুত হ'বে। দিল্লীশ্বর বল্‌বেন মুকুট রায় অকর্ম্মণ্য—হয়ত' অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করবেন।

মর্কট। তা' বটে। তাতে আমাদের অনিষ্ট হতে পারে। তা' দেখুন দাদা! চট্টল দুর্গ যতদিন আমাদের দখলে থাকবে, বেঞ্জামিন থেকে বিশেষ ভয় নেই। মধ্যে মধ্যে লুটপাট হ'বে মাত্র। তা' এ অত্যাচার আমাদের আর কিছুদিন সহিতে হবে।

মুকুট। মরকত! আর কতদিন?

মর্কট। আর বেশী দিন নয় দাদা—বীরেন্দ্র অস্ত্র-চালনায় যেরূপ দক্ষ হ'য়ে উঠেছে, এই তার একুশ বৎসর পূর্ণ হ'লেই তাকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত কোরে রাজ্য চালনার ভার দিন, সব ঠিক্ কোরে তুল্‌বে।

মুকুট। সে দিন কি আমি দেখ্‌তে পাব মরকত?

[বীরেন্দ্রের প্রবেশ]

এই যে বীরেন! এস বাবা!—তোমারই কথা হচ্চে।

মর্কট। কুমার! কবে তুমি এ' রাজ্যের ভার নিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত কর্ব্বে?

বীরেন্দ্র। পিতঃ! প্রণাম—তাত! প্রণাম হই।

উভয়ে। বিজয়ী হও, দীর্ঘায়ুঃ হও।

বীরেন্দ্র। একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। আমি শীঘ্র কাশী যাত্রা কর্‌ব—মণিকর্ণিকায় জননী-শ্মশানে একবার মাতৃ-তর্পণ কর্ব্ব।

মুকুট। মাতৃ-শ্মশান? বৎস! কে তোমায় একথা শোনালে?

বীরেন্দ্র। বাবা! আমি শঙ্করের মুখে সব শুনেছি। আমাকে এতদিন অন্ধকারে রাখা কি উচিত হয়েছে? হায় মা! আমি তোমার কি অকৃতী সন্তান!

মুকুট। বীরেন! যখন শুনেছ তখন সমস্তটাই শোন। আমি তোমার গর্ভধারিণীর কাছে বড় অপরাধী—সে সতীলক্ষ্মীকে বড়ই অনাদর করেছি। প্রৌঢ় বয়সে তোমার বিমাতার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বিবাহ করি। আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমার বিমাতা গৃহের

সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসেন। সতীনে সতীনে বেশ কলহ-অনল জ্বলে ওঠে। শেষে তোমার জননী সপত্নী-যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে না পেরে অভিমানে প্রাণত্যাগ কর্ব্বার ইচ্ছা কোরে রঙ্গমতীর নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তখন তিনি পূর্ণ গর্ভবতী—তুমি তাঁর গর্ভে।

কি বলিব? দুঃখে বৎস! ফেটে যায় বুক!
রজনী প্রভাতে যবে পূজক ব্রাহ্মণ
কুলমাতা দশভুজা আসিল পূজিতে
দেখিল জননী তব—এক শিলাতলে
মূর্চ্ছাগত—তুমি তাঁর বক্ষের উপর।

[মুকুট রায়ের ক্রন্দন]

মর্কট। দাদা! সে সব পুরাতন দুঃখের কাহিনী কুমারকে শোনাবার দরকার কি?

মুকুট। আছে মরকত! আছে। শোন বীরেন—তোমার বিমাতাকে মনে পড়ে?

বীরেন্দ্র। বেশ স্পষ্ট নয়। তিনি কি আমায় খুব যত্ন কর্ত্তেন?

মর্কট। বিমাতার যতটা সম্ভব।

মুকুট। ঠিক্ তা নয় বীরেন। তোমার ভূমিষ্ঠ হ'বার পর কিছু দিন তোমার বিমাতার তোমার উপর বেশ মন পড়ে ছিল। পরে দেখলাম ধীরে ধীরে তাঁর মনে হিংসা জ্বলে উঠ্‌ছে। বড় রাণীর ছেলে হ'ল—হবার কথা নয়—বীরেন! তোমার মার বয়স কালে সন্তান হয়নি। আর ছোট রাণী—সো রাণী, তিনি অপুত্রক—এ চিন্তায় হিংসা-বিষে তাঁকে জর্জ্জরিত কোরে তুল্‌লে। তোমার মা বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাকে বহু মানৎ কোরে পুত্র-লাভ করেছিলেন একথা তোমার বিমাতা ভুলে গেলেন। দুই সতীনে আবার বিবাদ-

বহ্নি জ্বলে উঠ্‌ল। এই রকমে তোমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তোমার মা মানতের কাল উত্তীর্ণ হয় দেখে, কাশী যাত্রা করলেন—সেখান থেকে আর ফিরলেন না।

বীরেন্দ্র। হাঁ বাবা! তা জেনেছি।

মুকুট। তোমার মা কাশী যাবার পর সপত্নী-কলহ নিবৃত্ত হলো বটে, কিন্তু তোমার উপর বিমাতার আক্রোশ দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল। তারপর একদিন হঠাৎ তোমার বিমাতার মৃত্যু হ'ল। মৃত্যুর কারণ কিছু ধরা গেল না, কিন্তু অনেকে সন্দেহ কর্‌লে বিষপানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সে আজ তের বৎসরের কথা। এই তের বৎসর আমি কি ক'রে জীবনযাপন করেছি জান?

মর্কট। দাদা! এ সকল অপ্রিয় কথা কেন তুল্‌ছেন?

মুকুট। অন্ধকার কারাগারে যেমন কোরে বন্দী থাকে, সেই রকম কোরে। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হ'য়ে, বাসনার তুষানলে গুম্‌রে পুড়ে। এই অন্ধকারে একমাত্র আলো তুমি, এই উত্তাপে একমাত্র শীতল ছায়া তুমি, এই মরুভূমে একমাত্র শ্যামল ক্ষেত্র তুমি! বীরেন, এ বয়সে তুমি আমায় পরিত্যাগ কোরে যেও না। [ক্রন্দন]

মর্কট। দাদা। কি কথা বল্‌ছেন—বীরেন বড় হয়েছে, ও মার কাজ কর্ব্বে না? ছয় সাত মাসে ফিরে আসবে—এতে আপনি বাধা দেবেন না।

মুকুট। বীরেন এখনও বালক—কে ওর অভিভাবক হ'য়ে সঙ্গে যাবে?

মর্কট। কেন? ওর পুরাতন ভৃত্য শঙ্কর। শঙ্করই বীরেনকে মানুষ করেছে; আপনি ত' ওর শৈশবে ছোট রাণীর মহলেই থাকতেন। ওকে ত' বড় দেখতে পার্ত্তেন না।

মুকুট। ভাই মরকত! আর লজ্জা দিওনা। আমার সহস্র ত্রুটী—নহিলে এত কষ্ট পাব কেন? উৎকট পাপের বিকট প্রায়শ্চিত্ত!

বীরেন্দ্র। বাবা! মণিকর্ণিকায় নয়, মার চিতা আমার প্রাণের ভিতর জ্বলছে। কাশীতে গিয়ে তর্পণ না কল্লে. সে চিতা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না। আপনি প্রসন্নমনে আমার গমনে অনুমতি দিন।

মুকুট। বীরেন! নিশ্চয় যাবে? তবে আর বাধা দেবোনা। কিন্তু আমার মনে হচ্চে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

[বীরেন্দ্রকে বক্ষে লইয়া ক্রন্দন]

মর্কট। দাদা! কেন মিছে অমঙ্গলের আশঙ্কা করচেন। যান, বীরেন্দ্রের যাত্রার সব আয়োজন কর্ব্বার অনুমতি দিন গে।

মুকুট। তাই যাই। এস বীরেন! [উভয়ের প্রস্থান]

মর্কট। যাক্ বাঁচা গেল। বীরেন ও শঙ্কর দুটো পাপই বিদেয় হোল। বুড়োর চোখের জল দেখে ভয় হয়েছিল - যদি যাত্রাটা পণ্ড হয়। যা হোক্ বিধাতা এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। কৌশলে দুই সতীনের দ্বন্দ্ব বাধালুম, বড় রাণী রাগ করে বনে চলে গেল—গিয়ে জঙ্গলে একটা কাল-সাপের জন্ম দিলে—বীরেনকে কোলে কোরে আবার ঘরে ঢুক্‌লো। ছোঁড়াটা দিন দিন বড় হ'তে লাগ্‌ল। খোসামুদেগুলো বল্‌তে লাগ্‌ল—আহা শুক্ল পক্ষের চাঁদ। বড় রাণীটাকে কাশী নিয়ে যাবার ছলে সুন্দরবনের ঝাড় জঙ্গলে বনবাস দিয়ে এলুম। সেটাকে নিশ্চয়ই বাঘ ভালুকে খেয়েছে কিন্তু ছোঁড়াটাত' গোকুলে বাড়্‌তে লাগ্‌ল। ছোটরাণীটাকে বশ ক'রে গুপ্ত বিষ দানের ব্যবস্থা করলুম কিন্তু হরি হরি উল্‌টা বুঝিলি রাম!—পাপীয়সী ভুলে নিজেই সেই বিষ খেলে—সব ফর্সা! তারপর দাদার চোখে ধুলো দিয়ে কত ফিকির, কত ফন্দি করেছি—ঐ শঙ্করটা—বেটা কি জানি কি দৈব জানে—আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করেছে। কিন্তু দশ দিন চোরের, একদিন সাধের—বীরেনটার ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী চাপ্‌ল—বাবাজি কাশীতে মণি-

কর্ণিকায় মার তর্পণ কর্ব্বেন ! কি মাতৃভক্তিরে ! যাও বৎস যাও—মর্কটের অভ্যুদয়ের পথটা নিষ্কণ্টক কোরে দাও। একবার বাবাজি ! সীতাকুণ্ড পার হয়ে পান্‌সি চড়—তারপর তোমার একদিন কি আমার একদিন। যাক্ এখন শুভদিনে শুভক্ষণে যাত্রাং কুরুধ্ব। তারপর বেঙ্গামিনের সঙ্গে সর্ত্তটা পাকাপাকি ক'রে সিংহাসনের উপরে মর্কট রায় সমাসীন হবেন। শিবাস্তে পন্থানঃ। [প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভৈরব রায়ের বাটীর উদ্যান

ভৈরব রায় ও কুসুমিকা

ভৈরব। কুসম ! কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে বীরেন্দ্র কাশী যাত্রা করছে। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চায়। এখুনি এখানে আস্‌বে। তার সঙ্গে তুমি দেখা কর আমার বড় ইচ্ছা নয়—তবে দেশ ছেড়ে যাচ্চে, কতদিনে ফির্ব্বে স্থিরতা নেই—তাই আজ আস্‌তে বলেছি।

কুসুম। কেন মামা ? কুমারের সঙ্গে দেখা করলে কি দোষ আছে ? আমরা দু'জনে ত' ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি, একত্রে গাছের ফল পেড়েছি ; পুকুরে সাঁতার দিয়েছি, বাগানে ফুল তুলেছি মালা গেঁথেছি, আমি কতবার রাজবাড়ী গেছি, কুমার কতবার এখানে এসেছেন।

ভৈরব। হাঁ হাঁ কুসম। তা আমি জানি। তখন তোমরা ছোট ছিলে – এখন বড় হয়েছ। এখনকার কথা স্বতন্ত্র।

কুসুম। মামা! তোমার কথার উপর আমি কি বল্‌ব? কিন্তু অতীতের কথা একেবারে মন থেকে মুছে ফেল্‌বো কি করে? [নেপথ্যে পদশব্দ]

ভৈরব। ঐ বোধ হয় বীরেন্দ্র আস্‌ছে। আমি চল্‌লাম। আমার কথা মনে রেখ। আর মনে রেখ, কুমারের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা হ'য়েছে বটে কিন্তু তার সাথে তোমার বিবাহ নাও হতে পারে।

কুসুম। মামা! [ভৈরব রায়ের প্রস্থান]

[বীরেন্দ্রের প্রবেশ]

বীরেন্দ্র। কুসম!

কুসুম। কুমার!

বীরেন্দ্র। কুসম! মনে পড়ে? রঙ্গমতী নির্জ্জন কাননে
নিরমল কাঞ্চী-তীরে বসি নিরজনে,
খেলিত সতত এক বালক বালিকা;
একত্র গাইত গীত, নাচিত উল্লাসে,
একত্র সাঁতার দিত কাঞ্চীর সলিলে;
একত্র উঠিত উচ্চ পর্ব্বত শিখরে;
একত্র তুলিত ফুল; বিনাইত মালা,
সাজাইত পরস্পরে; কিংবা নিরজনে
একত্র পড়িত বসি তরুর ছায়ায়,
সুললিত সংস্কৃত কবিতা সুন্দর।

কুসুম। বেশ মনে আছে কুমার!

বীরেন্দ্র। কুসম! আর এক কথা মনে পড়ে কি? সেই বালক বালিকার এক দিনের কলহের কথা মনে আছে কি? শোন বলি।

একদিন নির্ম্মাইয়া মৃন্ময় প্রতিমা
দুজনে পূজিতেছিলা। হাসিয়া বালক
কহিলা,—কুসম! দেখ প্রতিমা আমার,
তোমার প্রতিমা চেয়ে কতই সুন্দর।
শুনি ক্রোধে কুসুমিকা আরক্ত-নয়ন
ক্ষুদ্র এক পদাঘাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া
বালকের দেব-মূর্ত্তি; সক্রোধে বালক
নিক্ষেপিলা বালিকার মৃন্ময় পুতুল
পর্ব্বত গহ্বরে,—রণ বাজিল তুমুল।
বসাইলা ক্ষুদ্র দন্ত বালক-হৃদয়ে
সে বালিকা, চীৎকারি বালক তারে ত্রস্তে
সরাইতে, নখস্পর্শে বাল-কুসুমের
কুসুম-কোমল বক্ষে উঠিল শোণিত,—
দাসদাসী দ্রুত আসি নিবারিল রণ।
কুসম! মনে আছে?

কুসুম। সখা! হৃদয়ে গাঁথা আছে।

বীরেন্দ্র। কুসুমিকা!
মনে পড়ে? বনফুল তুলিয়া দুজনে
সাজিতাম, সাজাতেম খেলার পুতুল
মন-সাধে, হুলু দিয়া পুতুলে পুতুলে
দিতাম বিবাহ রঙ্গে, পাড়াতেম ঘুম
অচেতন দম্পতিরে কুসুম শয্যায়,
নির্ম্মাইয়া লতাপত্রে কুঞ্জ মনোহর।

কুসুম। এ সব কি ভোলবার কথা কুমার!

বীরেন্দ্র। ক্রমে সেই বালক বালিকা কিশোর কিশোরী হলো। তখনকার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি ?

মধ্যাহ্নে মৃগয়া-অন্তে দিবা দ্বিপ্রহরে
একাকী বসিয়া যুবা লতিকা বিতানে,
শীতল ছায়ায় ; স্নিগ্ধ নীরজ অনিল
বহিছে শীকর-বাহী। উঠিছে পঞ্চমে
যুবার বাঁশরীস্বর ; তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিছে নামিছে সুর, কাঁপিছে, কাঁদিছে।
কুরঙ্গ কুরঙ্গবধূ মুখে মুখ দিয়া
তন্দ্রাগত শুনিতেছে, শুনিতেছে ফণী—
নীরব, অচল-ফণা, মন্ত্রমুগ্ধ যেন !
শুনিছে বিহঙ্গ, কর্ণ নীরবে পাতিয়া
মাতঙ্গ মোহিত-প্রাণ আছে দাঁড়াইয়া,
শুনিতেছে পশুগণ ভুলি রোমন্থন।
শুনিতেছে—
বিমুগ্ধা কিশোরী এক, অপূর্ব্ব মূরতি !
শুনিতেছে যেই যুবা দেখিলা ফিরিয়া,
নীরবিল বাঁশী—এক অপূর্ব্ব মূরতি !
কিশোরী বিমুগ্ধ মনে ; বিমুক্ত কবরী—
স্নাত কেশরাশি পড়ি' প্রপাতের মত
সুবর্ণ উরসে, অংসে, সুবর্ণ লতায়,
পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, অঙ্গে, শ্বেত অমল অম্বরে,
বিকাশিছে অপার্থিব শোভা মনোহর ;
বংশী রবে চিত্তহারা, চিত্ররূপী বালা !
যুবকের মুগ্ধকণ্ঠে অজ্ঞাতে ধ্বনিল—

'কুসুমিকা !' চমকিলা বামা। চারু হাসি
হাসিয়া ঈষদ্,—লজ্জা রঞ্জিল বদন,
করিয়া সুবর্ণ-বর্ণে অলক্ত সঞ্চার—
কহিলা—"দেখেছ ওই মধ্য সরোবরে
ফুটিয়াছে, মরি ! কিবা কুসুম সুন্দর !"
একটী দেখিলা যুবা,—একটী কুসুম,
মধ্য জলে,—মধ্যাকাশে একটী নক্ষত্র
মরি শোভিতেছে যেন ! যুবা লম্ফ দিয়া
পড়িলা সলিলে, বেগে চলিলা সাঁতারি
তুলিবারে সেই ফুল। মুগ্ধ কুসুমিকা
দেখিল ভাসিছে যুবা সরসী সলিলে।
তুলি ফুল, ব্যঙ্গ করি যুবক তখন,
বুঝিতে কিশোরী-মন, করিলা চীৎকার—
'কুসুম ! কুসুম ! দেখ চরণে ধরিয়া
টানিতেছে কে আমায়'—ডুবিলা যুবক।
মস্তক তুলিয়া যবে দেখিলা আবার,
ছাড়িলা চীৎকার ত্রাসে—"কুসুম ! কুসুম !
কি করিলি, কি করিলি"—দেখিলা যুবক
ভাসিতেছে কেশরাশি সলিল উপরে,
কৃষ্ণ ভুজঙ্গিনী যেন—অচেতনা বালা !

সেই অচেতন স্বর্ণ-প্রতিমাকে কি কোরে জল থেকে তুলেছিলাম—কি কোরে তার চেতনা সম্পাদন কোরেছিলাম—তারপর সেদিন সেই কিশোরী আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিল—মনে পড়ে কি ?

কুসুম। কেন সখা ! স্মৃতির আগুণ জ্বেলে অধীনীকে দগ্ধ কোর্চ্চ। তুমি ত' প্রবাসে যাচ্চ, তাই যাও ! [রোদন]

বীরেন্দ্র। কুসম! প্রবাসে যাচ্ছি সত্য—আজই যাত্রা কর্ত্তে হবে—তাই তোমাকে—

কুসুম। একবার দেখা দিতে এসেছ?

বীরেন্দ্র। না কুসুম! দেখ্‌তে এসেছি। কতদিন দেখ্‌তে পাব না।

কুসুম। তবু ভাল।—এত জরুরি কাজ—যেতেই হবে?

বীরেন্দ্র। মণিকর্ণিকায় মার তর্পণ কর্ব্ব। বাবার অনুমতি পেয়েছি, এখন তোমার মতের অপেক্ষা।

কুসুম। কুমার! তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমি বাধা দেব? কত দিনে ফির্ব্বে?

বীরেন্দ্র। বোধ হয় ছ'মাস লাগ্‌বে?

কুসুম। এতদিন? অতদিনে আমাকে ভুলে যাবে—নিশ্চয়ই ভুলে যাবে।

বীরেন্দ্র। তোমায় ভুলব? তোমার মূর্ত্তি যে হৃদয়ের পরতে পরতে মুদ্রিত রয়েছে। এখন বিদায়!

কুসুম। (চক্ষু মুছিয়া) সখা এত ত্বরা? বেশ যাও—কিন্তু মনে রেখ একজন অনাথিনী তোমার আশা-পথ চেয়ে থাক্‌বে। [রোদন]

[ভৈরব রায়ের প্রবেশ]

ভৈরব। কুমার! আর দেরি কোরোনা—তোমার যাত্রার কাল বয়ে যাচ্চে—রাজবাড়ী থেকে লোক ডাক্‌তে এসেছে। কুসম! এস মা। তোমার জননীর পাগল ভাবটা আজ কিছু বৃদ্ধি হয়েছে। তাঁর কাছে চল। [সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রঙ্গমতী কানন

মর্কট রায় ও ছদ্মবেশে বেঞ্জামিন

বেঞ্জামিন। কি ছোট রাজা! এত গভীর রজনীতে এই গভীর জঙ্গলে কি গভীর মত্‌লবে মুলাখৎ কর্ত্তে ডেকেছ? ব্যাপারটা কি?

মর্কট। বিশেষ দরকারী কথা সেনাপতি!—তুমি দু' তিন বার আমার কাছে গুপ্তচর পাঠিয়েছ কিন্তু এ গুপ্ত কথা চরের মারফতে হতে পারে না। সেইজন্য তোমাকে ডেকেছি।

বেঞ্জামিন। ওঃ সেই জন্য ছদ্মবেশে আসতে বলেছ। তা' দেখ আমি ঠিক্ এসেছি।

মর্কট। সেনাপতি! চট্টলের দুর্গ তোমার বিশেষ দরকার নয় কি?

বেঞ্জামিন। নিশ্চয়! ঐ দুর্গটা দখলে পেলে নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্রে ডাকাতিটা চল্‌তে পারে—কামানের গোলারও কোন ভয় থাকেনা আর প্রয়োজন হ'লে ফৌজগুলো দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ হ'তে পারে। এ কথাত' তোমায় ছোট রাজা! দু' তিনবার বলে পাঠিয়েছি। কিন্তু তুমি তার কি কর্ত্তে পেরেছ?

মর্কট। এতদিন সুযোগ হয়নি—এখন যদি পারি? ওর বিনিময়ে আমাকে কি দিতে পার বল?

বেঞ্জামিন। ছোট রাজা! যা তোমার বহুদিনের কামনা—রঙ্গমতীর সিংহাসন।

মর্কট। শপথ কোরে বল্‌তে পার?

বেঞ্জামিন। শপথ করছি—যিশুমেরি সাক্ষী—

মর্কট। তবে শোন খুলে বলি। আমার ভাইপো বীরেন্দ্র প্রবাসে যাবার পর থেকে মুকুট রায় রঙ্গমতীর রাজবাড়ী ছেড়ে চট্টল দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন—প্রধানতঃ তোমার ভয়ে। আর বীরেন্দ্রের বীর বাহু তাঁকে রক্ষা কর্ত্তে পার্চ্চেনা বোলেও বটে।

বেঞ্জামিন। বীরেন্দ্র কোথা গেছে ?

মর্কট। আপাততঃ কাশীতে—তার ফিরতে ৫।৬ মাস দেরী হতে পারে।

বেঞ্জামিন। তবে এইত' সুসময়। ছোট রাজা ! রঙ্গমতীর সিংহাসনে বস্‌বার এই ত' তোমার সুযোগ !

মর্কট। সেনাপতি ! সেই জন্যই ত' তোমায় ডেকেছি। আগামী শিব চতুর্দ্দশীর রাত্তিরে চট্টল দুর্গ তোমার হাতে তুলে দেবো।

বেঞ্জামিন। বল কি ছোট রাজা এত সহজে !

মর্কট। শোন আমার ফিকির। শিব চতুর্দ্দশীর দিন এ অঞ্চলে খুব উৎসব হবে—সেপাইরা সব ভাং খেয়ে ভোঁ হোয়ে থাক্‌বে—সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও কিছু সদ্ব্যবহার কর্ত্তে হবে—ঐ অন্ধকার রাত্রে দুর্গের গুপ্তদ্বারে তুমি কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে লুকিয়ে থেকো—ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় গুপ্তদ্বার খুলে দেবো—তুমি সসৈন্য দুর্গের ভিতর প্রবেশ কর্ব্বে।

বেঞ্জামিন। বেশ ! বেশ উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু বুড়ো রাজা ?

মর্কট। কেন তোমার কটিবন্ধে কি তরবারি থাক্‌বে না ?

বেঞ্জামিন। আরো বেশ—সাবাস ছোট রাজা। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। দাও তোমার হাতখানা—একবার প্রাণ ভোরে মর্দ্দন করি [তথাকরণ]। কেমন সর্ত্ত পাকাপাকি হোল ?

মর্কট। আমার পক্ষে পাকা। সেনাপতি ! তোমার পক্ষে ?

বেঞ্জামিন। আমার ? খুব পাকা ! কিন্তু একটা কথা ছোট রাজা ! সিংহাসন তোমায় দেব বটে কিন্তু চট্টল দুর্গ আমার দখলে থাকবে। আর তোমার রাজ্যে লুটপাট আমি ইচ্ছামত কর্ত্তে পার্ব্ব।

মর্কট। তা কোরো। তাতে আমি আপত্তি কোর্ব্বো না। কিন্তু ঢাকার সুবেদার—সে যদি তোমায় দমন কর্ত্তে আসে—তখন ত আমার সিংহাসনও টল্‌বে।

বেঞ্জামিন। সে ভয় কোরোনা ছোট রাজা! আরাকানপতির সঙ্গে আমার সন্ধি হয়ে গেছে। সে তার অগণ্য মগসৈন্য নিয়ে আমার পৃষ্ঠপোষক হবে। মগ পর্ত্তুগীস্ একত্র লড়্‌লে এবং পশ্চাতে রণতরী থাক্‌লে, মোগলকে থোড়াই গ্রাহ্য করি। একবার দুর্গটা আমার হাতে দাও—তারপর দেখে নেবো।

মর্কট। বেশ! শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে গুপ্তদ্বারে দেখা হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

চট্টল দুর্গের অভ্যন্তর

মুকুট রায়ের শয়ন কক্ষ—মুকুট রায় নিদ্রা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন

মুকুট। কিসের শব্দ হলো? আজ শিবচতুর্দ্দশী—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হয়েছে। রক্ষীরা সব মাদকের ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে নিদ্রাগত—এ সময়ে কার পদশব্দ শোনা গেল? [স্থির কর্ণে শুনিয়া] কই আর ত' শব্দ নেই—বোধ হয় আমারই ভুল! তিন মাস হলো—বীরেন আর কত দিনে ফিরবে—আর দিন গুণ্‌তে পারিনা—'বীরেন' 'বীরেন' আমার জপমালা হয়েছে। একবার কুলমাতাকে ডাক্‌তে পারি না। শঙ্করি! শঙ্করি! শান্তি দাও মা—কৃপা কর মা!

[ব্যস্তভাবে ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। মহারাজ! পালান পালান! পর্ত্তুগীজ ফৌজ দুর্গে প্রবেশ করেছে। পরিখার পারে জলদস্যু বেঞ্জামিন ফিরিঙ্গিকে দেখলাম—সঙ্গে ছোটরাজা!

মুকুট। সঙ্গে ছোটরাজা! সত্যি বলছিস্? তবে ত' রক্ষা নাই—ওঃ! ঘোর ষড়যন্ত্র। [নেপথ্যে পদশব্দ]

ভৃত্য। এল বলে, ঐ সিঁড়ি উঠ্‌ছে, অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শোনা যাচ্ছে—শীঘ্র পালান। আমিও পালাই। [ভৃত্যের পলায়ন]

মুকুট। আমার বীরেন যখন গেছে তার সঙ্গে সবই গেছে। এখানে আমায় পেলে বেঞ্জামিন নিশ্চয়ই হত্যা কর্ব্বে। সেই সুড়ঙ্গটা দিয়ে পালাই—তার সন্ধান মরকতও জানে না। [ব্যস্তভাবে পলায়ন]

[মর্কট রায়, বেঞ্জামিন ও দস্যুগণের প্রবেশ]

মর্কট। কোথা গেল রাজা—ভেবেছিলাম শয্যায় ঘুমন্ত অবস্থায় পাব।

বেঞ্জামিন। ছোটরাজা! পাখী পালিয়েছে—খালি পিঁজরাটা পড়ে আছে। তা পালায় পালাগ্—দুর্গটা ত' দখল হয়েছে।

মর্কট। তাতেই কি সব হ'ল? রাজাকে যে চাই সেনাপতি!

বেঞ্জামিন। তার অনুসন্ধানের ত্রুটী হবে না ছোট রাজা! গণজোলো!

গণজোলো। হুজুর!

বেঞ্জামিন। ভাংখোর দুর্গ-রক্ষীদের সব বন্দী করেছ?

গণজোলো। সব বেটা হাত পা বাঁধা হয়ে পড়ে আছে—এখনও অনেকেই অচৈতন্য।

বেঞ্জামিন। আর দুর্গের সিংহদ্বার ও পরিখার কামানগুলো?

গণজোলো। সব দখল, সমস্ত সুরক্ষিত করেছি হুজুর! এখন এ দুর্গ আপনার—কারও সাধ্য নাই আপনাকে বেদখল করে।

বেঞ্জামিন। বেশ বেশ—তোমার দক্ষতার পরিচয়।

গণজোলো। হুজুর!

মর্কট। সেনাপতি! এইবার আমার প্রাপ্যটা?

বেঞ্জামিন। ভয় পাচ্চ কেন ছোট রাজা!—রঙ্গমতীর সিংহাসনে তোমায় বসাবই। তবে একটু সবুর কর্ত্তে হবে। আগে দুর্গটা কায়েমি রকমে দখল করি—প্রজাদের কাছ থেকে কিছু চৌথ আদায় ক'রে নিই—মোগলের গতিবিধি একটু পরীক্ষা কোরে দেখি—তোমার দাদাকে সন্ধান কোরে ধর্‌বার ব্যবস্থা করি—

মর্কট। এ যে দীর্ঘ তালিকা সেনাপতি!—এ সব কর্ত্তে ত' বছর কেটে যাবে। এত দেরি?

বেঞ্জামিন। ছোট রাজার আর ত্বর সয় না। সিংহাসনে তোমায় বসাবই—তবে একটু অগ্র পশ্চাৎ মাত্র। ছোট রাজা! মুখ ভার কোরোনা। আমি তোমার বন্ধু এবং হিতৈষী।

মর্কট। তা' আর জানি না? কিন্তু—

বেঞ্জামিন। কিন্তু আবার কি? চল এখন দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা করিগে।

পটক্ষেপণ

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর দুর্গের সম্মুখস্থ ময়দান

একান্তে বীরেন্দ্র উপবিষ্ট

বীরেন্দ্র। গৃহছাড়া মাতৃহারা ছন্নমতি নর
—কি শান্তি লভিনু হায় আসিয়া প্রবাসে,
ঝাঁপ দিয়া অনুদ্দেশ সংসার-সাগরে ?
আজি পড়ে মনে, পিতার আনন
অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠস্বর সস্নেহ গদ্‌গদ্।
পড়ে মনে কুসুমিকা মুখ
বিষাদ-মলিন, নয়নের জল
অবিরল ধারা সম ; পড়ে মনে
অভাগিনী বালিকার হৃদয়-উচ্ছ্বাস।
পড়ে মনে—শ্যামা জন্মভূমি—
সুখময় শৈশবের চারু উপবন,
কৈশোরের ক্রীড়াসন, বিদ্যার মন্দির,
যৌবনের ব্রীড়াময় প্রণয় উদ্যান
পরিমলপূর্ণ, মর্ত্ত্যে পারিজাত শোভা,
জীবন-ঝটিকা শেষে শান্তির আশ্রম।

ছাড়িলাম জন্মভূমি—কেন ছাড়িলাম ?
নহে রণ রত্ন যশঃ গৌরব আশায়।
ছাড়িলাম হায়! কেবল—কেবল
মায়ের চিতায় অশ্রু করিতে বর্ষণ।
আসিলাম বারাণসী কত কষ্টে, কত দিনে!
মণি-কর্ণিকার ঘাটে, সেই অনির্ব্বাণ
ভীষণ শ্মশানে হায়! বসিয়া বিরলে
করিলাম জননীর উদ্দেশে তর্পণ,
জননী-স্নেহের এই তুচ্ছ প্রতিদান।
পুণ্যধাম বারাণসী সর্ব্ব তীর্থসার।
কিন্তু কি দেখিনু হায় ?—দেব মূর্ত্তিচয়
অবজ্ঞাত, ছিন্ন ভিন্ন যবন কবলে,
বেণীমাধবের ধ্বজা উচ্চ মসজিদে।
ভ্রমিলাম তীর্থে তীর্থে—সর্ব্বত্র সমান,
অযোধ্যা হস্তিনা মায়া হয়েছে স্বপন।
আর্য্যের বিক্রম, আর্য্য গৌরব-জীবন,
সনাতন আর্য্যধর্ম্ম—পুণ্য প্রবাহিনী
হইয়াছে সপঙ্কিল, আচ্ছন্ন তিমিরে!
সত্যই কি আর্য্যনাম, আর্য্যধর্ম্ম জ্যোতিঃ
এইরূপে রাহুগ্রস্ত রবে চিরকাল ?
আর্য্যের পৌরুষ-রবি রবে অস্তমিত ?
নাহি জানি নিয়তির অদৃষ্ট লিখন।
কিন্তু জানিয়াছি স্থির—
ভারত, বীরত্ব বিনা হবে না উদ্ধার!
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে নবীন শকতি

জাগিয়া উঠিছে ধীরে—জীবন-প্রভাত
শিবজীর বীর্য্য-বহ্নি করিছে সঞ্চার,
ঊষার আলোক মত মার্হাট্টা জীবনে।
উত্তম সুযোগ—সাধু উত্তম, উদ্‌যোগ।

[চিন্তামগ্ন অবস্থায় অবস্থান]

[সায়েস্তা খাঁ'র প্রবেশ]

সায়েস্তা। (বীরেন্দ্রকে দেখিয়া) কে এ যুবক?—বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখশ্রী অথচ কমনীয় কান্তি। দেখ্‌ছি গভীর চিন্তামগ্ন। (অঙ্গ স্পর্শ করিয়া) কে তুমি যুবক? কি এত ভাব্‌ছ? পর্‌দেশী দেখ্‌ছি—কোথায় তোমার ঘর?

বীরেন্দ্র। আজ্ঞে, পূর্ব্ব-বঙ্গে।

সায়েস্তা। পূর্ব্ব বঙ্গ? প্রতাপ-আদিত্যের কেউ হও না কি? যাকে দমন করবার জন্য রাজা মানসিংকে বাংলা যেতে হয়েছিল?

বীরেন্দ্র। আজ্ঞে না। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।

সায়েস্তা। ব্রাহ্মণ? সশস্ত্র দেখ্‌ছি যে?

বীরেন্দ্র। আজ্ঞে কিছু কিছু অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করেছি।

সায়েস্তা। বেশ! বেশ! এই ত চাই—কেবল পাঁজি পুঁতি নাড়্‌লে কি হবে? কতদিন দিল্লীতে আছ?

বীরেন্দ্র। আজ্ঞে আমি নবাগত—কাল রাত্রে দিল্লী পঁহুচেছি।

সায়েস্তা। কোথা থেকে আস্‌ছ? কতদিন বাড়ী ছাড়া?

বীরেন্দ্র। প্রায় ছ' মাস। প্রথম কাশী যাই—সেখান থেকে উত্তর ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন ক'রে শেষে এই দিল্লীতে এসেছি।

সায়েস্তা। ভাল ভাল। দিল্লীই ভারতবর্ষের কেন্দ্র—মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী। এমন সহর আর নাই। এখন কি কর্ব্বে?

বীরেন্দ্র। আজ্ঞে তা' ঠিক জানি না, তবে ইচ্ছা মোগলের যুদ্ধনীতি কিছু শিক্ষা করি, আর সম্মুখ যুদ্ধে অসি সঞ্চালন করি—কিন্তু সুযোগের অভাব।

সায়েস্তা। কেন সুযোগের অভাব? তুমি আমার সঙ্গে দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধে চল না। বাদ্‌সা আমাকে মার্হাট্টা-দমনে পাঠাচ্ছেন—শীঘ্র যাত্রা কর্‌ব।

বীরেন্দ্র। আপনি কে?

সায়েস্তা। লোকে আমায় সায়েস্তা খাঁ বলে—বাদসার একজন ক্ষুদ্র নফর।

বীরেন্দ্র। আপনি সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ? বীর! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি আপনার সৈন্যভুক্ত হ'ব।

সায়েস্তা। বেশ বেশ। কিন্তু শীঘ্র যাত্রা কর্ত্তে হ'বে। শিবজি বড় বেড়ে উঠেছে—বাদ্‌সার হুকুম তাকে অচিরে দমন কর্‌তে হবে।

বীরেন্দ্র। আমি প্রস্তুত—যবে যাত্রা করবেন আপনার অনুচর হ'ব।

সায়েস্তা। দেখ তোমার সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ কিন্তু তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি কেমন আকৃষ্ট হ'য়েছি। তোমাকে আমার শরীর-রক্ষক কর্‌তে চাই—শুনেছি মার্হাট্টা বড় ছদ্ম-রণপটু। কি বল?

বীরেন্দ্র। প্রভু! আমি বিশ্বাসঘাতক নই—সে রক্তে আমার জন্ম নয়!

সায়েস্তা। বেশ বেশ। আচ্ছা সঙ্গে এস। তোমার নাম?

বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্র। [উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুনার সন্নিকটে পার্ব্বত্য পথ

শিবজি ও তান্নাজি

শিবজি। তান্না! তোমার অভিপ্রায় কি মোগলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করা?

তান্নাজি। প্রভু! গুপ্তচর মুখে শুন্‌লাম সায়েস্তা খাঁ মোগল বাহিনী নিয়ে পুনার প্রায় সন্নিকটে এসে পড়েছে—আমার ইচ্ছা মোগলকে সম্মুখ যুদ্ধে একবার মার্হাট্টা-বিক্রমের কিছু পরিচয় দিই।

শিবজি। না তান্না! সে সময় এখনও আসেনি। এখনও কিছুদিন আমাদের এই সকল গিরি-সঙ্কটে গোপনে থেকে অতর্কিত ভাবে মোগলকে খণ্ড-যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত কর্‌তে হবে। কিন্তু সেদিন আর বহুদূর নয়—যখন মার্হাট্টাকে সম্মুখীন দেখ্‌লে মোগল ভয়ে ভঙ্গ দেবে।

তান্নাজি। তা'হলে এ আসন্ন যুদ্ধে আপনার আদেশ কি?

শিবজি। গুরুদেব বলেছেন, সরলের সঙ্গে সরল ভাব, কপটীর সঙ্গে কাপট্য। কপটী মোগলের সঙ্গে আমাদের কাপট্য কর্‌তে হবে।

তান্নাজি। অনুমতি করুন।

শিবজি। দেখ পুনা দুর্গ, পুনা সহর—সমস্ত যেন ভয়ে আমাদের ছেড়ে পালাতে হ'বে। আমার এই স-যত্ন-শিক্ষিত সৈন্য—কি পদাতিক কি বর্গি—একটি প্রাণীকেও সম্মুখ যুদ্ধে নষ্ট করা হ'বে না। মোগল মনে করুক্—আমরা তা'দের ভয়ে একেবারে সন্ত্রস্ত। এইরূপে সে আমাদের দুর্ব্বল ও হেয় ভেবে নিঃশঙ্ক ও অতর্কিত হ'ক। তারপর—

তান্নাজি। প্রভু! আর বল্‌তে হবে না। আপনার অমোঘ বুদ্ধি—আপনি দৈব-চালিত!

শিবজি। আচ্ছা এস—সৈন্যদের যথাযোগ্য উপদেশ দিতে হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পুনা দুর্গ

সায়েস্তা খাঁ, দিলির খাঁ, সেনাধ্যক্ষগণ,
বীরেন্দ্র ও সভাসদ্‌গণ

সায়েস্তা। পার্ব্বত্য মূষিক কি মোগলের নামেই বিবরে প্রবেশ কর্‌লে? এই কি যুদ্ধ? এই যুদ্ধের জন্য বাদ্‌সা আমাকে প্রেরণ কর্‌লেন—রং মহলের একজন খোজা পাঠালেই ত' চল্‌ত! বীরেন্দ্র! তোমার ইচ্ছা ছিল সম্মুখ যুদ্ধে অসি চালনা কর—তার সুযোগ দিতে পার্‌লাম না, এজন্য আমি দুঃখিত।

বীরেন্দ্র। জঁাহাপনা! আমার মনে হয় এ শত্রুর ছল—যুদ্ধ এখনও হবে।

দিলির। আর যুদ্ধ? মার্হাট্টা যদি যুদ্ধ কর্‌বে—তবে কি রাজধানী ও রাজদুর্গ বিনা যুদ্ধে শত্রুর হাতে তুলে দেয়—ভীরু কাপুরুষ!

বীরেন্দ্র। খাঁ সাহেব! একটু অপেক্ষা করুন—শিবজি যে এত হীন, এ আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু কৌশল আছে।

সায়েস্তা। কৌশল? কি কৌশল থাক্‌তে পারে? শিবজি হীন তস্কর—হীন দস্যু—বীর নামের অযোগ্য। যা হ'ক তোমার এখনও যুদ্ধের আশা যায় নি দেখ্‌ছি—তুমি তরবারিকে শাণিত কর।

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। বন্দিগি হুজুর! সহর থেকে এক ব্রাহ্মণ এসে দুর্গ-দ্বারে অপেক্ষা কর্‌ছে—আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। কি আজ্ঞা হয়?

সায়েস্তা। কি বল দিলির?

দিলির। তা' ব্রাহ্মণ আসুক্ না—তার মুখে সহরের দু'টো খবর পাওয়া যাবে।

সায়েস্তা। আচ্ছা তাকে নিয়ে এস। [প্রহরীর প্রস্থান]

[ব্রাহ্মণবেশে শিবজির প্রবেশ]

শিবজি। প্রধান সেনাপতি সায়েস্তা খাঁকে ও সভাসদ্‌গণকে আমার আশীর্ব্বাদ। ভবানী সকলের কুশল বিধান করুন।

সায়েস্তা। কি ব্রাহ্মণ! কি খবর? তোমার প্রভু শিবজির কুশল ত'?

শিবজি। আর কুশল? নবাব সাহেব! তাঁর কুশল কোথা? আপনার আগমনে মার্হাট্টি সেনা ঝড়ের মুখে শুক্‌নো পাতার মত কোথা উড়ে গেছে। ধন্য আপনি বীর!

সায়েস্তা। পর্ব্বত-ইঁদুর গর্ত্ত আশ্রয় করেছে—এ আর বিচিত্র কি? শিবজির এখন মতলব কি?

শিবজি। ন শক্তোহি স্বাভিলাষং জ্ঞাপয়িতুঞ্চ চাতকঃ।
জ্ঞাত্বাতু তৎ বারিধর স্তোষয়তি চ যাচকম্॥

নবাব সাহেব! চাতকের দারুণ তৃষ্ণা কিন্তু সে মুখ ফুটে মেঘকে জানাতে পারে না; মেঘ কিন্তু তার মন বুঝে যাচকের প্রার্থনা পূরণ করে। শিবজির এখন সেই দশা! বোধ হয় শীঘ্রই আপনার কাছে সন্ধির প্রস্তাব আস্‌বে—শিবজি এখন অনন্যোপায়।

দিলির। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া কার সাধ্য? তা'হলে যুদ্ধের কোন আশা নেই দেখ্‌ছি।

সায়েস্তা। দিলির! ব্যস্ত হ'চ্চ কেন? বাদশার বিশাল সাম্রাজ্যে যুদ্ধের অবসর তোমার মিল্‌তে দেরি হবে না। তা' ব্রাহ্মণ! তোমার কেরামতে আমি খুব খুসী হয়েছি। কি তোমার প্রার্থনা?

শিবজি। আজ্ঞে—প্রার্থনা যৎসামান্য। পুত্রটী বিবাহযোগ্য হয়েছে—তার এই পুনা সহরে একটী সম্বন্ধ স্থির করেছি। কাল বিবাহের বড় শুভ লগ্ন—বৈশাখী কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী। বরযাত্রার অনুমতি দিন্।

সায়েস্তা। তা' বেশ ত—বর আর পুরুৎ এন—আর তুমি সঙ্গে এস।

শিবজি। হুজুর! তা'ত হবে না। তা'হলে আমাকে সমাজে হেয় হ'তে হবে। অন্ততঃ কুড়িজন বাদ্যকর এবং পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারীকে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে—নহিলে আমার বড়ই অমর্য্যাদা হ'বে।

দিলির। এখনও শিবজি মোগলের অধীনতা স্বীকার করে নি—এখনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নি। এ সময়ে রাত্রিকালে এত জন সশস্ত্র পুরুষকে কিরূপে পুনা সহরে প্রবেশ কর্‌তে দেওয়া যেতে পারে?

শিবজি। সন্ধির আর বাকি কি খাঁ সাহেব? শিবজি ত' পলাতক। এখনও কি আপনারা তাকে ভয় করেন নাকি?

সায়েস্তা। ভয়? মোগল ভয় জানে না। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।—তা বেশ ব্রাহ্মণ! তুমি দশজন বাদ্যকর ও পঁচিশজন অস্ত্রধারী সঙ্গে এন। কি বল দিলির খাঁ?

দিলির। জাঁহাপনার যেরূপ অভিরুচি।

শিবজি। হুজুর আর কিছু বাড়ে না?

সায়েস্তা। না—এই যথেষ্ট। দিলির! একে একটা ছাড়পত্র লিখে দাও। যাও ব্রাহ্মণ! এঁর সঙ্গে যাও। চল আমরাও যাই।

[বীরেন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

বীরেন্দ্র। ব্রাহ্মণকে দেখে কেমন সন্দেহ হ'চ্চে—যুদ্ধের নামে ওর চক্ষু কিরূপ দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল! কে এ? যা' হ'ক কাল রাত্রে বিশেষ সতর্ক থাক্‌তে হবে। নবাব সাহেবের শরীররক্ষার ভার আমার উপর। [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পুনার রাজপথ

বরযাত্রীর দল, ব্রাহ্মণবেশী শিবজি, তান্নাজি ইত্যাদি
জনতার মধ্যে দু'জন মোগল প্রহরী

শিবজী। আজ বড় আনন্দের দিন—বাজাওয়ালা! খুব বাজাও, খুব বাজাও [বাদ্যোদ্যম]

১ম প্রহরী। তোমাদের ছাড়পত্র আছে? কার হুকুমে বরাৎ এনেছ?

শিবজি। আছে বৈ কি মিয়া সাহেব—এই দেখ স্বয়ং নবাব সাহেবের মোহর।

২য় প্রহরী। ঠিক আছেরে—ঠিক আছে—যেতে দে।

[বাজনা বাজাইতে বাজাইতে শোভাযাত্রার প্রস্থান]

১ম প্রহরী। হেঁদুগুলো কি? তাঞ্জামে এইটুকু বর!

২য় প্রহরী। ওদের সব বিশ্রি—আবার ছোঁড়াটার মাথায় ওটা কি?

১ম প্রহরী। জান না? ওকে টোপর বলে। চল এখন চল।

[প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শিবজি, তান্নাজি ও সহচবগণ

শিবজি। ধীবে তান্না! ধীবে! অন্ধকাবেব সুযোগে অলক্ষিতে সায়েস্তা-খাঁব শযন কক্ষেব কোলে উপনীত হযেছি। এখানে একটু শব্দ হ'লেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হযে যাবে।

তান্নাজি। প্রভু! আপনাব পবিত্র শযনমন্দিব আজ মোগল কলুষিত কবেছে। তাব বক্ত পান কব্‌বাব জন্য আমাব অসি অস্থিব হয়েছে। তাইতে একটু শব্দ হ'যে থাক্‌বে। কিন্তু মোগল অতর্কিত আছে —কোন আশঙ্কা নেই।

শিবজি। এই ধাবে মই লাগাও। ধাবে ধীবে।

[মই বহিযা সকলেব উৰ্দ্ধে গমন]

[বীবেন্দ্রেব প্রবেশ]

বাবেন্দ্র। কাল প্রাতে সেই ব্রাহ্মণকে দেখে অবধি কেমন সন্দেহ ও শঙ্কায মন ব্যাকুল বযেছে। উঃ কি অন্ধকাব [মই দেখিয়া] এ কি? এখানে মই লাগালে কে? [আলোকপাত কবিযা] মাটীতে এ সব কাব পদচিহ্ন? সন্দেহ হচ্চে। নিশ্চয শত্রুব কোন ষড়যন্ত্র। শুনেছি শিবজি মহা কৌশলী—দেখ্‌তে হ'ল। সেনাপতিব শবীব বক্ষাব ভাব আমাব উপব! [ত্রস্তে প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সায়েস্তা খাঁর শয়ন কক্ষ

সায়েস্তা খাঁ, তাঁহার পুত্র ও তুইজন সৈনিক নিদ্রিত

[গবাক্ষ পক্ষে শিবজি ও তান্নাজির প্রবেশ, সৈনিকদেব নিদ্রাভঙ্গ]

১ম সৈনিক। এ কি ? কে তোমরা ? এত রাত্রে সশস্ত্র হ'য়ে সেনাপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছ ?

তান্নাজি। তোমাদের যম।

২য় সৈনিক। নবাব সাহেব ! নবাব সাহেব ! শীঘ্র উঠুন, তুষমন্ আপনার ঘরে। [সচকিতে সায়েস্তা খাঁ ও তাঁহার পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ]

শিবজি। ভালই হল, নিদ্রিত শত্রুকে বধ করতে হ'ল না। নবাব সাহেব ! একবার খোদাকে স্মরণ কর, তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত।

সায়েস্তা। কে তুমি ? বিবাহের বরযাত্রী সেই ব্রাহ্মণ না ?

শিবজি। আমি শিবজি।

[পুত্র ও সৈনিকদ্বয়ের সহিত শিবজি ও তান্নাজির যুদ্ধ,
সায়েস্তা খাঁর পলায়ণের চেষ্টা]

সায়েস্তা। একি ! সব দরজায় সশস্ত্র শত্রু ! কোন্ পথে যাই ?

শিবজি। নবাব সাহেব ! মৃত্যুর পথ খোলা আছে, সেই পথে যাও। এই নাও [অস্ত্রাঘাত]।

[বেগে বীরেন্দ্রের প্রবেশ এবং নিজবক্ষে অস্ত্রাঘাত গ্রহণ]

শিবজী। কে তুমি ? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের গ্রাস থেকে শিকার কেড়ে নিতে চাও ? এই নাও। [উভয়ের যুদ্ধ]

[মোগল সৈনিক ও শিবজির অনুচরগণের
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ]

সায়েস্তা। এই উত্তম সুযোগ। জানালা খোলা আছে দেখ্‌ছি। এই পথে প্রস্থান করি। [গবাক্ষের পথে প্রস্থান]

শিবজি। [বীরেন্দ্রকে] কে তুমি যুবক ? আর না যথেষ্ট হয়েছে ; কেন আত্মহত্যা কর্‌ছ ?

বীরেন্দ্র। না, না, একবিন্দু রক্ত থাকৃতে কথনও বন্দী হব না। এস, যুদ্ধ কর। [যুদ্ধ ও বীরেন্দ্রের পতন]

শিবজি। অদ্ভুত বীরত্ব ! তান্না ! যুবক আহত হ'য়ে মূর্চ্ছিত হ'য়েছে, মরেনি। একে সযত্নে আমার কক্ষে নিয়ে এস—এর বিশেষ শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর। অমূল্য রত্ন !

তান্নাজি। যে আজ্ঞা প্রভু ! [উভয়ের প্রস্থান]

সৈনিকগণ। জয় মহারাজ শিবজির জয় !

[সৈনিকদিগের গীত]

জয় মা ভবানী ! জননী শিবানী !
দানব-দলনী ভয়ঙ্করী !
সমর তরঙ্গে, এস মা রঙ্গে
নাশ ভ্রূভঙ্গে ভারত-অরি।
প্রলয়-বিষাণ বাজাইয়া ভীমা !
মারাঠার রণে উর মা উর মা
ভারত-বৈভব গৌরব-সীমা
দাও দাও পুনঃ শুভঙ্করী !
মাভৈঃ ! মাভৈঃ ! গাও রণজয়
জয় জয় জয় শিবাজির জয় !
দাও বরাভয়, অরাতির ক্ষয়
কর চিরতরে শঙ্করী ! [সকলের প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অস্ত্রাহত বীরেন্দ্র শয্যায় শায়িত

—পার্শ্বে শঙ্কর উপবিষ্ট

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! এ কোথা আমি রয়েছি শায়িত?
সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ আছেন কুশলে?
মনে পড়ে নৈশ-রণ, দস্যু-আক্রমণ,
অস্ত্রাঘাত বক্ষে মম—কি হইল পরে?

শঙ্কর। একাকী সহায়হীন যুঝেছিলে তুমি
বহুক্ষণ—সে সুযোগে বাতায়ন-পথে
মুহূর্ত্তেকে সেনাপতি হ'লো অন্তর্ধান।
আহত মূর্চ্ছিত তুমি—মহারাষ্ট্র-করে—

বীরেন্দ্র। বন্দী আমি তবে?

শঙ্কর। পুনা-দুর্গে সাত দিন আছ হে শায়িত,
—না ছিল জীবন আশা—অঘোর নিদ্রায়।
শয্যাপ্রান্তে বসি তব, বীরমূর্ত্তি এক,
তেজঃপুঞ্জ কলেবর, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
স্থির নেত্রে গ'ণে ছিল নিশ্বাস তোমার,
চেয়েছিল মুখপানে বসিয়া নীরবে,
জনক অধিক স্নেহে শুশ্রূষা-নিরত।

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! কে সে বীরবর?

শঙ্কর। নাহি জানি।
তীব্র জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন,
তাড়িতাগ্নি ঝলসিত আভা জলদের,

চিত্তের অনমনীয় বাসনা-ব্যঞ্জক
গম্ভীর মুখশ্রী, শান্ত উন্নত ললাট,
বীরত্ব-ভানুর যেন মধ্যাহ্ন গগন,
অধ্বস্য অনলোপম মূর্ত্তি প্রতিভার।

বীরেন্দ্র। কোথায় সে বীরবর? ডাক' ত্বরা তাঁরে,
নিবেদিব পদ-প্রান্তে কৃতজ্ঞতা মম।

শঙ্কর। যোগ্য কথা। আশু তাঁরে প্রেরিব হেথায়।

[শঙ্করের প্রস্থান]

[শিবজির প্রবেশ]

শিবজি। সপ্তাহ নিদ্রায় বীর ছিলে অচেতন,
অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ দারুণ ব্যথায়;
আজি সুস্থ দেখি তোমা পাইনু সন্তোষ।

বীরেন্দ্র। কে আপনি বীরবর? পুত্রের অধিক
স্নেহে যত্নে রক্ষিলেন অরাতির প্রাণ?

শিবজি। শিবজি আমার নাম।

বীরেন্দ্র। শিবজি, শিবজি?

শিবজি। বীরেন্দ্র!
অন্তরের ভাব তব বুঝেছি সকল।
দস্যু আমি, শিবিরে আমার বন্দী তুমি,
এই হেতু ভয়—কিম্বা বীরর্ষভ তুমি—
ঘৃণা, আজি তব মনে হইল সঞ্চার
দস্যু শিবজির নামে।
বীরেন্দ্র! শিবজি দস্যু! শিবজি তস্কর!

কিন্তু যেই আর্য্যরক্ত শিবজি শিরায়
বহিছে বিদ্যুদ্‌বেগে, বল বীরবর !
সে রক্তের ক্ষরস্রোতঃ নিবারি কেমনে ?
আর্য্যের সন্তান মোরা, হায় ! আমাদের
অদৃষ্টে দস্যুত্ব-লিপি লিখিলা বিধাতা !
আর ওই নীচাশয়, দস্যুর সন্তান,
পিতৃদ্বেষী, ভ্রাতৃহন্তা, পাপী আরেঞ্জেব
আজি সে ভারতপতি দিল্লীর ঈশ্বর !
বীরেন্দ্র ! বীরেন্দ্র ! করে এই করবাল
থাকিতে কেমনে—হায় ! থাকিতে কেমনে
বিন্দুমাত্র আর্য্যরক্ত শিবজি-শরীরে,—
সহিব এ অপমান ? চল যাই সবে
ওই নীলাচল-শিলা বাঁধিয়া গলায়,
ঝাঁপ দিয়া সিন্ধুজলে, হায়রে ! ডুবাই
এই আর্য্য নাম, এই তীব্র পরিতাপ !
অন্যথা কৃপাণ করে চল যাই রণে,
স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্ম্মের তরে,
নিবাই কৃপাণ-তৃষ্ণা, যবন-শোণিতে।

বীরেন্দ্র। [স্বগত]
কি অদ্ভুত বীরমূর্ত্তি ! সন্ধ্যার তিমিরে
জ্বলিতেছে নেত্রদ্বয়, অগ্নিকণা যেন,
ললাটে ধমনীত্রয় স্ফীত, আরক্তিম,
বালার্ক কিরণ সম প্রদীপ্ত বদন !

শিবজি। দস্যু আমি ? আমি দস্যু মহারাষ্ট্রকুলে ?
বীরেন্দ্র ! বীরেন্দ্র ! হায় ভুলিলে কি তুমি

সোণার ভারতবর্ষ আছিল কাহার ?
আসমুদ্র হিমাচল এই রাজ্য হায় !
কোন্ ধর্ম্ম নীতি বলে পেয়েছে যবন ?
গিজ্‌নি ঘোরি, ছিল কি হে ধর্ম্মের যাজক ?
দস্যুত্ব, দস্যুত্ব-বলে ভারতে যবন
করিয়াছে আধিপত্য। দস্যুত্বে সে রাজ্য
করিছে শাসন আজি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে।
কি পাপ দস্যুত্বে তবে করিতে হরণ ?
বীরেন্দ্র ! দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম !
যেই মহামন্ত্রে আমি হয়েছি দীক্ষিত,
'ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্র জয়'
সাধিব এ মন্ত্র আমি, সাধাইব সবে।
মহারাষ্ট্র মহিলারা, ভৈরবী-রূপিণী,
প্রেমরঙ্গ পরিহরি, রণরঙ্গে মাতি,
নিষ্কাসিয়া তীক্ষ্ণ অসি, গাইবে উল্লাসে—
'ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্র জয়'।
মাতৃক্রোড়ে শিশুগণ গা'বে আস্ফালিয়া
'ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্র জয়'।
মন্দ্রিবে জীমূতবৃন্দ হিমাদ্রি শিখরে,
গর্জ্জিবে দক্ষিণে সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গে—
'ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্র জয়'।
এই জয় সিংহনাদে করিবে প্লাবিত
পূরবে চট্টলাচল, পশ্চিমে গান্ধার।
যথা এই মহামন্ত্র হইবে ধ্বনিত,
আর্য্যের শৃঙ্খলভার পড়িবে খসিয়া—

তুষার-শৃঙ্খল যথা তিষাম্পতি-করে।
কাঁপিবে মোগলপতি দিল্লী সিংহাসনে,
দিবসে শুনিয়া এই মহামন্ত্র ধ্বনি,
ডাকিবে নিশীথ স্বপ্নে 'শিবাজী! শিবাজী!'
করিব মোগল লক্ষ্মী ছায়া পরিণত ;
শিশু যেন পারে তারে ফেলিতে ঠেলিয়া ;
শাস্তিব শাস্তায়, আমি দণ্ডিব দাম্ভিকে,
বীরেন্দ্র! ভারত রাজ্য করিব উদ্ধার।
বীরবর তুমি, এই প্রমাণ তাহার
রহিয়াছে বক্ষে মম দীর্ঘ অস্ত্র-লেখা,
রহিয়াছে স্পষ্টতর পঞ্চদুর্গ-সম
পুণাদুর্গে হত মম পঞ্চ সহচর।
বীরেন্দ্র-কেশরী তুমি, আর্য্যকুল-রবি
কিন্তু এই বীররত্ন, বল' বিনিময়
করেছ কি যবনের দাসত্বের তরে?

বীরেন্দ্র। শিবজি! দাসত্ব তরে? দাসত্ব? না, না, না।
যবনের যুদ্ধ নীতি শিখিতে, দেখিতে
মহারাষ্ট্র পরাক্রম, পরীক্ষিতে হায়
আর্য্যের গৌরব রবি, ভারতে আবার
হইবে কি সমুদিত—হায় অসহায়,
দুর্ব্বল একক আমি! কিন্তু বীরবর!
ভারত উদ্ধার ব্রতে দিয়াছি ভাসায়ে
দুর্ব্বল জীবন তরী অদৃষ্ট সাগরে।

শিবজি। সেই স্রোত আনিয়াছে শিবজি শিবিরে
বীরেন্দ্র তোমায়! বীরকুলর্ষভ তুমি।

লও এই তরবারি,—বীর অলঙ্কার—
ভারত উদ্ধার ব্রতে— [তরবারি প্রদান]

বীরেন্দ্র। তব মন্ত্রে অভিষিক্ত হইলাম আজি
গুরুদেব ! লইলাম বীর-অসি তব,—
হায়রে অযোগ্য আমি ! ভুবন-বিজয়ী
অসি তব শোভিবে কি দুর্ব্বল এ করে ?
কেশরীর বজ্রনখ শোভিবে শশকে ?
কিন্তু গুরুদেব ! এই ভিক্ষা চাহে দাস—
আর্য্য স্বাধীনতা-রণে সর্ব্ব-সম্মুখীন
নাহি যদি দেখ তব অসি ভয়ঙ্কর ;
না পারে লিখিতে যদি, আর্য্য-অরি বুকে
আর্য্যসুত-পরাক্রম—বীরত্ব প্রমাণ—
নশ্বর অক্ষরে ; সেই দিন গুরুদেব !
এই কাপুরুষ ভুজ কাটি সকৃপাণ,
প্রদানিও উপহার শৃগাল কুক্কুরে।
আমূল এ অসি কিম্বা বসাইও বুকে
বীরেন্দ্রের—

শিবজি। জননী ভারতভূমি ! হেন রত্ন হায় !
থাকিতে তোমার অঙ্কে কে বলে তোমায়
অভাগিনী। বীরধাত্রী তুমি !
এস বীর ! এস বক্ষে [উভয়ের আলিঙ্গন]

[উভয়ের প্রস্থান]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দিল্লী বীরেন্দ্রের বাসগৃহ

বীরেন্দ্র। সুপ্তা নিশীথিনী-অঙ্কে দিল্লী রাজপুরী।
তমিস্রা রজনী ঘোর, ঘনঘটা জালে
আচ্ছন্ন গগন-প্রান্ত দিগ্‌দিগন্তর,
ভারত-অদৃষ্টাকাশ আজিকে যেমন।
দুজ্ঞেয় শিবজি-নীতি! কেন গুরুদেব
করিলা রহস্যপূর্ণ সন্ধি পুরন্দরে?
কি কারণে মোগলের পতাকা ছায়ায়
যুঝিলা বিজয়পুরে, দেখায়ে মোগলে
মহারাষ্ট্র-পরাক্রম সম্মুখ সমরে?
চক্রী প্রতারক এই পাপী আরেঞ্জেব
—আমন্ত্রণে তার, অসঙ্কোচে প্রবেশিলা
সর্পের বিবরে! সকলি রহস্যময়!
বিশ্বাসঘাতক, ক্রূর, নৃশংস পামর
ভুলিয়া আতিথ্য ধর্ম্ম—আনায়-মাঝারে
পাইয়া নিরস্ত্র বীরে রাখে বন্দিশালে!
এই নিশীথিনী মত ভারত-অদৃষ্ট
তমাবৃত আজি হায় শিবজি বিহনে।
কি জানি কি আছে মনে ভাগ্য-বিধাতার।
কিন্তু বৃথা এ ভাবনা মম!
কে পারে রাখিতে সিংহ ঊর্ণনাভ-জালে?

[সন্ন্যাসীর বেশে শিবাজির প্রবেশ]

কে এ সন্ন্যাসী এল—ভৈরব মূরতি ?

শিবজি। বীরেন্দ্র !

বীরেন্দ্র। ওঃ চিনিয়াছি—গুরুদেব ! গুরুদেব ! [পদধূলি গ্রহণ]

শিবজি। পূর্ণ মম মনোরথ। ভ্রান্ত আরংজেব
দস্যুপতি শিবজির বীর-পরাক্রম
দেখেছে বিজয়পুরে। দেখেছে অরণ্য-
বাসী বীরেন্দ্র-কেশরী, নহে পরাক্রম-
হীন অনরণ্য দেশে। বুঝিবে প্রভাতে,
যেই অস্ত্রে আরংজেব দিল্লীর ঈশ্বর
যুঝিছে, শিবজি তাহে নহে অনিপুণ।
এবে চলিলাম দেশে। দাক্ষিণাত্যে পুনঃ
জ্বালিব যে রণানল, দিল্লীতে বসিয়া
জ্বলিবেক আরংজেব উত্তাপে তাহার।
যাও চলি বীরবর ! দেশে আপনার,
প্রণয় কুসুমহার পর গিয়া গলে—
বীর-আভরণ বামা। কিছু দিন পরে
পূজিবারে চন্দ্রনাথ যাইব চট্টলে।
বীর ! বরিবেক তব জনকে শিবজী
পূরব-ভারতেশ্বর ! ডাকিবে তোমারে,
কুমার বীরেন্দ্র বলি আদরে সকলে !
অস্থান, সময়াভাব, বলিব না আর। [শিবজির প্রস্থান]

বীরেন্দ্র। জয় গুরুদেব ! শিরোধার্য্য তোমার আদেশ।

পটক্ষেপণ—দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নদীবক্ষে তরণী

বীরেন্দ্র, শঙ্কর, মাঝি ও দাঁড়িগণ

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! তোমার কি মনে হয়? আর কতদিনে রঙ্গমতী পঁহুছিব?

শঙ্কর। কুমার! আমার মনে হয় আরও সাত আট দিন লাগ্‌বে। কি বলহে মাঝি?

মাঝি। আজ্ঞে হুজুর! আরও দু'এক দিন জাস্তি লেগ্‌তে পারে। ফাগুনের শেষ। এখন এ অঞ্চলে তুফানের বখৎ! তবে যদ্যিপি খোদা ঝাপটা না ওঠায়, তবে আট ন'দিনে হুজুরদিগে সীতাকুণ্ডে তুল্যে দেব। সেখান হোতে রঙ্গমতী দু' দিনে পঁহুছে যাবেন।

বীরেন্দ্র। আরও আট দশ দিন!

শঙ্কর। কেন কুমার! রঙ্গমতী দেখ্‌বার জন্য এত উতলা হয়েছ কেন?

বীরেন্দ্র। 'কেন' শঙ্কর! এ কথা কি তোমায়ও বলতে হবে? আজ দুই বৎসরের অধিক আমি জন্মভূমি ছাড়া। দুই বৎসর শ্যামা জন্মদার শ্যামল শোভা দর্শন করি নাই! সেই জন্মভূমি—সেই আমার চট্টলা—শঙ্কর! আমার চট্টলা-জননীর মুখে কত সৌন্দর্য্য একবার ভাব দেখি! সেই গিরি, সেই কানন, সেই উপবন, সেই নির্ঝরিণী, সেই প্রপাত,

সেই বাড়ব কুণ্ড, সেই আতপ, সেই ছায়া, সেই পূর্ব্বাহ্ণ, সেই মধ্যাহ্ণ, সেই অপরাহ্ণ, সেই পাখীর কূজন, সেই পশুর গর্জ্জন, সেই ময়ূরের নর্ত্তন, সেই সলিল নির্ঝর, পত্রের মর্ম্মর, বাতাসের তর তর ধ্বনি, —সেই কাঞ্চী-সমুদ্র সঙ্গম—

যথায় অপূর্ব্ব পুরী তুলিয়া মস্তক
বিশাল সমুদ্র শোভা করিছে দর্শন,
যথা শ্বেত-সৌধচূড় অচল সুন্দর
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে, দেখিতেছে মরি
নব দুর্ব্বাদল কান্তি সাগর দর্পণে,
শুনিতেছে স্থিরকর্ণে সমুদ্র গর্জ্জন—

—শঙ্কর! এ সকল যে একবার দেখেছে, সে কখনও কি ভুলতে পারে?

শঙ্কর। ঠিক বলেছ কুমার! মাঝি! মাঝি! খুব জোরে নৌকা ব'— কোন রকমে দেরি করিস্ নি।

মাঝি। হুজুর! তা বইছি—কিন্তু দাঁড়িদের যদ্যিপি সারিগান গাইবার হুকুম দেন, তবে তর তর ক'রে নৌকা চল্‌বে।

শঙ্কর। কি বল, কুমার!

বীরেন্দ্র। তা' বেশ ত'—সারিগান গাক্‌না।

[দাঁড়িদের সারিগান]

[প্রথম শ্রেণী দাঁড়ি]	[দ্বিতীয় শ্রেণী দাঁড়ি]
একবার	একবার
বঁধু মোর	কণ্ঠহার!
একবার	দুইবার
বঁধু মোর	চন্দ্রহার!

[প্রথম শ্রেণী দাঁড়ি]	দ্বিতীয় শ্রেণী দাঁড়ি]
একবার	তিনবার
প্রাণবঁধু	অবলাব।
একবার	একবার
বিরহেতে	বঁধুয়ার
একবার	দুইবার
প্রাণ যায়	অবলার
একবার	তিনবার
বঁধু নাহি	এল আর !
একবার	একবার
গাঙ্গে আর	নাই জোয়ার !
একবার	দুইবার
মিছে আশা	বঁধুয়ার
একবার	তিনবার
প্রাণে নাহি	সহে আর !
একবার	এইবার,
এল নৌকা	বঁধুয়ার।

বীরেন্দ্র। [স্বগত] [মেঘদূত পড়িতে পড়িতে]

মেঘদূত ! অভিশপ্ত যক্ষের বিরহ !
অলকার স্বপ্নপুরী অজানা উত্তরে।
বিরহ-বিধুরা বালা বিষাদ মূরতি।—
উজ্জয়িনী-কোকিলের কণ্ঠে সুললিত
কি মধুর মদির মূর্চ্ছনা। আমিও বিরহী।
কুসুমিকা ! আছে বালা মম প্রতীক্ষায়
সুদূর প্রবাসবাসী প্রণয়ী তাহার।

—আবার কি দেখা হবে—কোথা ? কত দিনে ?
আশা মায়াবিনী ! [গ্রন্থ রাখিয়া চিন্তা]

শঙ্কর। দেখত' মাঝি—ঈশান কোণে একটা ছোট মেঘ ক্রমশঃ বড় হ'চ্চে নাকি—ঠিক কাল তিলের মত ছিল, কিন্তু যেন বেড়ে উঠছে মনে হয়—অথচ খট্‌খটে রোদ্দুর রয়েছে—পশ্চিম আকাশে সূর্য্যি দপ দপ. কোরে জ্বলছে। মাঝি ! ঝড় উঠবে না ত ?

মাঝি। কি জানি বাবু ! চত্তিরের সুরু—কাল বশেখি—ঝড় হতেও পারে।

বীরেন্দ্র। শঙ্কর ! দেখ দেখ, চেয়ে দেখ প্রকৃতির কি উদাস শোভা !

ধবল গগন তলে ধবলা তটিনী
বহিতেছে খরস্রোতে দুকূল ছাপিয়া ;
দিগন্ত ব্যাপিয়া, নিবিড় সুন্দর বন
দাঁড়াইয়া দুই তীরে নিথর নিশ্চল।
কাঁপে না একটী পত্র কানন-শরীরে,
কাঁপেনা একটী ঊর্ম্মি তটিনী সলিলে,
চলেনা একটী মেঘ গগন মণ্ডলে।
স্থির অচঞ্চল সব—
গগন কানন নদী।
যেন বিশ্ব মরুভূমি !
মরুনদী, মরুবন, মরু নভস্থল !
শঙ্কর ! ঠিক যেন মোর
মরুময় জীবনের চিত্র অবিকল।

শঙ্কর। কুমার ! এত হতাশ হ'চ্চ কেন ?

বীরেন্দ্র। শঙ্কর ! কেন হতাশ হচ্চি ? তাকি তুমি জান না ? কালীঘাটে মা কালীর নাট মন্দিরে রঙ্গমতী-নিবাসী যে তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে

দেখা হল, তার মুখে কি ভয়ানক দুঃসংবাদ শুনেছ তা' কি তোমার মনে নাই ? পিতা রাজ্যচ্যুত, নিরুদ্দেশ, পলাতক—কোথায় আছেন কেহই সংবাদ জানে না। জীবিত কি মৃত—তাও অনিশ্চিত। দস্যু-পতি বেঞ্জামিন এখন চট্টল দুর্গের অধিপতি—তার ক্রুশ-চিহ্নিত কেতন দুর্গের চূড়ায় উড়্ছে। আর আমার সম্বন্ধে জনরব প্রচারিত, আমি মোগল সেনায় প্রবেশ ক'রে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি, জাতি-চ্যুত হয়েছি, আর দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে আহত হ'য়ে হয়ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।

শঙ্কর। কিন্তু কুমার ! ব্রাহ্মণ ত' স্বচক্ষে তোমায় সশরীরে দেখে গেছে—সে কি দেশে ফিরে সকলকে না বল্‌বে তুমি জীবিত আছ এবং অক্ষত শরীরে রঙ্গমতী চলেছ।

বীরেন্দ্র। কিন্তু আমি ত' জাতিচ্যুত ! শুন্‌লে না ব্রাহ্মণের মুখে—কুসুমিকা শোকে দুঃখে মৃতকল্প, নৈরাশ্যের আগুণে দহ্যমান—ঠিক তার শীতকালে শিশির-মথিত পদ্মিনীর দশা হয়েছে। তবুও বল্‌ছ হতাশ হচ্চি কেন ?

শঙ্কর। কুমার ! ধৈর্য্য ধর। কুলমাতা শঙ্করী তোমার সমস্ত কুশল বিধান করবেন।

বীরেন্দ্র। আচ্ছা শঙ্কর ! তোমার কি মনে হয়—কে এই মিথ্যা জনরব রটালে—আমি জাতিচ্যুত ?

শঙ্কর। কুমার ! আমার সন্দ হয়—তোমার পিতৃব্য ছোটরাজা। তোমার উপর তাঁর বরাবর কুদৃষ্টি।

বীরেন্দ্র। সে কি কথা ! অসম্ভব, শঙ্কর ! অসম্ভব !

মাঝি। হুজুর ! যদি হুকুম হয় নৌকা কূলে ভিরাই। ওই মেঘটা কু-মেঘ ঠ্যাক্‌ছে। শিগ্‌গিরই তুফান উঠবে। কি বলেন ?

[বীরেন্দ্র চিন্তামগ্ন নিরুত্তর]

শঙ্কর। মাঝি! কি জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিস্। বল্‌তে বল্‌তে ঝড় উঠ্‌লো—শিগ্‌গির ভেড়া! শিগ্‌গির ভেড়া! [নেপথ্যে ঝড়ের শব্দ]

মাঝি। [দাঁড়িগণের প্রতি] সামাল সামাল। হা আল্লা কি কর্‌লে? জোরে মোর বাবা! হে জোয়ান!

শঙ্কর। কুমার! আর রক্ষা নেই—নৌকা নিশ্চয় ডুববে—দেখ আর হালে পানি পাচ্চে না—দাঁড় ভাঙ্গল' বোলে—তীর এখনও অনেক দূর। হা ঈশ্বর কি হ'ল। কি কোরে আমার বীরেনকে বাঁচাব?

[ক্রন্দন ও শিরে করাঘাত]

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! স্থির হও। কেন কাঁদছ? শীঘ্রই কূল পাব। কি হ'বে কেঁদে? কুলমাতাকে ডাক, বিঘ্নবিনাশিনী দশভুজাকে ডাক। তিনি কূল দেবেন।

শঙ্কর। বৎস! আমি কি আমার জন্য কাঁদছি? আমি বৃদ্ধ, আমার জীবন আর ক'দিন? কিন্তু তোমার এ দশা দেখ্‌ব কি কোরে? তোমার মা সেই কাশী-যাত্রার দিনে কত কাঁদতে কাঁদতে তোমাকে আমার হাতে স'পে দিয়ে গেছলেন। সে আজ ১৬ বছরের কথা। সে অবধি তোমায় যে বুকে কোরে মানুষ করেছি কত কষ্টে, কত যত্নে! কত বিঘ্ন কাটিয়ে তুমি আজ বড় হয়েছ। হায় হায় তোমার এই দশা হ'ল। আমার চোখের সামনে তুমি নদীর তলায় তলিয়ে যাবে! হা শঙ্করী!

মাঝি। হুজুর! আর নৌকা রবেনা—ঐ দেখুন তলা চিরে হুহু করে পানি উঠ্‌ছে—ডুবলো বোলে। হা আল্লা হা আল্লা।

দাঁড়িগণ। গেলরে ডুবল রে [জলে ঝম্প প্রদান]।

বীরেন্দ্র। [অঙ্গের বসন ফেলিয়া কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে] শঙ্কর! ভয় পেওনা। দৃঢ় মুষ্টিতে আমার কটিবাস ধরো। ছেলে বেলা যে সাঁতার শিখিয়েছিলে, এইবার তার পরীক্ষা হবে। এস, জলে ঝাঁপ দিই—আমার দেহে নিশ্বাস থাক্‌তে তুমি মরবে না। [শঙ্করকে ধারণ]

শঙ্কর। ছাড় ছাড়—একি পাগলামি? তুমি নিজেকে সামলাও—আমার ভারে যে ভারি হ’বে।

বীরেন্দ্র। না শঙ্কর! তা হবে না। যদি ডুবি ত’ দুজনেই ডুব্‌ব—শীঘ্র এস—এই চাদরে তোমায় শক্ত ক’রে বেঁধে নেই।

[তথাকরণ—শঙ্করের প্রতিবাদ]

শঙ্কর। না না কিছুতেই নয়—ছাড় ছাড়!

বীরেন্দ্র। ঐ দেখ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আস্‌ছে—এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ি—

[ঝড়ের শব্দ—শঙ্করকে লইয়া জলে ঝম্প প্রদান]

[ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও নদীর গর্জ্জন শ্রুত হইল]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ঝটিকান্তে নদীকূল, বীরেন্দ্র উপবিষ্ট—চারিদিকে
নিবিড় বন, সময়—প্রায় সন্ধ্যা

বীরেন্দ্র। ওঃ! কি ভীষণ ঝড়, কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি উত্তাল তরঙ্গ! কূলে যে উঠতে পারব তার আশা করিনি। যখন ঊর্ম্মির উপর ঊর্ম্মির আঘাত খেয়ে একেবারে অবসন্ন হ’য়ে পড়েছিলাম, হতাশ হ’য়ে শেষ নিঃশ্বাস টান্‌ছিলাম,—কোথা থেকে এক প্রকাণ্ড ঢেউ এসে কূলে আছড়ে ফেলে দিলে। মূর্চ্ছান্তে দেখি জল সরে গেছে, সৈকতে বালির উপর পড়ে আছি। অদ্ভুত! বিধাতার কি অভিপ্রায় কে জানে? কেন এই হতভাগ্যকে সলিল-সমাধি থেকে রক্ষা করলেন? কিন্তু শঙ্কর? যখন দেখলাম আমার কটিবাসের ভার লঘু হ’ল, তখনই বুঝলাম পাছে তার ভারে আমি বিপন্ন হই, এইজন্য শঙ্কর বাঁধন খুলে

নদীর জলে ভেসে গেছে। কি দুর্ভাগ্য! নিশ্চয় ডুবেছে! কত কষ্টে, নদীর কত নিম্নে আমি প্রাণপণ ক'রে কূল পেলাম—আর বৃদ্ধ শঙ্কর—সে এই তুফানে তীর পেয়েছে?—অসম্ভব! নদীর কূলে কূলে ত' অনেক দূর অন্বেষণ করলাম—কত নৌকার ভগ্ন কাঠ, ভগ্ন চাল—কত মৃত দাঁড়ি মাঝি হাল দাঁড়—মগ্ন তরণীর কত কি চিহ্ন দেখলাম। কিন্তু অভাগা শঙ্কর!—জলে স্থলে—কোথাও ত' তোমার দেখা পেলাম না। মাতামহের ঘর থেকে বিবাহের যৌতুকের সহিত মার সঙ্গে পিতৃগৃহে এসেছিলে—তোমার অঙ্গে মাতৃ-অঙ্গের সৌরভ অনুভব কর্ত্তাম, জননীর বিরহে প্রাণ কাঁদলে তোমার বুকে মাথা রেখে শান্ত হতাম,—মাতার শেষ নিদর্শন তোমাকে আজ হারালাম! অদৃষ্টের কি বজ্রাঘাত!

শঙ্কর! শঙ্কর! এই পরিণাম তব
লিখিলা বিধাতা? প্রভুভক্ত তুমি;
তব প্রভুভক্তির কি এই পরিণাম?
হায় হতভাগ্য!
বীরেন্দ্রের জীবনের অর্দ্ধেক শঙ্কর!—
অর্দ্ধেক জীবন আজি ডুবিল আমার!
মাতৃহীন এ জীবন, অঙ্কুর হইতে
তোমারে আশ্রয় করি উঠেছে শঙ্কর!—
আজি সে আশ্রিতে তুমি ছাড়িলে কেমনে?
ডুবিলে অতল জলে?
অস্ত্রাঘাতে যবে আমি মুমূর্ষু শয্যায়
ছিলাম শায়িত, দিবা-বিভাবরী তুমি
ঔষধের সহ অঙ্গে থাকিতে লাগিয়া।
ক্ষত চিহ্নে কত অশ্রু ঝরিয়াছে তব—

শঙ্কর ! আজি কি তুমি ছাড়িলে আমায় ?
উঠ বৎস ! এই দেখ,
বীরেন্দ্র তোমার কাঁদে অবসন্ন প্রাণে,
তরঙ্গ আঘাতে ক্লান্ত, নির্জ্জন সৈকতে।
এস বৎস, শ্রম-শান্তি কর আসি তার !
ভেবেছিনু মনে, তুমি ত্যজিলে শরীর
আপনি অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া করিব তোমার,
প্রক্ষালিব ভস্মরাশি সুরধনী জলে।
কিন্তু হতভাগ্য আমি,
জানি নাই কভু এই নদীগভে,
শঙ্কর ! তোমারে আজি যাইব রাখিয়া।
জানি নাই প্রভুভক্ত শরীর তোমার,
খাইবে সলিলে মৎস্য, সৈকতে গৃধিনী।

[চক্ষু মুছিয়া ক্ষণকাল পরে]

এখন কোথায় যাই ? কি করি ?
ভীষণ গহন বন মম্মরে পশ্চাতে,
ভীষণ তরঙ্গ-বন গরজে সম্মুখে।
উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি পাড়ছে সৈকতে,
সরোষে ফেনিয়া পুনঃ যাইছে সরিয়া।
নিবিড় 'সুন্দর' বন বিরল বিজন !
কোথা পাব পথ, কোথা আশ্রয় আহার ?
চলেনা চরণ আর। দারুণ ব্যথায়
ব্যথিত সর্ব্বাঙ্গ মম—যেই দিকে চাই
অগম্য সকল—নদী আকাশ কানন !
সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বহুলা রজনী

এখনি করিবে দৃশ্য আঁধার ভীষণ।
রজনী সম্মুখে করি, পশিব কেমনে
নিবিড় অরণ্য মাঝে—হিংস্র-জন্তু-বাস —
জনহীন, পথহীন,
তাহাতে নিরস্ত্র আমি—ডুবিয়াছে হায় !
করের কৃপাণ মম — ডুবেছে শঙ্কর
অঙ্গের দোসর মোর। অরণ্যে পশিয়া,
বৃক ব্যাঘ্র ভল্লুকের হইয়া অতিথি
লভিব কি ফল ? থাকি নদীকূলে বসি।
আসিলে রজনী, হেথা হিংস্রজন্তু-চয়
শমন-কিঙ্কর রূপে দিবে দরশন।
সম্মুখে বিপ্লব-নদী, পশ্চাতে কানন—
তিমির-আচ্ছন্ন, মোর অদৃষ্ট যেমন।

[গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন]

[পশ্চাৎ হইতে তপস্বিনীর প্রবেশ]

তপস্বিনী। কে এ যুবক ?—গভীর চিন্তামগ্ন দেখছি—নিশ্চয় আজিকার ঝড়ে বিপন্ন হ'য়েছে। [অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন]

বীরেন্দ্র। [চমকিত ভাবে] আপনি ? কে আপনি ? যেন সাক্ষাৎ শঙ্করী !

বিলম্বিত জটা রাশি, পড়িছে ঝুলিয়া
যুগল কপোলে, অংশে, উরসে, পশ্চাতে।
জটারণ্য-অন্তরালে শোভিতেছে হায়
গৌর কলেবর-কান্তি উজ্জ্বল মধুর,
বন-অন্তরালে যেন চন্দ্রের কিরণ।

স্থির ধীর মাতৃমূর্ত্তি, শান্ত ত্রুনয়ন,
রক্ত জটাজুট ভার, রক্তিম বসন,
দেখি মনে হয় যেন কানন-ঈশ্বরী !

তপস্বিনী। বাবা ! আমি তাপসী—এই জঙ্গলে থাকি। তোমাকে বিপন্ন দেখ্‌ছি—আমার সঙ্গে এস।

বীরেন্দ্র। মা ! এই নিবিড় অরণ্যে কি লোকালয় আছে ?

তপস্বিনী। না বাবা ! লোকালয় নাই—এখানে পূর্ব্বকালে একটা রাজধানী ছিল—এখন সব জঙ্গল হ'য়ে গেছে—কেবল এক কানন-কালীর মন্দির আছে। তাঁরই সেবায়ত ব্রাহ্মণ আছে—বিপ্রদাস ! আমি মা কালীর মন্দিরে থাকি, সেখানে আশ্রয় পাবে। একটু সুস্থ হ'লে তোমাকে বিপ্রদাস লোকালয়ে রেখে আস্‌বে ! ঐ দেখ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে—এস আমার সঙ্গে এস—দেরি কোরো না।

বীরেন্দ্র। চলুন মা !

তপস্বিনী। বাছা ! তোমার চল্‌তে কষ্ট হচ্চে দেখ্‌ছি—আমার কাঁধের উপর ভর দাও।

বীরেন্দ্র। না মা ! আমি যেতে পারবো। বেশী দূর যেতে হবে কি ?

তপস্বিনী। বড় বেশী দূর নয়—এস। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন-কালীর মন্দির মধ্যে বীরেন্দ্র শয্যায় নিদ্রিত— অদূরে তপস্বিনী উপবিষ্টা

তপস্বিনী। [একদৃষ্টে বীরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া] কে এ যুবক ? আজ সাত দিন ধরে দেখ্‌ছি। যত দেখি ততই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

ভেবেছিলাম এত বৎসরের কঠোরে সংসার থেকে মন সরাতে পেয়েছি—কিন্তু কই? কি সুন্দর মুখ! চক্ষু দুটী কি সুন্দর—যেন বিদ্যুৎভরা! অথচ কেমন প্রশান্ত—বিধাতা যেন তুলি দিয়ে এঁকেছে। অঙ্গগুলি কেমন নিটোল! কেমন মাংসল! অথচ কেমন সুকুমার। যেন বীরত্বের রঙ্গভূমি! অথচ কেমন কমনীয়। কার এ বাছনি? দেখ্‌লে মনে হয় রাজপুত্র—নিশ্চয় কোন উচ্চবংশ-জাত।

কি নয়ন, কি বদন, কুঞ্চিত অধর
অঙ্গের মহিমা কিবা কি মধুর স্বর।

দেখে অবধি আমার বীরেনকে মনে পড়্‌ছে—সেও এতদিনে এতবড়টি হয়েছে! কেন তাকে ছেড়ে এসেছিলাম? [চিন্তামগ্না হইলেন]

[উঠিয়া বীরেন্দ্রের শয্যাপ্রান্তে গেলেন]

আজ সাতদিন এই কানন-কালীর মন্দিরে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন রয়েছে—কথনও কথনও ঘুমের মাঝে চীৎকার করে ওঠে। হে মা কানন-কালী! বাছাকে শীঘ্র সুস্থ করো—যেন আমার সেবা ব্যর্থ না হয়! এখনও বেশ ঘুমুচ্চে—একটু বাতাস দিই [অঞ্চলের দ্বারা তথাকরণ] [ক্ষণকাল পরে] আবার কিছু দুঃস্বপ্ন দেখেছে বুঝি?

কুঞ্চিত ভ্রূযুগ, নেত্রে অশ্রু বিগলিত,—
বিষাদ-কালিমাময় বদন মণ্ডল,
ঘন ঘন শ্বাস—স্বেদ-নিষিক্ত ললাট।

[কপাল মুছাইয়া] বাছা! বাছা!

বীরেন্দ্র। [স্বপ্নে চীৎকার করিয়া] মা! মা! কুসম! কুসম! ডুবলো ডুবলো। ধর মা! ধর মা! [কম্পের অভিনয়]

তপস্বিনী। বাবা! বাবা! কি হয়েছে কি হয়েছে—ওঠ ওঠ—চোক্ চাও।

বীরেন্দ্র। (উঠিয়া) মা! মা! কোথায় আমি?

তপস্বিনী। এই যে বাবা—স্থির হও। কিছু কুস্বপ্ন দেখ্‌ছিলে বুঝি?

বীরেন্দ্র। কুস্বপ্ন? কুস্বপ্ন দেবি! দেখিতেছিলাম
অসুখ নিদ্রায় আমি। দেখিতেছিলাম
এক মহা পারাবার, অনাদি অনন্ত,
ফেনিল-তরঙ্গ-পূর্ণ; ভীম প্রভঞ্জন
গর্জ্জিছে ঝটিকানাদে জলধি-হৃদয়ে;
গর্জ্জিছে জীমূতমন্দ্র ঘোর কৃষ্ণাম্বরে!
ঘোরতর অন্ধকার! ভগবতি, সেই
ঘোর অন্ধকারে, সেই ভৌতিক বিপ্লবে,
দেখিলাম হায়! সেই কৃষ্ণ পারাবারে
তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবি, ভাসিতেছে মম
কুসুমিকা—আলোকিয়া সেই অন্ধকার;
ভাসে যথা নীলাম্বরে শারদ চন্দ্রিমা
লুকাইয়া মেঘে মেঘে ভাসিয়া আবার।
কোথা হ'তে এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম—
না হয় স্মরণ; হায়! উন্মত্তের মত
ঝাঁপ দিতে চাহিলাম সমুদ্রের জলে,
তুলিতে সে রূপরত্ন,—অকস্মাৎ হায়!
শুনিনু আকাশবাণী—'বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র!
পড়িওনা বৎস! এই কাল-পারাবারে,
এই রক্ষিতেছি আমি কুসুমিকা তব।'
সেই কণ্ঠ স্নেহসিক্ত পশিল হৃদয়ে,
জাগিল পূরব স্মৃতি বেগে হিল্লোলিয়া,
চিনিলাম সেই স্বর; হায়! এ জগতে
সেই স্বর একমাত্র নহে তুলনীয়!

চাহিনু আকাশ পানে তুলিয়া বদন,
দেখিলাম মায়ামূর্ত্তি—জননী আমার !
নিবিড় জলদাসনে বসি স্নেহময়ী
চাহিছেন মোর পানে, সজল নয়ন।
একদিকে কুসুমিকা ঝটিকা-সাগরে
ভাসমান ; অন্যদিকে জননী আমার
জলদ-আসনে বসি ! ঘুরিল মস্তক—
পড়িতেছিলাম আমি কাল-পারাবারে,
তব স্নেহ-সম্ভাষণে ভাঙ্গিল স্বপন।

তপস্বিনী। আহা বাছা রে ! তাই বুঝি 'মা মা' ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলে ?

বীরেন্দ্র। হাঁ মা তাই হবে।
কিন্তু একি স্বপ্ন ভগবতি ?
অমঙ্গল এই স্বপ্ন বলিব কেমনে ?
পঞ্চম বৎসরে যেই জননীর মুখ,
অস্পষ্ট,—তরল স্মৃতি-দর্পণ হইতে
কালের কালীতে হায় ! হ'য়েছিল লয় ;
হতভাগ্য আমি ! দেবি ! আজি হায়, সেই
আনন্দময়ীর মুখ, দেখিনু স্বপনে !
মা ! মা ! মা আমার !
এত দিন পরে যদি স্মরিলা আমারে,
কেন দেখা দিলে মাতা জলদ-আসনে—
অগম্য আমার ! যদি মাতা—স্বপনেও
এই অভাগারে হায় ! লইতে হৃদয়ে,
যুড়া'ত পরাণ মম, যুড়াইত হায় !

অষ্টাদশ বরষের বিরহ তোমার।
ভগবতি! কেন মাতা বঞ্চিলা আমারে?—
(কিছুক্ষণ থামিয়া)
অথবা মঙ্গল স্বপ্ন বলিব কেমনে?
নিমজ্জিত কুসুমিকা কাল-পারাবারে!
বিধাতঃ! এই কি মম চিত্র ভবিষৎ?
ভগবতি! আপনি ত' সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী
যোগ-বলে—একি স্বপ্ন? কি অর্থ ইহার?

তপস্বিনী। বৎস! শান্ত হও।
স্বপ্নে অমঙ্গল জেনো মঙ্গল-নিদান।
বিঘ্ন-বিনাশিনী এই কানন-ঈশ্বরী,
হরিবেন বিঘ্ন তব তাপসীর বরে।
কিন্তু বৎস! (চক্ষু মুছিয়া)
উদাসিনী আমি বৎস! বন-নিবাসিনী,
সংসারের দুঃখ সুখে সম নির্ব্বিকার।
কিন্তু বৎস! জননীর তরে এই তব
করুণ আক্ষেপে, কাঁদিছে হৃদয় মম,
নিরুদ্ধ হৃদয়-বৃত্তি উঠিছে জাগিয়া।
শুধু আজ নয় বৎস! এই কয় দিন,
জ্বরেতে অজ্ঞান তুমি আছিলে যখন
কখন বা 'মা মা' বলি ছাড়িতে নিশ্বাস,
কখন অস্ফুট স্বরে, বলিতে মধুরে,
'কুসুমিকা'। বল, বৎস! নাহি কি তোমার
জননী রতনগর্ভা? হায়! অভাগিনী
নাহি জানি কত দুঃখে গিয়াছে ছাড়িয়া

হেন পুত্র-নিধি! বল, বৎস! তুমি যারে
দেখিলে স্বপনে, কেবা সেই কুসুমিকা?

বীরেন্দ্র। হায়! ভগবতি!
এ সংসার দুঃখার্ণব।
কিন্তু দুর্নিবার লহরী তাহার
না পারে পশিতে পুণ্য তাপস-আশ্রমে।
দেবি! আমি কেন কলুষিব তাহা
আমার দুঃখের স্রোতে—হতভাগ্য আমি!

তপস্বিনী। শুনিতে বাসনা বড় তোমার কাহিনী,
জানিবারে বংশ-পরিচয়—বল বৎস! বল।

বীরেন্দ্র। সুদূর চট্টলে দেবি! নিবাস আমার,
জন্মভূমি রঙ্গমতী, কাঞ্চী নদী তীরে
—তথায় মুকুটরায় জনক আমার—

তপস্বিনী। জনক তোমার? (তপস্বিনীর চাঞ্চল্য প্রকাশ)

বীরেন্দ্র। জনক আমার
দক্ষিণ-পূরববঙ্গে সমুদ্রের তীরে,
মোগলের প্রতিনিধি, পর্ত্তুগীজ-ত্রাস
শাসিতেন রাজ্যখণ্ড প্রবল প্রতাপে।
অযোগ্য তনয় দাস—

তপস্বিনী। বীরেন্দ্র-বিনোদ!

বীরেন্দ্র। (বিস্মিত হইয়া) দেবি!

তপস্বিনী। হয়োনা বিস্মিত বৎস!
জনরব শত মুখে
রটায়েছে নাম তব 'সুন্দর'-কাননে।
কোথায় জননী তব? বল বৎস! বল!

বীরেন্দ্র। পঞ্চম বৎসর যবে, জননী দুখিনী
গেলা বারাণসী দেবি! ছাড়িয়া আমায়,
অর্পিতে মানস পূজা। ফিরিলনা আর।
অষ্টম বৎসর যবে—এই দীপালোকে
মন্দির বাহিরে যথা নাহি যায় দেখা,
অষ্টম বৎসর পূর্ব্বে তেমতি আমার
নাহি চলে, ভগবতি! স্মৃতির নয়ন;
অষ্টম বৎসর যবে, ভাবিতাম মনে
কোথায় জননী মম? কে দিবে উত্তর?
জিজ্ঞাসিলে জনকেরে, কাঁদিত নীরবে
পিতা; কাঁদিত শঙ্কর—সহজ, সরল,—
জনক-প্রতিম বৃদ্ধ রক্ষক আমার,
হারাইনু যারে ওই তটিনী সলিলে।
সকলে বলিত মাতা গিয়াছেন কাশী,
আসিবেন ফিবে পুনঃ কিছু দিন পরে।

তপস্বিনী। আহা বাছা! কত দুঃখই পেয়েছ! তোমার মা ছিলেন না, কে তোমার যত্ন ক’র্ত্ত?

বীরেন্দ্র। ভৃত্য শঙ্কর! মা গো!
যেই জননীর কোল, মায়ের সোহাগ,
প্রথম জীবন করে এত মধুময়,—
এত সুখকর আহা,—ছিল না আমার।
আমার শৈশব-স্মৃতি, মরুদৃশ্য যেন!
এই মরু-পর্য্যটনে শঙ্কর আমার
ছিল সুশীতল ছায়া, শান্তি-সরোবর;
নিত্য সহচর মম জাগ্রতে, নিদ্রায়।

পাঠাভ্যাস-শ্রম দেবি ! ভুলিতাম আমি
শঙ্করের স্নেহে—স্নেহ পবিত্র, বিমল !
হায়রে পড়িলে মনে জননী আমার—
কাশী-নিবাসিনী মাতা,—রাখিয়া মস্তক
বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে, কাঁদিতাম আমি ;
কত প্রবঞ্চনা-জালে অভাগা আমারে
হায়রে করিত শান্ত বলিব কেমনে ?

তপস্বিনী। কতদিনে জান্‌তে পারলে তোমার মার কাশী-প্রাপ্তি হয়েছে ?

বীরেন্দ্র। আমার যখন প্রায় ২০ বৎসর বয়স। একদিন কথা-প্রসঙ্গে পীড়াপীড়ি করাতে সরল বৃদ্ধ শঙ্কর হঠাৎ বলে ফেল্‌লে মাতৃদেবী আর ফিরবেন না—বিশ্বনাথকে মানসিক দিতে গিয়ে বিসূচিকা-রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পিতার অনুমতি নিয়ে মনিকর্ণিকায় মাতৃ-তর্পণ করবার জন্য দুই বৎসর হ'ল কাশী যাত্রা করেছিলাম। এখন স্বদেশে ফিরছি। কালীঘাটে বড়ই দুঃসংবাদ শুনেছি—

শুনিনু তথায় বিপ্রমুখে—
আরাকান-অধিপতি, মগ দুরাচার,
দস্যু পর্ত্তুগীজ সহ মিলিয়া আহবে—
ভুজঙ্গে, বৃশ্চিকে মিলি ! করিয়াছে চুরি
পিতৃরাজ্য ; নিরুদ্দেশ জনক আমার।
শুনিলাম দেশে রাষ্ট্র,—হইয়াছি আমি
জাতিভ্রষ্ট, ধর্ম্মচ্যুত ;
হায়রে জীবন-বৃন্তে কুসুমিকা মম
শুকাইছে দিন দিন। কে সে কুসুমিকা ?
শুনিতে বাসনা তব। কে সে ?—কুসুমিকা
বাল্য-সহচরী মম, কৈশোর-সঙ্গিনী ;

যৌবনের সুখ-স্বপ্ন ;—অশ্রান্ত বাসনা ;
মরুময় জীবনের সরসী শীতল !
মানব হৃদয়, দেবি ! নহে দর্শনীয় ;
পারিতাম যদি
খুলিতে হৃদয়-দ্বার, দেখিতে তথায়
নাহিক হৃদয় মম ; রূপান্তরে তার
বিরাজিছে কুসুমিকা—হৃদয়-রূপিণী ।
ভগবতি, রঙ্গমতী নিবিড় কাননে,
অঙ্কুরিত ছিল এক তরু সুকোমল ;
কোথা হতে মরি ! এক কনক বল্লরী
আসিয়া মিলিল সেই তরু সুকুমারে ।
ভগবতি ! দিন দিন সেই তরুলতা
বাড়িতে লাগিল, দিন দিন লতা-তরু
অনন্ত বেষ্টনে, হায় ! বেষ্টিত হইল ।
যতই নিদাঘ-শিখা হইত প্রখর,
যতই বাড়িত শীত, গর্জ্জিত অশনি,
আলিঙ্গিত পরস্পরে তত গাঢ়তর ।
বসন্ত কোকিল-কণ্ঠে, মলয়-অনিলে
আলাপিত পরস্পরে , দেখিত যুগলে,
হায়রে যুগল-শোভা ; ভাসিত আবার
অনিবার বরিষার আনন্দ-সলিলে ।
কি হেমন্ত, কি বসন্ত, শরত শিশির,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, কিংবা দিবা, নিশি, কালাকাল
সুখ, দুঃখ—না পারিত হায় ঘুচাইতে
সেই প্রেম-আলিঙ্গন—স্বভাব-বেষ্টণ—

অবিচ্ছিন্ন. অপার্থিব ! ভগবতি, এই
বীরেন্দ্র সে তরু, সেই লতা কুসুমিকা !
আজি সেই লতা, দেবি ! বিশুষ্ক আমার,
দেশে রাষ্ট্র জনরব জাতিভ্রষ্ট আমি।
ভগবতি ! এ সংবাদে কি যেন হঠাৎ
মস্তিষ্ক হইতে মোর হইল নির্গত।
হুহু শব্দ শুনিলাম শ্রবণে কেবল ;
দেখিনু হৃদয় শূন্য, শূন্য ধরাতল,—
কি করিনু, কি বলিনু, দেখিনু, শুনিনু,
নাহি পড়ে মনে, দেবি ! কিছুক্ষণ পরে
জানিলাম, তরী-বক্ষে চলেছি স্বদেশ।
শেষে দুরদৃষ্ট, এই তটিনী সলিলে
কি ঘটা'ল ভগবতি !—

[মন্দির-দ্বারে করাঘাত শব্দ]

নেপথ্যে। মা মা !

তপস্বিনী। (চমকিয়া) কে বিপ্রদাস ? ভোর হয়েছে নাকি ? ভিতরে এস।

[বিপ্রদাসের প্রবেশ]

বিপ্রদাস। মা ! পূর্ব্ব আকাশের গায়ে সিন্দুরের রেখা একটু একটু ফুটে উঠছে - তারার আলো যেন অল্প নিভে আস্‌ছে। আপনার স্নানের সময় হয়েছে। এবার মায়ের মঙ্গল-আরতি দেব।

তপস্বিনী। [বাহিরে চাহিয়া] হাঁ বিপ্রদাস ! রজনী প্রভাত বটে।

বীরেন্দ্র। মা ! আমি সুস্থ হয়েছি—এইবার আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন।

তপস্বিনী। বৎস! আর দুই একদিন থাকো—শরীরে একটু বলাধান হোক্। তারপর বিপ্রদাস তোমায় সঙ্গে ক'রে সুন্দরবন পার ক'রে নৌকায় চড়িয়ে দেবে। এখন কি রঙ্গমতী যাবে?

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ মা! তবে শিব-চতুর্দ্দশী সন্নিকট হয়েছে, পথে দু'দিন চন্দ্রনাথ দেখে যাব।

তপস্বিনী। বাবা চন্দ্রনাথ, মা শঙ্করী তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ করুন!

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তলদেশ

—কুসুমিকা ও যাত্রী মহিলাগণ

[মহিলাগণের গীত]

জয় হর! বাঘাম্বর! দয়া কর অবলায়,
স্মর-হর হে শঙ্কর! হর হর ভবদায়।
মহাকাল! চন্দ্রভাল! ভস্মজাল-শোভা গায়।
ফণিধারী! গঙ্গাবারি মনোহারী শিরে ভায়।
ব্যোমকেশ প্রমথেশ উগ্রবেশ কেন হায়!
ত্রিপুরারি ভয়হারী দীনা নারী তব পায়॥

১ম মহিলা। ও কুসুম! মা! ঐ যে সাম্‌নে পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি বাঁধান দেখ্‌ছ, ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌তে হয়। প্রায় দেড়শ ধাপ উঠতে হবে। খুব সাবধানে মা। আসবার সময় তোমার

মামা বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে তোমায় খুব সাবধানে রাখ্‌তে—কত কষ্টে মত করিয়েছি কি বলব মা? তোমায় কি আস্‌তে দেয়—বলে সোমত্ত মেয়ে—বিয়ে হয়নি—কোথা যাবে? আমি বল্লুম 'কেন? আমি বাপের বোন না নই, জ্ঞাত-সম্পর্কে পিসি ত' বটি—আমার সঙ্গে কুসমকে দাও—ওর এত তীর্থ-দর্শনের সাধ—তোমার ভাবনা কি?' তবে রাজি হয়!

কুসুমিকা। হ্যাঁ পিসিমা! ভাগ্যে তুমি ছিলে—নহিলে আমার আসাই হ'ত না। তা' খুব সাবধানেই সিঁড়ি উঠ্‌ব।

২য় মহিলা। আর দেখ কুসম! বেশ ধীরে ধীরে চোড়ো। শিব চতুর্দ্দশীতে আমরা সবাই উপোষ ক'রে আছি বটে—কিন্তু তোমায় উপোষটা বেশী লেগেছে দেখ্‌চি। আহা মুখখানি শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে।

১ম মহিলা। তা হবেনা বিন্দু দিদি—আজ দু'বছরের বেশী খায় না, চুল বাধেনা—শরীরের কোন যত্ন নেই—দেখ না কি রকম রোগা হ'য়ে গেছে—

৩য় মহিলা। কেন গা? কেন এমন করে?

১ম মহিলা। জানিস্‌ না মোক্ষদা!—যবে থেকে বীরেন পশ্চিম চলে গেছে—

কুসুমিকা। পিসিমা! তোমার যেমন কথা!—আমার কি হয়েছে? আমি ত' বেশ আছি।

মোক্ষদা। কে বীরেন? ওঃ যার সঙ্গে কুসমের বিয়ের কথা ছিল?

১মা মহিলা। হাঁ রে হাঁ, সেই।

মোক্ষদা। শুনেছি সে ত' মোগল ফৌজে ঢুকে মোসলা হয়ে গেছে—সে ত' জাতিচ্যুত—তার জন্যে কুসুমের এত দুখ্‌খু হল!

১ম মহিলা। কি জানি মা! ওর মামা ওকে কত বুঝিয়েছে। ও বলে 'মিছে কথা, আমার মন বল্‌চে তিনি ফিরবেন'!

মোক্ষদা। কি জানি মা! এখনকার মেয়েদের মতিগতি—আমরা হ'লে ত' মামার কথা ঘাড় পেতে নিতুম।

১ম মহিলা। যাক্ মা। তীর্থস্থানে শিব-চতুর্দ্দশীর দিন ধর্ম্মের কথা কও—আবার দেশে ফিরে ঘরকন্না ক'রো। দেখ মা কুসম!—এই সিঁড়ির কাছে এসেছি; সিঁড়ির বহর দেখে আমার বুক শুকুচ্ছে—আমার হাত ধ'রে তুলতে পারবে ত'?

কুসুমিকা। ঠিক পার্ব্ব পিসিমা। আমি এক হাত ধর্ব্ব, তোমার বিন্দু দিদি আর এক হাত ধর্ব্বেন - তোমার বিশেষ কষ্ট হবে না।

১ম মহিলা। না মা! আমি এখানেই বসি—আমার বুক কাঁপছে। জান ত' মা আমার বুকের ব্যামো—রোজ রাত্তিরে পুরোনো ঘি মালিশ কর্ত্তে হয়।

কুসুমিকা। সে কি পিসিমা!—এতদূর এসে এই দিনে তুমি চন্দ্রনাথ দর্শন কর্‌বে না—

বিন্দু। তাই'ত বোন! পাহাড়ে চড়বে না—রঙ্গমতী ফির্‌লে লোকে বলবে কি?

১ম মহিলা। না ভাই বিন্দু দি! আমার গা কেমন কচ্ছে। আমি পাহাড় উঠ্‌তে পার্ব্বোনা। তোমরা এগোও—কুসমকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

কুসুমিকা। পিসিমা! মামা বলে দিয়েছিলেন—তোমার কাছে কাছে সর্ব্বদা থাক্‌তে—তুমি যাবে না—

১ম মহিলা। তার জন্যে ভাবনা কি? এই বিন্দু দিদি ও মোক্ষদা তোমার সঙ্গে থাক্‌বে—ওদের সঙ্গে তুমি স্বচ্ছন্দে যাও—ওরা খুব হুসিয়ার—সেপাইএর বাড়া।

বিন্দু। তাই চল কুসম!—আমরা তোমায় ঠিক্ দর্শন করিয়ে আনি।

কুসুমিকা। তাই যাই পিসিমা—কিন্তু তোমার দর্শন হোলোনা—

১মা মহিলা। সেজন্য ভেবনা মা। আমি জোয়ান বয়সে দু'বার চন্দ্রনাথ দেখে গেছি—একবার মার সঙ্গে এসেছিলাম—আর একবার বদ্দি-পাড়ার শিবকালীর সঙ্গে; তখন তড়্ তড়্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলুম—সে বয়স কি আছে মা!—তার উপর আমার বুকের ব্যামো।

বিন্দু। তা বেশ বেশ। তুমি এই সিঁড়ির নীচে বসে থাক—আমরা এলুম ব'লে—একেই বলে এক যাত্রায় পিরথক্ ফল!

১মা মহিলা। তা' দেখ বিন্দু দিদি! পাহাড়ের উপর যা যা দেখ্‌বার আছে, কুসমকে সব বেশ ক'রে দেখিয়ে দিও। ওর ভাগ্যে যদি আবার চন্দ্রনাথ আসা না ঘটে—কোন্ ঘরে বিয়ে হবে—তারা আস্‌তে দেবে কিনা কে জানে বল।

বিন্দু। তা ঠিক দেখাব—আমি আগে একবার এসেছি—সব জানি।

১মা মহিলা। বেশ বেশ! তোমার হাতে কুসুমকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি। আর দেখ, শুন্‌ছি পাহাড়ের ওপর বট গাছের তলায় কে এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী আসন করেছে। সে ভূত ভবিষ্যি সব বল্‌তে পারে—ভাল ভাল ওষুধ জানে। মোক্ষদা! বোন্! যদি পারিস্ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছ থেকে আমার বুকের ব্যামোর একটা টোট্‌কা চেয়ে আনিস্।

মোক্ষদা। তোমার যেমন কথা!

১মা মহিলা। আর দেখ্—সন্ন্যাসীকে দিয়ে কুসমের হাতটা একবার দেখাস্—ভুলিস্ নি।

সকলে। জয় বাবা চন্দ্রনাথ!

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রনাথ-পর্ব্বতের পার্ব্বত্য কক্ষ

মোহান্ত ও ঢেঁকি পঞ্চানন

মোহান্ত। ঢেঁকি।

পঞ্চানন। কি আজ্ঞা প্রভু!

মোহান্ত। ঢেঁকি! আর একপাত্র দে।

পঞ্চা। তা' দিচ্চি খাও। কিন্তু বাবা! আজ শিব চতুর্দ্দশী, বহুত যাত্রীর ভিড়—দেখ যেন বে-একতার হোয়োনা।

মোহান্ত। বেটা! সে ভাবনা তোর নেই—আমি ঠিক আছি। দে।

পঞ্চা। এই নাও [মোহান্তের মদ্যপান]

পঞ্চা। বাবা! আজ যে শিলাকক্ষ বেশ সাজিয়েছ দেখ্‌ছি—রাশ রাশ ফুল, গোড়ের মালা তুগাছা—কস্তুরি কেশর চন্দন—গন্ধ ভুর্ ভুর্ কর্চ্চে—এদিকে নির্ঝরের ধারে রূপোর পানপাত্র—সরাবের বোতলটী হাতের কাছে—মতলবটা কি? আজ তৈরি হ'য়ে ফুলশয্যা কর্ব্বে নাকি?

মোহান্ত। দূর বেটা!

পঞ্চা। তবে কি ব্যাপারখানা—একটু ভাঙনা বাবা।

মোহান্ত। ঢেঁকি! কিছু দেখিছিস্ কি?

পঞ্চা। কি দেখব বাবা! আমি পঞ্চানন—পাঁচমুখে মণ্ডা খাই। আমার চোক্ জিহ্বায়। যদি বাবা, এই পর্ব্বের দিনে কোন যাত্রী চন্দ্রনাথকে কোন নূতন রকম মিষ্টান্ন চড়িয়েছে দেখে থাক, দোহাই মোহান্ত জি! দু'একটা ছুড়ে মের বাবা! তোমার এই অধম কিঙ্করকে।

মোহান্ত। দূর বেটা পেটুক! গিলে গিলে যে গেলি। অতি ভোজনে সমস্ত মাংস তোর জমেছে পেটে—যেন একটা জীবন্ত জালা—সুধু পেট!

পঞ্চা। তবে কি দেখার কথা বল্‌ছ?

মোহান্ত। ওরে ঢে কি! দেখিস্‌নি? ঠিক্ পদ্মফুল—কি রূপরে! পদ্ম ফুলেরও বুঝি এত রূপ হয় না—ঠিক্ একটী পরী।

পঞ্চা। বল কি মোহন্ত জি! ঠিক্ দেখেছ?

মোহান্ত। দেখেছি কি রে, মজেছি। এ পদ্মফুল যদি না আঘ্রাণ করতে পারি, তবে জন্মই বৃথা।

পঞ্চা। তুমি চন্দ্রনাথের সেবক—পদ্ম ফুলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? বেলপাতা, বড় জোর এক আধটা ধুঁৎরো ফুল—তার বেশী হাত বাড়িওনা।

মোহান্ত। ঠাট্টা রাখ ঢেঁকি! সব সময়ে ভাল লাগে না। ঐ যে রে রঙ্গমতী থেকে যে যাত্রীদল এসেছে—তাদের মধ্যে দেখিস্‌নি? ঠিক্ যেন শুক্‌নো পাতার মাঝে প্রফুল্ল নবমল্লিকা—ঐ মেয়েটাকে আমার চাই-ই চাই।

পঞ্চা। ওঃ! সেই মেয়েটা? আমি খবর নিয়েছি—ভৈরব রায়ের ভাগ্নী। তার পিসার সঙ্গে চন্দ্রনাথ দর্শনে এসেছে। সেই যে গো, যার সঙ্গে মুকুট রায়ের পুত্তুর বীরেন রায়ের বের কথা ছিল।

মোহান্ত। মাধব রায়ের মেয়ে? ওর বাপত' অনেক দিন মারা গেছে। আর বীরেন রায়?—সে ত' দেশান্তরী—শুনেছি মোছলা হয়ে জাতিচ্যুত হয়েছে! সেই মেয়ে এমন রূপসী হয়েছে! আহা! সর্ব্ব অঙ্গ থেকে রূপের ধারা ঝ'রে পড়ছে।

পঞ্চা। আচ্ছা মোহন্ত মহারাজ! রাগ কোরোনা। কিন্তু ভাব দেখি —এই বয়সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কত মেয়ে তোমার কাছে সতীত্ব বলি

দিয়েছে। বাবা! মণ্ডায় যেমন আমার অরুচি ধরেনা—রমণী-সতীত্বে তেমনি কি তোমার বিশ্বোদর ভরে না? একটু ক্ষমা দাওনা—এত গুরু ভোজনে যে অজীর্ণি হবে! একটা তুচ্ছ রমণীর জন্যে এত উন্মত্ত কেন?

কি ছার বদনচন্দ্র মণ্ডাচন্দ্র কাছে
অখণ্ড মণ্ডলাকার—যত খাও আছে।
ছানাবড়া রসকরা অপূর্ব্ব রূপসী
যত চাও তত খাও—নিরালায় বসি।
কর্ক্কশ কামিনী-কণ্ঠ প্রেম-আলাপন—
'মণ্ডা মণ্ডা মণ্ডা' সুধা আজব সৃজন।
কি ছার মিছার নারী, জঞ্জাল কেবল—
মণ্ডানাম রে রসনে! দিবানিশি বল্!

মোহান্ত। পেটুক!—রেখে দে তোর মণ্ডাস্তুতি। এখন কাজের কথা ক'।

পঞ্চা। মোহন্ত মহারাজ! একটী পরামর্শ শুন্‌বে? শোন ত' বলি।

মোহান্ত। কি বল্।

পঞ্চা। এ মেয়ের বাসনা ছাড়—আজকের দিনে বড়ই গোলযোগ হ'বে—দেশময় তোমার নিন্দে রট্‌বে।

মোহান্ত। কি আমার হিতকারী রে! নিন্দে হ'বে? হয় হোক্—আমি নিন্দেকে থোড়াই গ্রাহ্য করি। ও মেয়েকে আমার চাই-ই চাই।

পঞ্চা। কি ক'রে পাবে?—ও কি তোমার রূপে ভুলে তোমায় ভজনা কর্ব্বে?

মোহান্ত। দূর বেটা! তার উপায় ঠিক্ করেছি। আমার দুই বিশ্বাসী দরোয়ান পাঁড়ে ও তেওয়ারি—তাকে আধ ঘণ্টার ভিতরে এই

শিলাকক্ষে হাজির কর্ব্বে। দেখ্ না! তুই শুধু গুহার মুখে চৌকি দিস্।

পঞ্চা। তা' দেবো বাবা—কিন্তু ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেক্‌ছে না!

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর

বেদির উপর বৃক্ষতলে বীরেন্দ্র সন্ন্যাসী-বেশে উপবিষ্ট,
কুসুমিকা ও মহিলাগণ নীচে দণ্ডায়মান।

তানপুরা-সংযোগে বীরেন্দ্রের সঙ্গীত

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং
সংসারপারং ভুজগেন্দ্রহারং
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে
ভবং ভবানী-সহিতং নমামি।

প্রথমা মহিলা [বিন্দু]। আহা কি মিষ্টিগান! বাবা ঠাকুর! এই শিব চতুর্দ্দশীর দিনে আর একটা নাম শোনাও।

দ্বিতীয়া মহিলা [মোক্ষদা]। হাঁ বাবা! গাও গাও—কি মধুর ভজন!

[বীরেন্দ্র গাহিলেন]

গলে কুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকালকালং গণেশাধিপালং

জটাজূট-গঙ্গোৎতরঙ্গৈ র্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশান মীড়ে।

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারং
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশান মীড়ে ॥

প্রথমা [বিন্দু]। হ্যাঁ বাবা! তুমি নিশ্চয় ভাল ওষুধ জান। দাওনা বাবা! এই আমার ছোট নাতির জন্যে একটা। এই এক বছর বয়েস—রঙ্গমতীতে রেখে এসেছি—আহা বাছা অন্ধকারে একলা থাক্‌লে—ভয় পায়। দাওনা বাবা তাকে সারিয়ে—

দ্বিতীয়া [মোক্ষদা]। সন্নিসি ঠাকুর! আমাকেও বাবা একটা টোট্‌কা দাও—আমার বউ বড় দজ্জাল—ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে। তবুও ছেলে তার বশ—এর একটা উপায় ক'রে দাওনা বাবা!

বীরেন্দ্র। মা জননীরা! তোমাদের দেশে ত' কবিরাজ আছেন—তাঁর কাছে যাও—আমি ত' মা বৈদ্য নই।

তৃতীয়া। সে কি বাবা! তুমি সব জান। তোমার এমন চেহারা—যেন তেজ ফেটে বেরুচ্চে—

চতুর্থী মহিলা। আচ্ছা বাবা! ওষুধ না দাও না দিলে কিন্তু তুমি ত' হাত দেখ্‌তে জান। এই মেয়েটীর হাত দেখে দাওনা—দেখনা বড় হয়েছে—কবে বে হবে, কার সঙ্গে হবে—বলে দাওনা বাবা!

তৃতীয়া। বেশ কথা—তাই কর বাবা। কুসম!—দেনা হাতটা বাড়িয়ে দেনা—তোর হাত দেখা হ'ক, তারপর আমরাও দেখাব—

[মোহান্ত ও দুই দ্বারবানের প্রবেশ]

বীরেন্দ্র। [চমকিয়া স্বগত] কুসম! কুসুমিকা এখানে? তাইত!

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। আহা! ধূসর কেশ, মলিন বেশ, দুর্ব্বল দেহ-যষ্টি, উপবাসক্লিষ্ট, আতপ-শুষ্ক—তবুও সমস্ত অবয়বে লাবণ্যের লহরী ছুটছে।

মোহান্ত। [দ্বারবান্দ্বয়ের প্রতি] পাঁড়ে! বহুত হুঁসিয়ার!

[কুসুমিকার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ও প্রস্থান]

মোহান্ত। [নেপথ্যে হইতে] ওরে বাঘ! বাঘ! বাঘ। এলরে এলরে! পালা পালা।

মহিলারা। ওমা! কি হবে? কি হবে? অ্যাঁ! অ্যাঁ! পালাও পালাও। [সকলের পলায়ন]

[কুসুমিকার দৌড়িতে গিয়া পদস্খলন ও মূর্চ্ছা]

বীরেন্দ্র। [ব্যস্তভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া] একি! কুসম যে বৃন্তচ্যুত ফুলের মত মাটীতে পড়ে গেল। বাঘ? কোথা বাঘ? বোধ হয় অলীক ভয়।

১ম দ্বারবান্। পাঁড়ে! ঠিক্ হুয়া—আভি শিকার পাকড়ো—মোহন্তজিসে বহুত ইনাম্ মিলেগা।

২য় দ্বারবান্। বহুত ঠিক্—তেওয়ারি! তোম্ ছোক্‌রীকো গোড় পাকড়ো—হাম শির উঠাতা। চলো উঠায়—লে চলো [তথা করিতে উদ্যত]

বীরেন্দ্র। খবরদার! এ যাত্রী স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবে ত' মাথা ভাঙবো!

১ম দ্বারবান্। আরে ঠাকুর! আপ্‌না কামমে রহো—গাঁজা উড়াও—ভিক মাঙ্গো—দুনিয়াদারি থোড়াই করো।

২য় দ্বারবান্। ভাগো ভাগো ঠাকুর!—তোমারা হুকুম তামিল করেগা—কেয়া মোহান্ত মহারাজকা। উঠাও তেওয়ারি! উঠাও—জলদি করো।

বীরেন্দ্র। জরুর মরোগে—

১ম দ্বারবান্। কেয়া লড়োগে—আও—মগর তেরা হাতিয়ার কাঁহা?

বীরেন্দ্র। হাতিয়ারকা কুছ ফিকির নেহি—এই দেখো—

[বৃক্ষ হইতে ডাল ভাঙ্গিয়া লইলেন] [উভয়ের যুদ্ধ]

১ম দ্বারবান্। পাঁড়ে যব হম্ ইন্‌সে লড় রহে, তুম্ ছোকরীকে লেকে ভাগো—জলদি! জলদি! মগর ফিন্ আ যাও।

[দ্বিতীয় দ্বারবান্ সেইরূপ করিল]

বীরেন্দ্র। নরাধম!—এই নে—তোকে প্রাণে মারবোনা কিন্তু এ জন্মে আর অস্ত্র ধরবি না [উভয়ের যুদ্ধ—দ্বারবানের পতন]

[দ্বিতীয় দ্বারবানের প্রবেশ ও বীরেন্দ্রকে আক্রমণ]

বীরেন্দ্র। পাপী! কোথা সে রমণীকে লুকিয়ে এলি?

দ্বারবান্। উস্‌সে তেরা ক্যা সরোকার? [উভয়ের যুদ্ধ]

বীরেন্দ্র। এই দেখ্ তোর হাতিয়ার উড়ে গেল—এইবার সাম্‌লা।

[উভয়ের যুদ্ধ—দ্বারবানের পতন]

বীরেন্দ্র। মোহান্তের নাম করলে না? সেই পামরই কোথাও লুকিয়েছে —কোথায় লুকুবে? সাপের মাথার মণি কার সাধ্য হরণ করবে?

[বেগে প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

শৈলগৃহের সম্মুখে

মোহান্ত ও ঢেঁকি পঞ্চানন।

ঢেঁকি। মোহন্ত মহারাজ! আজ একটা লেঠা বাধালে দেখ্‌ছি! যা'হক ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলে, কোন রকমে চল্‌ছিল—আজ শিব চতুর্দ্দশীর দিনে তোমার এ কি দুর্ম্মতি হ'ল! এখন উপায়? আজ দেখছি

এই জঙ্গলে বিঘোরে প্রাণ যাবে ? কেন মরতে তোমার সঙ্গে এসেছিলাম !

মোহান্ত। আমরা মরব ? কার এত শক্তি আমায় মারে ? ভীরু ! জান না আমি কে ? সীতাকুণ্ডের অধিপতি স্বয়ং গদাধর বন ! এই ছোট যষ্ঠি খানি—এর ভিতর কি মহাস্ত্র আছে জান কি ? এই দেখ। [প্রদর্শন] মানুষ কোন ছার, যদি বাঘও সুমুখে আসে তাকেও ডরাইনা। কত হাতী কত বাঘ সম্মুখ যুদ্ধে বধ করেছি তার সংখ্যা হয়না। ঢেঁকি ! কি ভয় তোমার ? তোমায় লড়্‌তে হবে না—তুমি সারথির মত আমার সঙ্গে থাক—আমার বিক্রম দেখ্‌তে পাবে।

ঢেঁকি। উত্তম ভরসা ! বাবা সাত পুরুষে আমার মশা মাছির সঙ্গে যুদ্ধ করে নি—আমি তোমার সারথি হ'ব ? দোহাই বাবা ! ঐ দেখ সেই সন্ন্যাসী ছোঁড়াটা তোমার পাঁড়ে ও তেওয়ারিকে কাত ক'রে এই দিক পানে ছুটে আস্‌ছে ?—বাবা কি ভীষণ লড়াই—যেন দুটো পাগলা মোষ। লাঠির ঠন্‌ঠনি শোননি ? কি লম্ফ ঝম্ফ ! যে একা গাছের ডালে তোমার মস্ত দুটো পালোয়ানকে মাঠি নিইয়েছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ ? তুমি বীর, তুমি লড়লে লড়তে পার ; কিন্তু আমার এই সুখ-সেব্য উদর—গিন্নির ডরে ফাটতে চায়—আমি যুদ্ধের ত্রি-সীমানায় নেই বাবা। একটু অাঁচড় লাগলে হিরণ্যকশিপু-বধ ঘটে যাবে। এই বেলা নিজের উপায় দেখি—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এই শুক্‌নো পাতার স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে থাকি—দোহাই বাবা !—যা ইচ্ছে ক'রো—আমার উদ্দেশ দিওনা। [তথাকরণ]

[বেগে লাঠি হস্তে বীরেন্দ্রের প্রবেশ]

বীরেন্দ্র। গদাধর বন ! তোমার এই কীর্ত্তি ? মোহান্ত হয়ে যাত্রী রমণীর উপর অত্যাচার ! শীঘ্র বল কোথা সে রমণী—নহিলে—

—[লাঠি উত্তোলন]

মোহান্ত। এত সাহস? দুষমন! জানিস্ আমি কে? সে রমণীর সঙ্গে তোর কি? সে কি তোর বহিন? তুই কে?

বীরেন্দ্র। কে আমি? তবে শোন—আমি বীরেন্দ্র রায়—পাপীর দণ্ডদাতা—

মোহান্ত। বীরেন রায়—রাজ্যভ্রষ্ট মুকুট রায়ের পোলা? তুই ত' জাতিচ্যুত—কোন্ সাহসে হিন্দুর পবিত্র তীর্থে প্রবেশ করেছিস্? এই নে—

(লাঠি হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া বীরেন্দ্রকে আক্রমণ করিল)

বীরেন্দ্র। মোহান্তের হাতে হাতিয়ার!—বেশ বেশ!

(উভয়ের যুদ্ধ। মোহান্তের অস্ত্র লাঠির আঘাতে উড়িয়া গেল)

বীরেন্দ্র। এইবার—(মোহান্তকে আঘাত—মোহান্তের পতন)

বীরেন্দ্র। গদাধর বন! যাও—দূর হও নরাধম! তোমার জঘন্য রক্তে এই পুণ্য তীর্থধাম কলুষিত কর্‌বনা—কিন্তু ভীরু! ঐ করে আর কখন অস্ত্র ধরতে পারবে না।

(মোহান্তকে ঠেলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

বীরেন্দ্র। কিন্তু কুসুমিকা? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ? এ বনে আর কেহ আছ?

ঢেঁকি। কেহ নাই।

বীরেন্দ্র। (পত্রস্তূপের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে) একি? মানুষ না শুধু পেট।

ঢেঁকি। শুধু পেট।

বীরেন্দ্র। কে তুমি?

ঢেঁকি। ঢেঁকি পঞ্চানন।

বীরেন্দ্র। পঞ্চানন? ন্যায়-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী?

ঢেঁকি। নহি নহি।

বীরেন্দ্র। তবে ?

ঢেঁকি। গুণে পঞ্চানন।

বীরেন্দ্র। ভাল ভাল। কিন্তু বড় ইচ্ছা হচ্ছে তোমার উদরটি বিদীর্ণ ক'রে একবার দেখে নিই—এর মধ্যে কত গুণ আছে।

ঢেঁকি। দোহাই তোমার বাবা! ও কাজটি কোরোনা। উদরেব মধ্যে যা যা আছে সব বলে দিচ্ছি—এই একগুণ দুধ, দুগুণ দই, তিনগুণ লুচি, চারগুণ মণ্ডা। এই উদর-সাগরস্থ মধ্যে তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল।

দধি দুগ্ধ অম্বুরাশি, লুচি মণ্ডা চর,
ভীষণ ঝটিকা তাহে মুদ্রা চক্রধর।

বীরেন্দ্র। আচ্ছা পঞ্চানন—তা যেন হ'ল কিন্তু এই পাতার স্তূপে যদি একটুখানি অগ্নি সংযোগ করি—

ঢেঁকি। তুষানল হবে বাবা—তু-ষা-ন-ল! একাধারে গোবধ, ব্রহ্মবধ। দোহাই বাবা! দোহাই! (স্তূপ হইতে বহির্গত)

বীরেন্দ্র। ভয় নাই পঞ্চানন! তোমার একটি কেশও স্পর্শ কর্ব্ব না—

ঢেঁকি। বাবা! এ মসৃণ মস্তকে—এক গাছিও কেশং নাস্তি—

বীরেন্দ্র। রহস্য রাখ। শীঘ্র বল সেই যাত্রী রমণীকে চুরি ক'রে কোথায় রেখেছ ?

ঢেঁকি। আমি নই বাবা আমি নই—মোহন্ত পাপিষ্ঠ বাবা—বড়ই পাপিষ্ঠ—প্রথম আমার স্ত্রীকে সেবাদাসী করেছিল—এখন আমার ষোড়শী কন্যার ইজারা নিয়েছে—

বীরেন্দ্র। নরাধম! তবুও বাজে কথা! কোথা সে রমণী—শীঘ্র দেখা। নহিলে এই লাঠিতে তোর মাথা ভাঙ্‌ব।

ঢেঁকি। বাবা গো মলুম গো। ঐ শিলাকক্ষে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে

আছে। দেখ গে। আর না—এখন চম্পট—তাও যে ছাই দৌড়িতে পারি না।

(পঞ্চানন কটিবাস দুই হস্তে ধরিয়া দৌড় দিবার চেষ্টা করিল)

পটান্তর

শিলাকক্ষের অভ্যন্তর

কুসুমিকা মূর্চ্ছিত অবস্থায় শায়িতা

বীরেন্দ্র। অহো দৃশ্য চিত্ত-বিদারক !
কুসুমিকা শায়িতা মূর্চ্ছিতা !
মরি মরি ফুলরাশি যেন
বনদেবী-পুষ্পপাত্রে রয়েছে পড়িয়া।
নিমীলিত নেত্রদ্বয়, মুখশ্রী সুন্দর
মলিন, স্তিমিত, শান্ত, করুণা-প্লাবিত ;
অচঞ্চল যুগ্মভুরু, চারু সুবঙ্কিম
তুলিতে এঁকেছে যেন দক্ষ চিত্রকর।
কনক কমল কান্তি মরি কি সুন্দর !
উরস-স্খলিত চারু কৌশেয় বসন
কাঁপিতেছে সমীরণে, দেখায়ে ঈষদে
নবীন যৌবন-শোভা রূপের সাগরে।
মানবী-দুর্লভ রূপ ! অপূর্ব্ব সুন্দর !
কুসুম ! কুসুম ! এখনো মূর্চ্ছিতা বালা—
অঞ্জলি ভরিয়া স্নিগ্ধ নির্ঝর-সলিল
ললাটে নয়নে ধীরে করি বরিষণ। (তথাকরণ)
এই যে হইছে ধীরে চেতনা-সঞ্চার
কাঁপিছে মৃদুলে চারু যুগল অধর।

কুসুমিকা। প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! একি কোথা আমি?
সকলি অলীক স্বপ্ন, সকলই ভ্রম!

(উঠিয়া বীরেন্দ্রকে প্রণাম)

দেব! স্বপ্নে অভাগিনী
দেখিল দেবতা কেহ আসি মর্ত্ত্যধামে
দস্যুদের হস্ত হতে রক্ষিলা তাহারে!
তুমি সে দেবতা প্রভো?

বীরেন্দ্র। সরলে! অলীক স্বপ্ন, উদাসীন আমি।
কিন্তু ভদ্রে! দেখি তব আসন্ন বিপদ্
করিলাম যথাসাধ্য রক্ষিতে তোমারে;
ভাগ্যবতী তুমি ভদ্রে! সুকৃতে তোমার
কি শক্তি যে সঞ্চারিত বলিতে না পারি
হইল যষ্টিতে মম, দুষ্ট দস্যুদল
আহত মূর্চ্ছিত সবে গেছে পলাইয়া।

কুসুমিকা। ভগবন্! হায় আমি অবোধ অবলা—
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব কেমনে?
কি দিব তোমারে দেব! উদাসীন তুমি।
নহে মিথ্যা স্বপ্ন মম, দেবরূপী তুমি
আসিলে ধরায় নামি বিপন্না হরিণী
বিপদ্-অরণ্য মাঝে করিতে উদ্ধার।
কিন্তু যেই দেবমূর্ত্তি, স্বপনে আমায়
উদ্ধারিলা, প্রবোধিয়া কহিলা আমারে
"পূর্ণ মনোরথ তব পাবে প্রাণনাথ"
আর কি দেখিব তাঁরে? পাইব জীবনে?
শুনিনু স্বপনে হায়! যেই কণ্ঠ-স্বর—

কি এক কোকিল-কণ্ঠ নির্জ্জন কাননে—
শুনিব কি সেই কণ্ঠ জাগ্রতে আবার ?
সে কি কণ্ঠ ? সেই কণ্ঠ চিরপরিচিত,
যৌবনের সুখ-স্বপ্ন ! এ দুই বৎসর
শুনিয়াছি যাহা প্রতি পত্রের মর্ম্মরে ;
সমীর-স্বননে, প্রতি বিহঙ্গ কূজনে ;
শুনিয়াছি অনিবার আপন নিশ্বাসে ;
নিদ্রায় স্বপন-রাজ্যে শুনেছি শ্রবণে—
সেই কণ্ঠ আজি মর্ম্মে করিল প্রবেশ
শীতলি তাপিত প্রাণ ! নিরাশা-নিরুদ্ধ
হৃদয়ের যন্ত্র, দ্রুত চলিল আবার ।
সেই কণ্ঠে দুরু দুরু কাঁপিল হৃদয় ।
ডাকিলাম—'প্রাণনাথ' । উন্মাদিনী আমি ।
হায়রে ! ভাঙ্গিল মূর্চ্ছা, জাগিনু তখন ।
ভগবন্ ! সে কণ্ঠ কি শুনিবে আবার
অভাগিনী ? দেখিব কি যার তরে হায় !
বিষাদ-সাগর গৃহ আসিনু ছাড়িয়া,
তীর্থধামে ডুবাইতে দুঃসহ বিষাদ
জন-কোলাহলে,—আমি দেখিব কি সেই
জীবন-সর্ব্বস্ব মম ? কহ দেব ! যদি
ভবিষ্যৎ জ্ঞান-বলে কিম্বা দৈব বলে,
পার কহিবারে, কহ প্রাণেশ আমার
আছেন কি নর লোকে ? মানবী-নয়নে
পাব কি দেখিতে তাঁরে ? কিম্বা নাহি যদি
প্রাণনাথ মম, তবে কহ দয়া করি,

নিবাই দুঃখহ জ্বালা সম্মুখে তোমার।
নাহি নাথ মম, আছে জীবন আমার—
মানে না হৃদয় দেব! করে না বিশ্বাস।
ঘুচাও, যোগীন্দ্র! এই দারুণ সন্দেহ—
ধরি পদে তব।

বীরেন্দ্র। সরলে! প্রণয়ী তব আছেন জীবিত।

কুসুমিকা। জীবিত! কোথায় নাথ?
চন্দ্রনাথ! ধন্য তুমি প্রভু!
হায় দেব! তব দরশনে
দুঃখিনীর নিষ্প্রদীপ প্রণয়-মন্দিরে
ক্ষীণ আশালোক এক উজ্জ্বলিল আজি.
প্রবাহিল আজি ক্ষুদ্র এক আশাস্রোতঃ
চিত্ত-মরুভূমে মম! চন্দ্রনাথ! দয়া
করি, আর কয়দিন, নির্ব্বাপিত-প্রায়
জীবন-প্রদীপ চির দুঃখিনীর নাথ
সমুজ্জ্বল প্রভু! যেন বারেক দুঃখিনী
আপন জীবন-নাথে পারে দেখিবারে।
না পাই প্রাণেশে যদি,—না হয় আমার,
আমার সর্ব্বস্ব ধন, নাহি ক্ষতি, তবু
বারেক দেখিব নাথে নয়ন ভরিয়া।
দেখিব, নিরখে যথা দীনা কাঙ্গালিনী
রাজেন্দ্রাণী-শিরোরত্ন—মুকুটের মণি—
এই ভিক্ষা চাহে দাসী।

বীরেন্দ্র। কুসুমিকে! কুসুমিকে! এই হতভাগ্য
বীরেন্দ্র তোমার, তব চিরউপাসক।

বীরেন্দ্র জীবিত ! নহে জাতিভ্রষ্ট প্রিয়ে !
তোমার বীরেন্দ্র এই হৃদয়ে তোমার।

কুসুমিকা। সখা ! সখা ! তুমি ? তুমি ?
এতদিন পরে দাসীরে পড়েছে মনে ?

(উভয়ের গাঢ় আলিঙ্গন)

পটক্ষেপ

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রঙ্গমতী পর্ব্বতের একাংশ

[মোহান্তের প্রবেশ]

মোহান্ত। ওঃ অপমানে কল্‌জে জ্বলে যাচ্ছে! প্রতিশোধ নেব, প্রতিশোধ নেব! নিশ্চয় এর প্রতিশোধ নেব! আমি গদাধর বন, সীতাকুণ্ড-অধিপতি—আমায় অপমান! আমার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেওয়া! বীরেন রায়! জাননা কার সঙ্গে বিবাদ করেছ। সাবধান! কাল সাপের মাথায় পা তুলেছ—তার বিষের জ্বালায় তোমায় জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হবে। * * কই মর্কট রায় এখনও এল না? তাকে যে ভাবে পত্র লিখেছি, নিশ্চয়ই আসবে। দেখি আর একটু অপেক্ষা ক'রে। তা ঢেঁকিটা মূর্খ হ'লে কি হয়, তার ঘটে বুদ্ধি আছে। বেটা ঠিক বলে ছিল। তার কথা মত চল্‌লে আর এত বড় অপমানটা ভোগ ক'র্‌তে হ'তনা। কিন্তু আমার ঘাড়ে কি যে ভূত চাপ্‌ল! তা অপরাধই বা কি?—ছুঁড়ির যে রূপ! বাবা, মুনির মন টলে। যা হ'ক কুসুমিকার মামাকে অর্থে বশীভূত ক'রে তাকে হস্তগত করাই সহজ। রাঘব রায়টা যেরূপ অর্থ-পিশাচ, তাতে তাকে বশ করা কিছুই কঠিন নয়। তার বন্ধু মর্কট রায়কে দিয়ে এ কাজটা হাসিল ক'র্‌তে হবে। কুসুমিকা! সে দিন আমার বাহু-

পাশ থেকে পালিয়েছ কিন্তু তোমাকে আমার শয্যা-সঙ্গিনী ক'র্‌বই ক'র্‌ব। তাতে যত টাকা লাগে। টাকা ত' আমার গায়ের মলা। বাবা শম্ভুনাথ বজায় থাকুন, আমার টাকার ভাবনা কি ?—কই মর্কট রায় এখনও এল না। (দূরে পদশব্দ) ঐ না কে আস্‌ছে ? হাঁ মর্কট রায়ই তো বটে।

[মর্কট রায়ের প্রবেশ]

মোহান্ত। এই যে ছোট রাজা—তোমারই অপেক্ষা কর্‌ছি।

মর্কট। কি মোহন্ত মহারাজ ? হঠাৎ অধীনকে স্মরণ করেছ কেন ? কি এমন জরুরি কাজ ?

মোহান্ত। ছোটরাজা! তুমি আমার চিরদিনই বন্ধু—সীতাকুণ্ড তোমার দাদার রাজ্যভুক্ত ছিল—আমি তোমাদেরই প্রজা।

মর্কট। সে কি মোহন্ত মহারাজ। কি বল কি ? তুমি হ'লে—মহাদেব শম্ভুনাথজির ভাণ্ডারী—তাঁর সচল প্রতিমূর্ত্তি। তুমি আমাদের মাথার মণি! তা অনুমতিটা কি ?

মোহান্ত। দেখ ছোটরাজা! আমার একটা ভারি উপকার ক'র্‌তে হ'বে—একটা কনে ঠিক করে দিতে হ'বে।

মর্কট। বল কি ? এতদিন পরে বে কর্‌বে ঠিক করেছ না কি ? তা ভাল! পাঁচ ফুলে মধু খাওয়ার চেয়ে একটা বাঁধাধরা ভাল। তবে যে শুনেছি তোমাদের দশনামী সন্ন্যাসীদের বে কর্‌তে নেই ?

মোহান্ত। ছোটরাজা। ঠাট্টা রাখ—একটা গুরুতর ব্যাপারে ঠাট্টা ঠিক নয়।

মর্কট। ঠাট্টা ? আচ্ছা বেশ। কি ব্যাপারটা বল দেখি ?

মোহান্ত। আমার বয়স্য ঢেঁকি পঞ্চাননের বিয়ে দেবো স্থির করেছি। তোমায় ঘটকালি কর্‌তে হবে।

মর্কট। সে কি? তার ত' মণ্ডাদেবীর সঙ্গে শুভ পরিণয় অনেক দিনই সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সে মণ্ডাকে সম্প্রতি তালাক্ দিয়েছে না কি? তা' ছাড়া তার একটী ব্রাহ্মণীও আছেন শুনেছি—ঐ যে দুষ্ট লোকে যাকে তোমার সেবাদাসা বলে। তা মোহন্ত মহারাজ কি মুখ বদলাবেন ঠিক করেছেন না কি?

মোহান্ত। ছোটরাজার সবেতেই ঠাট্টা—এখন রসিকতা রেখে ঘটক হবে কিনা তাই বল। অনাহারী দৌত্য নয়—বেশ কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

মর্কট। সত্যি নাকি? কি ক'র্‌তে হবে বল দেখি।

মোহান্ত। আর কিছু নয়—তোমার বন্ধু রাঘব রায়ের ভাগ্নীর সঙ্গে ঢেঁকির সম্বন্ধটা স্থির ক'রে দিতে হবে—রাঘব যা' যৌতুক চায় আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

মর্কট। বটে বটে! এ ত' ভাল সম্বন্ধ। আমার ভাইপো বীরেনের সঙ্গে ঐ মেয়েটার বের এক রকম ঠিক ঠাক হয়েছিল বটে; কিন্তু বীরেন যখন মোগল সৈন্যে প্রবেশ ক'রে জাতিচ্যুত হয়েছে, তখন তার সঙ্গে ত' আর কুসমের বে হতে পারে না। ঢেঁকির সঙ্গেই হোক না—ঢেঁকি সদব্রাহ্মণও বটে; আর যখন তোমার বয়স্য, তখন মেয়েও খুব সুখেই থাক্‌বে।

মোহান্ত। সে ভাবনা নেই—সে বিষয়ে রাঘব রায়কে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বোলো। আর মেয়ের যৌতুকও কিছু লাগ্‌বে না—তার বাপ যাদব রায়ের সব বিত্ত মামাই ভোগ-দখল করুক্। আমাদের পক্ষে তাতে কোনই আপত্তি হ'বে না।

মর্কট। বেশ কথা! বেশ কথা!—কিন্তু রাঘব রায়কে ঢেঁকির পক্ষে কত কন্যাপণ দেবে? সে ত' অনেক টাকা না হলে রাজি হবে না।

মোহান্ত। সে তোমার ভার—যত সস্তায় ক'র্‌তে পার। পুরণো বন্ধুত্বের এটুকু দাবি কি ক'র্‌তে পারিনা ?

মর্কট। নিশ্চয় পার, নিশ্চয় পার। আমার যথাসাধ্য ক'র্‌ব—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। মনে কর কুসুমিকা তোমার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে।

মোহান্ত। আবার ঠাট্টা ? এখন আমি আসি। দেখ আজ চৈত্র মাসের ১০ই হল—যেন বৈশাখের প্রথমেই বিবাহটি হয়। আর দেখ ছোটরাজা!—কন্যাপণের অর্দ্ধেক এই ৫০০ থান মোহর দিচ্ছি—রাঘব রায়ের হাতে দিও।

মর্কট। বেশ বেশ!—এ না হ'লে বলে মোহন্ত মহারাজ!

[মোহান্তের প্রস্থান]

মর্কট। সাবাস বাবা সাবাস! ঘটনার ঘনঘটা বেশ ঘনিয়ে আস্‌ছে দেখ্‌ছি। বুঝিবা বিধাতা এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ করেন। বাবা! তুমি গদাধর আর আমি বুদ্ধিধর—বুদ্ধির কাছে এবার গদার বল পরীক্ষা হবে। বাবা! এই বুদ্ধির পঙ্কে কত হাতী রসাতলে গেল!—আর তুমি তুচ্ছ মাছি। বাবা! আমায় ঘুস দিয়ে কুসুমিকা উপহার নেবে ? তাকে তোমার উপপত্নী কর্‌বে ? সেই পামর ঢেঁকি পঞ্চানন কুসুমের বর হবে ? ধন্য আশা! যা হ'ক—এ সম্বন্ধটা ঘটাতে হবে। মোহন্তের এই মোহরের রাশ দিয়ে সেই অর্থ-পিশাচ মামাকে ভোলাতে হবে। বীরেনের জাতিচ্যুতির কথা এমন কৌশলে রটিয়েছি, মামা মশায় প্রাণান্তে সেদিকে এগুচ্ছেন না। তার পর ? আর কি ভাবনা ? পরিষ্কার পথ! আগে ঢেঁকির সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকাপাকি করি—তারপর বে'র রাত্তিরে দেখা যাবে—এমন ঝড় তুল্‌বো—কে কোথায় উড়ে যাবে—আর কুসুম ফুলটি ঝুপ ক'রে ঠিক্ আমার কোলে উড়ে পড়বে—আর সঙ্গে সঙ্গে তার বাপের

বিপুল বৈভব। বীরেন ছোঁড়াটা শুন্‌ছি নাকি দেশে ফিরেছে—ঐ ঝর্‌ণার ওপারে নাকি সকালে বেড়াতে আসে—এখন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—হুঁ, বেঞ্জামিনের দ্বারা তার উপায় কর্‌ছি। গুণগ্রাহী বাপ মা আমার 'মরকত' নাম রেখেছিল—দেশের লোক, পাজি নচ্ছার বেটারা, আমায় খর্ব্বাকৃতি দেখে মরকতের জায়গায় কর্‌লে 'মর্কটরায়'। আচ্ছা বাবা! মর্কটের বুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখে নাও—ত্রেতায় এক মর্কটের বুদ্ধিবলে সীতা উদ্ধার হয়েছিল—এবার কলিতে আর এক মর্কটের বুদ্ধিবলে সীতা হরণ হবে। যাই—বেঞ্জামিন প্রপাতের ধারে এতক্ষণ আমার অপেক্ষা কর্‌ছে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জলপ্রপাতের সন্নিকটে

বেঞ্জামিন উপবিষ্ট

বেঞ্জামিন। কি অদ্ভুত! কি ক'র্‌তে এলাম, কি হ'লো। হিন্দুরা যাকে অদৃষ্ট বলে, একি তাই? হবে! যিশু মেরি! বল দাও—আর এ বাসনার আগুণে পুড়তে পারিনা। * * *
মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য জেনে আজ দশদিন হ'লো অল্প ক'জন অনুচর নিয়ে ছদ্মবেশে রঙ্গমতী এলাম—মৃগয়ার ছলে চুপি চুপি বুঝে যাব এই আসন্ন যুদ্ধে পার্ব্বত্য অঞ্চল আমার পক্ষে অস্ত্র ধ'র্‌বে কি না—কিন্তু একদিন কি দেখ্‌তে কি দেখলাম!

দেখিলাম কুসুমিকা কানন-কুসুম
দেবের দুর্লভ ফুল, উজলি কানন

বসি কক্ষ-বাতায়নে, যোগিনীর মত
উদাসীন নেত্রে চাহি সায়াহ্ন গগন
একটী নক্ষত্র যেন চারু সন্ধ্যাকোলে !

কি দেখলাম !—কেন দেখলাম ? সেই দিন থেকে কল্‌জের ভিতর যে আগুন জ্বলেছে, কিছুতেই নেভাতে পার্‌ছি না। মন পুড়ে ছারখার হ'ল। শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হচ্ছে। শক্তি উৎসাহ বীর্য্য—সমস্তেই দারুণ ভাঁটা পড়েছে। শুনেছি শমীগাছে আগুন লাগ্‌লে, এই রকমে পুড়ে নিঃশেষ হয়। আমারও সেই রকম হবে নাকি ? (চিন্তা) শুন্‌লাম ভৈরব রায়ের ভাগ্নী—বাপ নেই। এখনও কুমারী—মুকুট রায়ের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে ছিল—সে এখন নিরুদ্দেশ। যদি আমার ফৌজ সঙ্গে থাক্‌ত, তবে ভৈরব রায়ের বাড়ী থেকে জোর ক'রে এ রমণীরত্ন অপহরণ ক'রে এতদিনে গলায় গাঁথতাম, কিন্তু শুন্‌ছি বঙ্গাধিপ সায়েস্তা খাঁ প্রকাণ্ড বাহিনী নিয়ে ফেণী-অভিমুখে যাত্রা করেছে—এ সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন ক'র্‌তে হ'বে। এ সময় বলে কন্যাহরণ ক'র্‌লে এ পর্ব্বত অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠবে। হৃদয় ! ধৈর্য্য, ধৈর্য্য ! অল্প কিছু দিন সবুর করো।—কই, মর্কটরায় এখনও আসছেনা কেন ? কি তার এমন জরুরি খবর—কতক্ষণ আমায় অপেক্ষা করাবে ?

[মর্কটরায়ের প্রবেশ]

মর্কট। সেনাপতি !

বেঞ্জামিন। এই যে ছোটরাজা ! অনেকক্ষণ তোমার অপেক্ষায় আছি। কি তোমার জরুরি খবর ?

মর্কট। সেনাপতি ! বড়ই দুঃসংবাদ ! আজ সাতদিন হ'ল বীরেন্দ্র প্রবাস থেকে ফিরেছে। এই পাহাড়ে গোপনে সৈন্য সজ্জা করছে—

তার মতলব মোগলের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ সুরু হ'লে বীর-বিক্রমে তোমার পৃষ্ঠ আক্রমণ কর্‌বে। এখন উপায় ?

বেঞ্জামিন। কে বীরেন্দ্র? ওঃ সেই মুকুটরায়ের ছেলে, যে মোগল সৈন্যে প্রবেশ ক'রেছিল—যার সঙ্গে ভৈরবরায়ের ভাগ্নী কুসুমিকার সম্বন্ধ হ'য়েছিল ?

মর্কট। কুসুমিকা ? সেনাপতি তুমি তার কথা জানলে কি ক'রে ?

বেঞ্জামিন। তাকে আমি দেখেছি—সে আমার হৃদয়-হারিণী !

মর্কট। সর্ব্বনাশ ! বল কি সেনাপতি ? তার আশা পরিত্যাগ কর—বীরেন্দ্র থাক্‌তে কেউ তাকে পাবে না—পেতে পারে না। সে কুসুমিকার চিত্ত-চোর—তার বিরহে কুসুমিকা উদাসিনী।

বেঞ্জামিন। ওঃ তাই বটে!—(একটু ভাবিয়া) সেই বীরেন্দ্র গোপনে আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র কর্‌ছে ?

মর্কট। ক'র্‌বে না ? তুমি তার পিতৃদুর্গ অধিকার করেছ—তুমি তাব বাপকে দেশান্তরী করেছ—তুমি তার—

বেঞ্জামিন। থাক্ ছোটরাজা! আর বোলোনা—বীরেন্দ্রের রক্ত নেব—(অসি নিষ্কাষণ করিয়া) তার শোণিতে এই অসির রক্ত-পিপাসা দূর ক'র্‌ব—কোথা তাকে পাই ?

মর্কট। ঐ পাহাড়ের উপত্যকায় রোজ সকাল বেলায় বেড়ায়। কাল সকালে যদি আস, ঠিক দেখা পাবে। কিন্তু সেনাপতি! আমাব একটা যুক্তি শোন। শুনেছি, বীরেন্দ্র বেশ বীর হয়ে এসেছে—মোগল সৈন্যে ও মারহাট্টা ফৌজে অদ্ভুত অস্ত্র-কৌশল শিখেছে। তুমি তোমার অনুচরদের নিয়ে পিছু থেকে তাকে আক্রমণ করো—যেন এক আঘাতেই বাবাজির অক্কালাভ হয়। কি বল শুন্‌বে ?

বেঞ্জামিন। ছোঃ! এই কি বীরধর্ম্ম? ছোটরাজা! তুমি কি আমাকে

এমনিই কাপুরুষ মনে কর? তোমার ভাইপোর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ ক'র্‌ব—অসিতে অসিতে—একা একা। একটা বাঙ্গালী ফড়িংকে ফতে কর্‌বার জন্যে অনুচর সঙ্গে নিতে হবে? ছোটরাজা! তুমি আজও বেঞ্জামিনকে চেন নি।

মর্কট। রাখ তোমার ঢেঁকির বীরধর্ম্ম! আপন মতে চল্‌বে—আমার উপদেশ নেবে না—এর পরে কিন্তু পস্তাবে!

বেঞ্জামিন। তা হোক্। এখন একটা কাজেব কথা বলি শোন।

মর্কট। কি বল?

বেঞ্জামিন। রঙ্গমতীর সিংহাসন তোমায় দেবো বলেছিলাম—এখনও দিতে পারিনি।

মর্কট। কথা রাখ্‌লে কই সেনাপতি!

বেঞ্জামিন। এইবার পাবে ছোটরাজা! এইবার পাবে—এই মোগলের সঙ্গে যুদ্ধটা শেষ হতে দাও।

মর্কট। সত্যি বল্‌ছ সেনাপতি?

বেঞ্জামিন। নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু আমার একটা উপকার ক'র্‌তে হবে।

মর্কট। কি বলো সেনাপতি—অবশ্য ক'র্‌ব।

বেঞ্জামিন। এই দেখ—ভৈরব রায় শুনেছি তোমার খুব বন্ধু। তাকে ব'লে তুমি কুসুমিকাকে আমায় দিইয়ে দাও। কি বল?

মর্কট। বীরেন্দ্র বেঁচে থাক্‌তে?

বেঞ্জামিন। সে ভয় কোরোনা। কাল সকালে দুনিয়ায় বীরেন্দ্র ব'লে কেউ থাক্‌বে না।

মর্কট। বেশ! বেশ! কিন্তু—

বেঞ্জামিন। আবার 'কিন্তু' কি? তুমি বললেই হ'বে।

মর্কট। তোমার অনুরোধ রাখব না, এ' হতেই পারে না। তবে একটু খোলাখুলি কথা শোন। ভৈরব রায় বিষম গোঁড়া হিন্দু—সে কখনই

স্বেচ্ছায় ইসায়ের হাতে ভাগ্নীকে সমর্পণ ক'র্‌বে না, বিশেষ কৌশল অবলম্বন ক'র্‌তে হবে।

বেঞ্জামিন। কি ক'র্‌তে হবে বলো—আমি সব তাতেই প্রস্তুত।

মর্কট। তাই ভাব্‌ছি। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দেখ! তোমার অনুচরের মধ্যে কতজনকে এখানে রেখে যেতে পার?

বেঞ্জামিন। দেখ ছোটরাজা! আমি মৃগয়া করবার ছলে রঙ্গমতী এসেছি—কুড়ি জন মাত্র অনুচর সঙ্গে আছে। বঙ্গাধিপের ফৌজ ফেণীর নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে সংবাদ এলেই আমাকে ছুটতে হবে—তবে যদি তোমার বিশেষ দরকার হয়, এক ডজন সেপাই তোমার কাছে রেখে যেতে পারি।

মর্কট। তাতেই হবে। খুব বিশ্বাসী লোক ত'? আমি যা হুকুম ক'র্‌ব তামিল ক'র্‌বে ত?

বেঞ্জামিন। নিশ্চয়! কিন্তু এতে কুসুমিকা-লাভের কি উপায় হবে বুঝলাম না।

মর্কট। তবে আমার মতলবটা ভেঙ্গে বলি শোন। ভৈরব রায় খবর পেয়েছে, বীরেন মোগল ফৌজে ঢুকে মোছলা হয়েছে—সে প্রাণান্তে বীরেনকে ভাগ্নী দান ক'র্ব্বে না—বিশেষতঃ যখন তুমি তাকে বেহেস্তে পাঠাবার ব্যবস্থা ঠিক্‌ করেছ। অথচ কুসুমিকার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে! সেইজন্য বন্ধুর জাতকুল বজায় রাখ্‌তে মনঃস্থ ক'রে কুসুমিকার একটা শুভ-বিবাহের স্থির ক'র্‌ছি—পাত্রটি বেশ সুপাত্র—এই বৈশাখের গোড়াতেই লগ্ন স্থির ক'র্‌বো ভেবেছি—

বেঞ্জামিন। কি ব'কছ ছোটরাজা!—এ বিবাহের ঘটকালির সঙ্গে আমার যোগ কোথায়?

মর্কট। শোন শোন! ব্যস্ত হোয়োনা। মনে কর বিবাহের তিথিতে সভাশোভন ক'রে বর সমাসীন—কন্যা পাত্রস্থা হ'বার জন্য সাভরণা

হয়ে সুসজ্জিতা—হঠাৎ অতর্কিত ভাবে তোমার বিশ্বস্ত এক ডজন সিপাহীর বরযাত্রী বেশে ধীরে প্রবেশ এবং কন্যাকে হরণ ক'রে বেগে প্রস্থান—এবং মোগল-বিজয়ী বীর বেঞ্জামিনের বীর-অঙ্কে সরাসর সংস্থাপন। বীরের তাহাকে বক্ষে ধারণ। বুঝলে সেনাপতি!

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, সুন্দরী রমণী
বীরবর-কণ্ঠহার দিবস রজনী।

বেঞ্জামিন। হাঃ ছোটরাজা! তোমার ঘটে এত বুদ্ধি!

মর্কট। এখন তবে বিদায়! কা'ল সকালের কথাটা মনে থাক্‌বে ত'?

বেঞ্জামিন। বেসখ্‌!

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতের উচ্চ উপত্যকায়

বীরেন্দ্র উপবিষ্ট

বীরেন্দ্র। সুন্দর প্রভাত!
বিচিত্র কাকলীপূর্ণ পর্ব্বত কানন।
ফলমূলাহারী বন-বিহঙ্গ নিচয়
বন-ঋষি, মিলাইয়া সপ্তস্বর এবে
গাহিতেছে সামগান,—প্রভাত-কীর্ত্তন।
ময়ূর পেখম খুলি বসিয়াছে ডালে
বিকাশি' বিচিত্র শোভা বালার্ক-কিরণে।
পাদপ মেলিয়া যেন সহস্র নয়ন,

দেখে নবোদিত ভানু রক্ত দরশন—
প্রকাণ্ড সিন্দুর ফোঁটা প্রকৃতি-ললাটে।
শ্বেত কৃষ্ণ পুচ্ছ মালা, স্তবকে স্তবকে
দেখাইয়া মুহুর্মুহুঃ উড়িছে 'বিশাল'
বৃক্ষে বৃক্ষে ; বনে বনে কুরঙ্গ শশক,
ছুটিছে নক্ষত্র-বেগে প্রভাত-উল্লাসে ;
ডাকিতেছে স্থানে স্থানে কানন কুক্কুট
রহিয়া রহিয়া, করি গিরি উপত্যকা
প্রতিধ্বনিময়। কভু বন বিলোড়িয়া
শুনা যায় দূর বনে মাতঙ্গ-গর্জ্জন—
ভূতলে জীমূত-মন্দ্র, কখন বা দূরে
ব্যাঘ্রের জৃম্ভণ ঘোর ঘর্ঘর ভীষণ !
যেন মৃত্যু-কণ্ঠধ্বনি, রদন-ঘর্ষণ !
[পদচারণ করিতে করিতে]
আজি পড়ে মনে কৈশোর প্রভাত মম।
বসি এই গিরিশৃঙ্গে নিভৃতে, কৈশোরে,
লভিয়াছি কত সুখ নিদাঘ-প্রভাতে।
কানন-কাকলী সহ কণ্ঠ মিলাইয়া,
কত যে গাইত এক সরলা বালিকা
শূন্যমনা, সাথে আমি গাইতাম কত !
গাইতাম, হাসিতাম, কি গীত ! কি হাসি !
কি অর্থ তাহার। শুনি সরল সঙ্গীত,
ঝলকে ঝলকে হাসি, হাসিত গগনে
উষা, প্রতিবিম্ব ল'য়ে ঝলকে ঝলকে
হাসিত তরলা কাঞ্চী গিরি-পদ-তলে।

বারেক কোকিল যদি কুহরিত ডালে,
প্রতিধ্বনিময় করি, কানন, গহ্বর,
কত কুহরিত সেই 'কুসম'-কোকিলা!
অনুকরি সুপঞ্চমে বউ-কথা-কহ,
কত যে ডাকিত, কত হাসিত, কহিত
ব্যঙ্গ করি পাখী-বরে! দূর বীণা মত
এখনও বাজিছে স্বর শ্রবণে আমার।
কতদিনে পুনঃ সেই সুস্বর-লহরী
ভরিবে শ্রবণ মম, জুড়াইবে প্রাণ?
কতদিনে পাব হৃদে প্রাণের প্রতিমা?
কতদিনে— [চিন্তামগ্ন]

[নিম্ন উপত্যকায় মোহান্তের প্রবেশ]

মোহান্ত। ছোটরাজাকে যে লোভ দেখিয়েছি, ও অর্থ-পিশাচ ঠিক্ বঁড়্শি গিলেছে। আর যায় কোথায়?—এখন খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুল্‌তে পার্‌লেই হয়। ঠিক পার্‌ব। বৈশাখের শুক্লপক্ষের অষ্টমী বিবাহের পক্ষে অতি শুভ দিন। ছোটরাজাকে চিঠি লিখে দিয়েছি ঐ দিন শুভ কার্য্য ধার্য্য করুক। হাঃ হাঃ! আমি গদাধর বন, বিধাতাও আমার বিপক্ষতা ক'র্‌তে সাহস পায় না, তুমি জাতিভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট কাল্‌কের কীট বীরেন্দ্র—তুমি আমার বিরোধী হবে! ভাল ভাল দেখা যাক্। গদাধর বন যা চায় তাই পায়—আজ পর্য্যন্ত তার অন্যথা হয় নি। আজ হবে? কখনই না। ওঃ কি রূপরে!

[নেপথ্যে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন]

খুব নিকটে বাঘের ডাক হ'লো যে। ওরে বাঘ! বাঘ!

[ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভূতলে পতন]

বীরেন্দ্র। (উপরের অধিত্যকা হইতে) কে নিরাশ্রয় পথিককে ব্যাঘ্র আক্রমণ করলে? ওর যে দেখি গৈরিক বেশ—দেখি যদি বাঁচাতে পারি।

[লম্ফ দিয়া অবতরণ ও ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ, ব্যাঘ্র ছিন্ন মুণ্ডে পতিত হইল]

একি! এ যে সীতাকুণ্ডের সেই পাপিষ্ঠ মোহান্ত! এখনও প্রাণ আছে দেখ্‌ছি। [ঝরণা হইতে জল লইয়া প্রদান]

মোহান্ত। বাঘ! বাঘ! ওঃ ওঃ কি যাতনা—প্রাণ যায়। কু—স—ম কু—স—ম। [মৃত্যু]

বীরেন্দ্র। যাক্—সব শেষ। এই মানব জীবন—এই লালসার আস্ফালন! ন্যায়াধীশ বিধাতা!

তব সূক্ষ্মনীতি, নাথ, দেবজ্ঞানাতীত,
কি বুঝিবে ক্ষুদ্র নর? পতঙ্গ কেমনে
বুঝিবে অনন্ত সৃষ্টি-রচনাকৌশল?
কি দেখিবে জড় নেত্র, জ্ঞানের আলোক
না পায় প্রবেশ যথা? এইরূপে তুমি
অন্তরিক্ষে থাকি, পাপপুণ্য ফলাফল
করহ বিধান প্রভো! বিশ্ব চরাচরে।
অন্ধ নর! দেখিয়াও দেখিতে না পায়
ভীষণ অপক্ষপাতী অসি বিধাতার,
ঝাঁপ দেয় বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত!

[উগ্রভাবে বেঞ্জামিনের প্রবেশ]

বেঞ্জামিন। আততায়ি! নরহন্তা! বধিলি পথিকে
তস্করের মত তুই, ভীরু কাপুরুষ!
এই লও তার প্রতিফল— [বীরেন্দ্রকে আক্রমণ]

[বীরেন্দ্র ফলক পাতিয়া আঘাত ধারণ করিলেন]

বীরেন্দ্র। [দুইপদ সরিয়া] দস্যু !
চাহ যদি রণ, পুরাইব সাধ তব ;
(কিন্তু) ব্রাহ্মণের রক্তে সিক্ত ওই দুর্ব্বাদল,
দিব না তোমায়, সদ্যঃ কলুষিতে তব
ম্লেচ্ছ-পরশনে। ওই ক্ষুদ্র সমতল
রণভূমি আছে কাছে,—চল, পাবে রণ,
আপন সমাধিক্ষেত্রে হও অগ্রসর।

বেঞ্জামিন। ম্লেচ্ছ ?—কি বলিলি ভীরু অল্পপ্রাণি !
আমার সমাধিক্ষেত্র। [উভয়ের যুদ্ধ]

[কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর বীরেন্দ্র অসি কোষভুক্ত করিলেন]

বীরেন্দ্র। দস্যু ! বুঝিলা পরীক্ষা,
বুঝিলা কিঞ্চিৎ মম সমর-কৌশল।
শক্তির প্রমাণ যদি ইচ্ছ দেখিবারে
ছিন্নমুণ্ড ব্যাঘ্র দেখ পতিত ভূতলে।
ক্ষান্ত দাও, প্রাণ লয়ে যাও ফিরে ঘরে।
একে রণ-মূর্খ তুমি, জাতিতে তস্কর ;
অন্তরে তব সনে রণ নাহি ইচ্ছে
আর্য্যের তনয়, বীর-প্রসূতি-প্রসূন।
অবলা, অবলী, মূর্খ ! অবধ্য সমরে।
অস্ত্রশিক্ষা আরো যদি দেখিতে বাসনা,
ধর অসি, ধরিবনা আমি। পরশিতে
অঙ্গ মম, কর প্রাণপণ, অপবিত্র
তব করবালে—হত্যারক্তে কলঙ্কিত
ম্লেচ্ছের কৃপাণে।

বেঞ্জামিন। [উচ্চ হাস্য করিয়া] সাবাস্! সাবাস্!
নিরস্ত্র যুঝিবি আজি অস্ত্রধারী বীর
সহ, মূর্খোচিত পণ! হীন বঙ্গবাসী
তুই, বীর্য্যে বামাধম, অন্তঃপুর দুর্গ
তোর, চর্ম্ম বর্ম্ম তোর অঙ্গনা-অঞ্চল—
তুই কেন পারিবিরে ধরিতে সমরে
বীর-আভরণ অসি; গুরুভারে তার
কামিনী-কোমল কর হবে যে ব্যথিত।
কিন্তু মূঢ়! জানিস্ কি কার সনে তোর
এ চাতুরী? শোন্ তবে কম্পিত হৃদয়ে!
নাম মম বেঞ্জামিন, পূর্ব্ব-বঙ্গ-ত্রাস,
বীরত্বে যাহার সিন্ধু বিধূনিত—বন,
ভূধর কম্পিত,—ভয়ে যার, পিতৃগণ
তোর, লুকাইল এই পর্ব্বত-গহ্বরে,
কেশরীর ত্রাসে যেন সশঙ্ক শশক;
যার ভুজবলে আজ খৃষ্টীয় কেতন
উড়িছে চট্টল দুর্গে, বিজিত সমরে,
পিতা তোর পলাতক ভয়েতে যাহার।

বীরেন্দ্র। (সক্রোধে) চিনিলাম! চিনিলাম!
তুমি সেই বারিচর সমুদ্র তস্কর,
তোমার বীরত্ব চুরি, হত্যা ব্যবসায়;
সম্মুখ সমরে তুমি নও অগ্রসর।
নিরীহ নিদ্রিতে যথা দংশে কালফণী,
কিম্বা ব্যাঘ্র, অসতর্ক আক্রমে পথিকে,
তেমতি তস্কর তুমি কর আক্রমণ

বণিক্ বারিধি-গর্ব্বে, গৃহাশ্রমী গ্রামে।
কত গ্রাম, কত গঞ্জ, সুন্দর নগর,
বিনষ্ট তোমার দস্যু! অসিতে, অনলে,
আরক্ত সুনীল সিন্ধু বণিক্-শোণিতে।
নিশীতে চোরের মত প্রবেশি চট্টলে
করিয়াছ অরক্ষিত দুর্গ অধিকার,
দস্যুত্বে ;—বীরত্ব কথা আনিওনা মুখে।
কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত কাল আজি উপস্থিত,
পাবে আজি প্রতিফল দস্যুত্বের তব
নরহত্যাকারী ওই হত ব্যাঘ্র মত।
কর দস্যু প্রাণপণ— [উভয়ের যুদ্ধ]
নিশ্চয় মরণ তোর নিকৃষ্ট নারকি!
—দেখিলি ফলক-শিক্ষা—মৃত্যুমুখে এবে
দেখ আর্য্য-বীরপণা, অসি-সঞ্চালন।

বেঞ্জামিন। আয় দেখি বিধর্ম্মী কাফের!

[উভয়ের যুদ্ধে দস্যু বীরেন্দ্রের বামহস্তে আঘাত করিল—ঢাল খসিয়া পড়িল। বীরেন্দ্র দস্যুর দক্ষিণ করে আঘাত করায় তরবারি উড়িয়া গেল। দস্যু তখন লম্ফ দিয়া বীরেন্দ্রকে হঠাৎ ধরিয়া ভূতলে পাতিত করিল এবং তাহার বক্ষের উপর বসিয়া কটিবন্ধ হইতে ছুরী নিষ্কাশিত করিল]

বেঞ্জামিন। খৃষ্টদ্বেষী দুরাচার!
অন্তিম সময়ে স্মর খৃষ্টনাম ;
পরিত্রাণ পাবি পরলোকে।
অন্তিমে বারেক মূর্খ!
স্মর সেই কুসুমিকা চারু চন্দ্রানন।

বীরেন্দ্র। পাপী! তোর কলুষিত মুখে পুণ্যনাম হইল শুনিতে।
ওঃ (বেঞ্জামিনকে ফেলিয়া উঠিবার বৃথা চেষ্টা)।

বেঞ্জামিন। এইবার—(ছুরি বসাইবার চেষ্টা)
একি? কি হ'ল? সমস্ত শরীর কাঁপে কেন? একি
ভূমিকম্প? না—না—

[বেঞ্জামিন ঢলিয়া পড়িতে বীরেন্দ্র তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া
তাহার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিলেন এবং তাহার
হস্তচ্যুত ছুরী উঠাইয়া লইলেন]

বীরেন্দ্র। (ছুরী উঠাইয়া) মাগ প্রাণ-ভিক্ষা পাপী!—নহিলে—

বেঞ্জামিন। প্রাণ-ভিক্ষা? তুই ভীরু বাঙ্গালীর কাছে—
প্রাণান্তেও ভিক্ষা নাহি মাগে পর্ত্তুগীস্।

বীরেন্দ্র। বটে!
সম্মুখে নরক—মহাপাপী তোর তরে।
স্মর ইষ্টদেবে।

বেঞ্জামিন। যিশু মেরী!

বীরেন্দ্র। না তোকে হত্যা কর্‌ব না।
জঘন্য তস্কর! আর্য্য রণধর্ম্ম নহে,
ভূতলে পতিত হেন নিরস্ত্র শত্রুরে
বধিতে শীতল রক্তে।
হেন আততায়ী কার্য্য বীরধর্ম্ম নহে।
কর পলায়ন
পাপিষ্ঠ তস্কর! ত্বরা আপন বিবরে।
তব কাপুরুষ রক্তে, নাহি কলঙ্কিব
বীর-অসি, যাও পাপী—নির্ভয় হৃদয়ে।
আর্য্য-সুতে কভু নাহি সম্বোধিও রণে।

অস্ত্রাঘাতে যেই শিক্ষা লিখিনু শরীরে
রাখিও স্মরণ। যদি জীবনের সাধ
থাকে তব, রাজ্যলিপ্সা করি' সম্বরণ
স্বদেশ-নরকে তব পলাও সত্বর,
ছাড়ি এই পুণ্য ভূমি। নতুবা নিশ্চয়
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত ঘটিবে অচিরে।

[হেঁটমুণ্ডে বেঞ্জামিনের প্রস্থান]

যাই, ঐ অদূরে কাঞ্চী-প্রপাতের জলে রণশ্রান্ত ক্লান্ত দেহের রক্তক্ষত ধৌত করিগে। [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জল-প্রপাতের দৃশ্য

[দুইজন শিকারীর গান করিতে করিতে প্রবেশ]

[শিকারীর গীত]

কি সুখ যখন প্রভাতে উঠিয়া
চুমিয়া অধর-ফুল
ফুলরাণী! তোর, প্রবেশি কাননে
শিকার সুখের মূল।
কি সুখ যখন কাকলীর সনে
আনন্দ অন্তরে গাই
ভ্রমি বনে বনে নির্ভয় অন্তরে
যথায় তথায় যাই।

কি সুখ যখন আহত মহিষ
শৃঙ্গ আস্ফালিয়া ফিরে
মস্তক পাতিয়া যমদূত মত
আক্রমে আনত শিরে।
বিজয়-পতাকা সশৃঙ্গ মস্তক
কুটীরে লইয়া যাই,
হাসে ফুলরাণী শুনিয়া কাহিনী
কি সুখ তখন পাই।

[গান শেষ হইবার পূর্ব্বে বীরেন্দ্রের প্রবেশ]

বীরেন্দ্র। (গান শেষ হইলে) বেশ ভাই শিকারী! তোমাদের স্ফূর্ত্তি দেখ্‌লে প্রাণ উৎসাহে নৃত্য ক'রে ওঠে।

শিকারী। ঠাকুর! তুমিও শিকারে চলো না। ভারি আমোদ!

বীরেন্দ্র। আজ নয় ভাই! তোমরা যাও। আবার দেখা হবে।

[শিকারীদ্বয়ের প্রস্থান]

বীরেন্দ্র। (চিন্তিত ভাবে পরিভ্রমণ)
গুরুদেব! গুরুদেব!
শিরে আজ্ঞা বহি তব ফিরিনু স্বদেশে,
কিন্তু আর কতদিন? কত দিন!
কত দিনে মারহাট্টা সমর-প্রবাহ
উত্তরিবে সিংহনাদে বিন্ধ্যাচল হ'তে
সমতল বঙ্গভূমে—প্রপাতের মত।
হায়! কতদিনে মহারাষ্ট্রীয় কেতন
উড়িবে গরবে বঙ্গে স্বাধীন সোহাগে।

আবার হাসিবে বঙ্গ—বিধর্ম্মি-শোণিতে
নিভাইবে মনস্তাপ।
কতদিনে আর
পাব প্রাণ-কুসুমিকা বীরকণ্ঠ-হার
নিষ্পেশিয়া নরাধম নৃশংস মাতুলে।
পিতৃমাতৃহীনা বালা—মাতুল-ধর্ষিতা!

সীতাকুণ্ডে দেখা হ'লে কুসুমিকাকে বলেছিলাম রঙ্গমতী ফিরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব—তার মাতুলের কাছে সংবাদও দিয়েছিলাম—ভৈরব রায়ের এত দম্ভ আমায় উত্তরে ব'লে পাঠিয়েছে—জাতিচ্যুত ধর্ম্মভ্রষ্ট আমি যেন তার গৃহের ত্রিসীমানায় না যাই।

জাতিচ্যুত ধর্ম্মভ্রষ্ট আমি?
কে করিল এ মিথ্যা রটনা?
নহে বহুদিন আর—নিজ ভুজবলে
উদ্ধারিব পিতৃরাজ্য, রাজরাণী রূপে
বসাইব সিংহাসনে কুসমে আমার।

[চিন্তান্বিত ভাবে পরিভ্রমণ]

[মর্কট রায়ের প্রবেশ]

মর্কট। বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র!

বীরেন্দ্র। একি খুল্লতাত! প্রণাম।

মর্কট। (সস্নেহে উঠাইয়া) মঙ্গল হ'ক্—সর্ব্বত্র বিজয়ী হও। বৎস! তুমি রঙ্গমতী ফিরেছ শুনে অবধি কয়দিন তোমার সন্ধান কর্‌ছি—একটা বড় সুসংবাদ আছে। কিন্তু বৎস! একি?

একি চিহ্ন কলেবরে রক্ত জবা যেন?
কেমনে হইল অঙ্গ বিক্ষত এমন?

একি অঙ্গে দেখি যেন চন্দনের ধার !

[কপট ক্রন্দন]

হায়রে শৈশবে তোরে কত যতনে
রাখিতাম কোলে কোলে, পাছে ব্যথা লাগে
কোমল শয্যায় তব ! আজি হেন অঙ্গে
কে করিল অস্ত্রাঘাত পাষাণ হৃদয়ে ?

বীরেন্দ্র । তাত ! না হও অস্থির, প্রাতে দস্যু একজন
সম্বোধিল রণে, আমি ভ্রাতুষ্পুত্র তব,
সমরে বিমুখ নহি, পুরাইনু তার
যুদ্ধ-সাধ ; ওই বনে দিয়াছি খেদায়ে
অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ দস্যু নরাধমে ;
অসি-জিহ্বা মাত্র অঙ্গে লেগেছে আমার ।
কহ তাত ! শুনি তব শুভ সমাচার ।

মর্কট । বৎস ! দেখিয়াছি আমি,
দস্যুপতি বেঙ্গামিনে ওই বন-পথে,
প্রকম্পিত পূর্ব্ব বঙ্গ পরাক্রমে যার ।
তুমি কি একাকী তারে পরাজিলে রণে ?
কুলের তিলক তুমি ধন্য শিক্ষা তব !
হায় ! বৎস, বহুদিন আছিলা বিদেশে
তুমি, না জানিলা কত অত্যাচার তার ।
কেমনে অৰ্দ্ধেক বঙ্গ করেছে শ্মশান
অগ্নিতে, অসিতে । হায় ! নিশীথে অজ্ঞাতে
পশি, তব পিতৃদুর্গে তস্করের মত
কত অত্যাচার পাপী, বলিব কেমনে,
করিল নিশীথ রণে । আশৈশব আমি

না শিখিনু অস্ত্রশিক্ষা, ছিনু লুকাইয়া
ভয়ে কোণে, তবু দুষ্ট ধরিয়া আমারে
করিল যে অপমান, বলিতে না পারি।
চাহিল কাটিতে শির, শেষে ভীরু বলি
দিল মোরে খেদাইয়া দুর্গের বাহিরে।
না জানিনু কি ঘটিল জ্যেষ্ঠ সহোদরে,
কত খুঁজিলাম তাঁরে, কত কাঁদিলাম!

বীরেন্দ্র। শুনিয়াছি সে সংবাদ তাত!
কহ তব শুভ সমাচার।

মর্কট। জনক তোমার—
শুনিলাম আসিছেন সসৈন্যে আবার—
বীরকুলর্ষভ ভ্রাতা! উদ্ধারিতে বলে
নিজ রাজ্য, বিনাশিয়া মগ পর্ত্তুগীস্।
রাহুগ্রাস-মুক্ত চন্দ্রে করিতে আবার!
আপনি সায়েস্তা খাঁ, শুনিলাম আরো,
আসিছেন রণরঙ্গে, বীর বঙ্গাধিপ।
ইচ্ছা করে যাই নিজে সকৃপাণ করে
সাধিতে ভ্রাতার কার্য্য, কিন্তু মনস্তাপ—
না শিখিনু যুদ্ধ, খেদ রহিল অন্তরে।
এ বীর্য্য-প্রবাহে বৎস! মিশে যদি তব
বীরত্বের স্রোতঃ, ক্ষুদ্র তৃণরাশি মত,
নিশ্চয় অরাতিগণ যাইবে ভাসিয়া।

বীরেন্দ্র। উত্তম মন্ত্রণা তব—
যবন স্বপক্ষে কিন্তু ধরিতে কৃপাণ
নাহি সাধ। রণ-গুরু শিবাজীর কাছে,

ভারত উদ্ধার-ব্রতে আর্য্য অরিগণে
কেবল নাশিতে তাত! করিয়াছি পণ।

মর্কট। আর্য্য-অরি নহে কিহে মগ পর্ত্তুগীস্?
যবন স্বপক্ষে নহে, জনকের তরে
ধরিতে কি ক্ষতি অসি? তব জনকের
সহায় সারথী মাত্র যবন এ রণে।
উদ্ধারিতে পিতৃরাজ্য, বসাইতে পুনঃ,
চট্টলের সিংহাসনে তব পিতৃদেবে
ধর যদি অসি, বৎস! বুঝিতে না পারি,
কেমনে প্রতিজ্ঞা তব হইবে বিফল।
ভারত উদ্ধার! ভাবি দেখ, ভারত উদ্ধার
নহে বালকের ক্রীড়া! আজিও যবন
বিন্ধ্য হতে হিমাচল শাসিছে বিক্রমে,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র বহে পদচিহ্ন তার।
এ শক্তি টলিবে কিহে তর্জ্জনী-হেলনে?
উড়িবে কি হিমাচল পতঙ্গ-নিশ্বাসে?
উড়ে যদি—শিবাজীর সৈন্যের তরঙ্গ
আসে যদি বঙ্গদেশে, অর্দ্ধেক ভারত
প্লাবি' পরাক্রমে,—একা অসহায় তুমি
তোমা হতে কি সাহায্য হইবে তাঁহার?
পক্ষান্তরে পিতৃরাজ্য করিতে উদ্ধার
পার যদি—শিবাজীর রণভেরী যবে
বাজিবে পশ্চিম প্রান্তে, পূর্ব্বপ্রান্তে তুমি
বাজালে বিজয়-শঙ্খ, দুই সিংহনাদে
কাঁপিবে যবন-লক্ষ্মী।—কিন্তু বৎস! বল

দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্ত, জিনিয়া কি কাল
পশিবে শিবজী বঙ্গে, আসিবে চট্টলে ?
নাহি ধরে হেন গতি দেব প্রভঞ্জন।
জেন স্থির,—এখনও বহুদূর যবন পতন,
কিন্তু দুই দিনে আর,
পিতাব অদৃষ্ট তব হবে পরীক্ষিত।
মহাযোদ্ধা পর্ত্তুগীস্ , রণলক্ষ্মী যদি
হন বাম, বল তবে যাইবে কোথায় ?
দাঁড়াতে সূচ্যগ্র স্থান পাইবেনা হায় !
জন্মভূমে—জন্মভূমি ঘোর নির্য্যাতন
সহিবে কেমনে ? বল, সহিবে কেমনে
অসহায় অঙ্গনার সতীত্ব-হরণ ?

বীরেন্দ্র। আর না পিতৃব্য !
চলিলাম রণে, পিতঃ, কর আশীর্ব্বাদ
প্রক্ষালিয়া আসি যেন এই তীক্ষ্ণ অসি
মগ পর্ত্তুগীস্ রক্তে, শোণিত প্রবাহে।
কিম্বা যেন ভাঙ্গি' অসি অরাতি-মস্তকে,
নিদ্রা যাই রণক্ষেত্রে।

মর্কট। যাও, বীরপুত্র তুমি এস ফিরে ঘরে
পিতৃসহ রণজয়ী—বিজয় কেতন
কাটিয়া আনিও বৎস ! বেঞ্জামিন-শির,
বালক বালিকাগণ দেখিবে কৌতুক।

[বীরেন্দ্রের সোৎসাহে প্রস্থান]

হাঃ হাঃ হাঃ বাবা ! একেই বলে বুদ্ধি—
'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'।

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' যে বলে সে মূঢ় ;
ধরাতলে নহে বীর্য্য বুদ্ধির সমান।
বীর্য্য বলে কে বেঁধেছে প্রমত্ত বারণ ?
মূর্খের ভরসা বীর্য্য, বুদ্ধি পণ্ডিতের।
বুদ্ধিবলে এ কণ্টক উদ্ধারিনু আজি,
নামাইনু এ পাষাণ মম বক্ষঃ হতে।
দাম্ভিক যুবক ! যাও মর গিয়া রণে,
চিনিয়াছে শির তব বীর বেঞ্জামিন।
অপমান, রাজ্যলিপ্সা, কুসুমিকা-লোভ
করিয়াছে উন্মত্ত তস্করে। পথ মম
নিশ্চয় এবার হইল কণ্টকশূন্য।
(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া)

দেখ দেখি বিধাতার চক্র—পাপ বীরেনটা দাক্ষিণাত্যে বেশ বেমালুম নিরুদ্দেশ হয়েছিল—ঐ সুযোগে কত কাণ্ড ঘটালেম—সিংহাসন প্রায় হস্তগত হয় হয়—এমন সময়,

আশা-ইন্দ্রধনু মম মিশিল অম্বরে,
ডুবিল সুবর্ণ ঘট—রাজত্ব-স্বপন।
ভ্রাতুষ্পুত্ররূপী কাল ফিরিল আলয়ে।
বীরমূর্ত্তি দেখি ভয়ে কাঁপিল হৃদয়
—শুনে যদি দীর্ঘ কীর্ত্তি-কলাপ আমার
অচিরে হইবে মম সাঙ্গ ভবলীলা।
আনিলাম বেঞ্জামিনে কত ছল করি ;
হস্তিমূর্খ রণে তার হ'ল পরাজিত।
একমাত্র মন্ত্র আর বুদ্ধির ভাণ্ডারে
আছিল, দিলাম ফুঁকি ভ্রাতুষ্পুত্র-কানে

বুদ্ধিহীন বীর্য্যবহ্নি উঠিল জ্বলিয়া।
যে হ'ক সে হ'ক রণে কিছু ক্ষতি নাই।
হারে যদি পর্ত্তুগীস্ প্রতিহিংসা-সুখ
পাইবে মর্কটরায়, মোগল-বিজয়ে
নাহি দুঃখ, বীরেন্দ্র ত' মরিবে নিশ্চয়।
ফণীর মরণে তার মস্তকের মণি
বিনায়াসে হবে লাভ—তাই এ ভুজগে
প্রেরিল গরুড়ালয়ে মর্কট কৌশলে।
এবে পথ নিষ্কণ্টক মোর—অতি অল্পায়াসে
বীরের বদন-গ্রাস লইব কাড়িয়া,
বুদ্ধি-বলে কুসুমিকা হইবে আমার।

এখন যাই—তার মাতুল ভৈরবরায়ের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধটা পাকা-পাকি করিগে। [প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতের অপরাংশ

বেঞ্জামিন

বেঞ্জামিন। সকল অনিষ্টের মূল সেই কুসুমিকা। কি কুক্ষণেই তাকে দেখেছিলাম! তেজ, উৎসাহ, বীর্য্য, সব যেন নিভে আস্‌ছে। নহিলে ভীরু বাঙ্গালির কাছে বীর বেঞ্জামিন পরাজিত হয়। কি

অপমান! প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই—রক্ত রক্ত—তার হৃদয়ের রক্ত নেবই নেব। গণজেলো।

[গণজেলোর প্রবেশ]

গণজেলো। হুজুর!

বেঞ্জামিন। বীরেন্দ্র কোথা গেল কিছু সন্ধান রাখ?

গণজেলো। আজ্ঞে রাখি। বীরেন্দ্র পিতৃব্যের প্ররোচনায় মোগল সৈন্যের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য ফেনীর অভিমুখে যাত্রা করেছে।

বেঞ্জামিন। ভাল ভাল। তা'হ'লে রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হ'তে পারে। [কোষস্থ তরবারি স্পর্শ করিল] কিন্তু পিতৃব্যের প্ররোচনায়?

গণজেলো। আজ্ঞে ঐ গহ্বরের সন্নিহিত প্রপাতের ধারে খুড়ো ভাইপোর সম্মিলন প্রত্যক্ষ করেছি—খুব নিকটে যেতে পারিনি, তবে আড়াল থেকে কথাবার্ত্তা কিছু কিছু কর্ণগোচর হ'য়েছে।

বেঙ্গামিন। বল কি গণজেলো! মর্কটরায় এমন বিশ্বাসঘাতক! আমার দ্বারা বীরেন্দ্রের প্রাণ-হরণের চেষ্টা করলে, আবার তাকে আমারই বিপক্ষে যুদ্ধে পাঠালে। কিন্তু মর্কটরায়ের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে তার দুর্গ শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে, তার পক্ষে অসাধ্য কি?

গণজেলো। ঠিক বলেছেন হুজুর! তাকে এক লহমা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু হুজুর—

বেঞ্জামিন। কি বলো—সঙ্কোচ কোরোনা।

গণজেলো। বেয়াদপি মাপ ক'র্‌বেন কিন্তু—আপনি এই লোককে বিশ্বাস ক'রে তার হাতে সিপাই রেখে যাচ্ছেন, সে কন্যারত্ন উদ্ধার ক'রে আপনার হাতে দেবে? কখনই বিশ্বাস হয় না। সে ও রত্ন রাহা-জানি কর্‌বে।

বেঞ্জামিন। ঠিক বলেছ—গন্‌জেলো! ঠককে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। তবে ঠকের সঙ্গে ঠকামি করা যেতে পারে। হাঁ—দেখ এক কাজ ক'রো—তুমিও সিপাইদের সঙ্গে এখানে থেকে যাও—আমি যত দিন যুদ্ধান্তে না ফিরি—

গণজেলো। হুজুর! এত বড় যুদ্ধ হ'বে আর আমি এই জঙ্গলে স্ত্রী-শিকারে ব্যাপৃত থাক্‌ব?

বেঞ্জামিন। সেই স্ত্রীই আমার প্রাণ! জেনো গনজেলো যদি কুসুমিকাকে না পাই, তবে আমার চোখের আলো নিভে যাবে। তুমি প্রভুভক্ত, অধিক কি বল্‌বো। মর্কট রায়ের উপর খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখো। আর দ্রুতগামী দূত দিয়ে বিবাহের দিনের খবরটা আমাকে জরুরি পাঠানো চাই—আমি যেখানেই থাকি বিবাহের রাত্রে ঠিক সংকেত-স্থানে এসে পঁহুছিব। বুঝ্‌লে? আমি না পঁহুছিলে ভৈরব রায়ের বাড়ীতে ডাকাতি যেন না হয়—মর্কট রায় যতই পীড়াপীড়ি করুক্। ওকে বিশ্বাস কি?

গণজেলো। যে আজ্ঞে হুজুর!

বেঞ্জামিন। মর্কট রায়! সাবধান। আগুনের সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে হয় কর কিন্তু বেঞ্জামিনকে ঘাটিও না। তার মুখের শিকারের দিকে তাকিও না। মর্কটের গলায় মুক্তোর হার পর্‌বে?

পাপী! বিশ্বাস ঘাতক! ষড়যন্ত্রী!
ঝঞ্ঝাবাত মত
এক লম্ফে পড়ি' তোর বক্ষের উপর
ইচ্ছা করে বিদারিতে জীবন্ত নরক
—অসংখ্য ভুজঙ্গ-বাস।

কিন্তু আশু মৃত্যু—তোর সমুচিত শাস্তি নয়—আগে যুদ্ধ শেষ হোক্ তারপর—

তোরে বসাইব শূলে।
ঘোর যন্ত্রনায় তুই ডাকিবি শমনে
কিন্তু মৃত্যু আসিবে না কাছে।

[বেগে দূতের প্রবেশ]

দূত। (কুর্ণিশ করিয়া) সেনাপতি!

বেঞ্জামিন। তোমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত, সর্ব্বাঙ্গে ধূলি--ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্ছে। কি সংবাদ শীঘ্র বল।

দূত। সেনাপতি! বঙ্গাধিপ সায়েস্তা খাঁ প্রকাণ্ড মোগল-বাহিনী নিয়ে প্রায় সমাগত হয়েছেন—তাঁর নৌ-বহর পূর্ব্বেই সমুদ্রকূলে উপনীত হ'য়েছে। আরাকান-পতি ফেনী নদী-তীরে ছাউনি পেতে আপনার অপেক্ষা ক'র্ছেন। আপনার তরীব্যুহ সজ্জিত হ'য়ে আপনাকে শত কেতন-হস্তে আহ্বান কর্ছে। যুদ্ধ অতি সন্নিকট। শীঘ্র আসুন।

বেঞ্জামিন। চল চল। [সকলের ব্যস্তভাবে প্রস্থান]

পটক্ষেপ

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুসুমিকার মাতুলগৃহ

কুসুমিকা ও তাহার সহচরী (অমলা)

[কুসুমিকার গীত]

বঁধু ! ভুলিলে কেমনে ?
এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে ?
সেই কালিন্দীর তীরে
সেই কালিন্দীর নীরে
সেই তরুতলে, সেই নিবিড় কাননে,
বসি সেই শিলাতলে
সেই নির্ঝরিণী-কলে
ব'লেছিলে কত কথা—ভুলিলে কেমনে ?
যথা ওই গিরিবর
ঢালিতেছে নিরন্তর
সরসীহৃদয়ে বারি, ভুলিলে কেমনে ?
তেমতি হৃদয়ে মম
ওই বারিধারা সম
ঢালিলে যে প্রেমধারা—ভুলিলে কেমনে ?

সেই প্রেম-প্রবাহিনী
আজি কূল-বিপ্লাবিনী
প্লাবিয়া হৃদয়-সরঃ বহিছে নয়নে—
ওই তটিনীর মত
বহিতেছে অবিরত
অশ্রুধারা অবিরল—ভুলিলে কেমনে !
সেই কালিন্দীর নীরে
সেই কালিন্দীর তীরে
সেই তরুতলে, সেই নিবিড় কাননে,
পড়ি এই শিলাতলে
এই নির্ঝরিণী-জলে
বনের 'কুসুম'-কলি শুকাইবে বনে।
বঁধু! ভুলিলে কেমনে ?

সহচরী। আহা দিদিমণি! কি বিষাদ সুর! এ ত' গান নয়, মনের জমাট দুঃখু! এ জান্‌লে কি তোমায় গান কর্‌তে বলি ?

কুসুম। অমলা! তুমি ত' সব জান। সীতাকুণ্ডে যে দিন হঠাৎ দেখা হ'ল—সে কি দিন!—কুমার বলেছিলেন. শীঘ্র রঙ্গমতীতে ফিরে দেখা কর্‌বেন। কই ত' এলেন না! হারানিধি পেয়ে কি আবার হারালেম ? জন্মাবধি আমি যে অভাগিনী!

শৈশবে এ অভাগীরে ত্যজিলেন পিতা
—বড় আদরের ধন ছিলাম তাঁহার—
পতিশোকে উন্মাদিনী জননী আমার,
পিতৃকুলে কেহ নাই—অনাথিনী আমি!
হায় সখি! কুরঙ্গিনী-শাবকের মত

পড়িনু কিরাত-রূপী মাতুলের করে।
আমারে সুপাত্র-করে করিলে অর্পণ,
পিতার ঐশ্বর্য্যচ্যুত হবেন মাতুল,
এই হেতু এত বিঘ্ন, এত উৎপীড়ন!

—এখন বল্‌ছেন কিনা কুমার জাতিভ্রষ্ট, ধর্ম্মচ্যুত—তাঁর সঙ্গে আমার কিছুতেই বিবাহ হ'তে পারে না। এখন আমার কি উপায় বল?

সহচরী। আহা জন্মদুঃখিনী! দিদি, কুলমাতাকে ডাক—তিনিই কূল দেবেন। চল একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি—অনেকক্ষণে ঘরে বন্ধ হ'য়ে আছি।

কুসুম। চল তাই যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

[ভৈরব রায়ের প্রবেশ]

ভৈরব। কুসমের গলা পেলুম না! কোথা গেল? তাকে ত' একবার বলা চাই। তা' ছোট রাজা ভাল সম্বন্ধই এনেছে। বারেনের সঙ্গে ত' আর কুসমের বে' হ'তে পাবে না—সে জাতিচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট—তার বাপ হৃতরাজ্য, পলাতক! পঞ্চানন শর্ম্মা অতি সৎকুল-জাত—আমাদের পাল্‌টি ঘরও বটে। বিশেষতঃ যখন কিছু দিতে হবে না—উল্‌টে আমারই কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি হবে—বেশ উঁচু হারে কন্যা-পণ দেবে। তা' ছাড়া কুসমের বাপের বিত্তটাও হাতছাড়া হবে না। সেও ত' কম কথা নয়। গাছের ফল গাছেই থাক্‌বে—অথচ ঠাকুরের পূজো সমাধা হবে—এর বাড়া আর কি চাই? বর শুন্‌ছি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়—তাতে ক্ষতি কি? কুসম তেমনি পাত্‌লা আছে—ঠিক্ মানাবে। দিদি ত' উন্মাদ পাগল—মেয়ের বরের ভালমন্দ তিনি কি বুঝ্‌বেন? এই ঠিক্—পঞ্চাননের সঙ্গেই সম্বন্ধ পাকাপাকি করি। এখনও কুসম আস্‌ছে না?

[কুসুমিকার প্রবেশ]

কুসুম। মামা! আমায় ডেকেছেন?

ভৈরব। হ্যাঁ মা! বোসো, একটু বিশেষ কথা আছে।

কুসুম। বলুন!

ভৈরব। দেখ মা! তুমি ত' আর ছেলে মানুষটি নেই—সব বুঝ্‌তে পার। তোমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হ'তে চল্‌লো—তোমাকে আর ত' আইবুড় রাখা যায় না। সমাজে নিন্দা হ'তে আরম্ভ হয়েছে মুকুট রায়ের ছেলে বীরেনের সঙ্গে তোমার বে'র কথা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে বিবাহ ত' হ'তে পারে না—বীরেন মোছলা হ'য়ে ধর্ম্মভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত হয়েছে। তাই—

কুসুম। মিথ্যা কথা! মামা! কে আপনাকে বলেছে তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতিচ্যুত হ'য়েছেন?

ভৈরব। [রুক্ষস্বরে] এ কথা সকলেই জানে। তুমি বোধ হয় শোননি।

কুসুম। মিথ্যা রটনা!

ভৈরব। মিথ্যা রটনা? তার নিজের খুড়ো জানে না? তুমি ঘরের কোণে ব'সে বেশী জান! মর্কট রায় আমাকে নিজে বলেছে। এ বিষয় নিয়ে তর্ক করো না। এখন যা বল্‌ছি শোন।

কুসুম। বলুন!

ভৈরব। বীরেনের সঙ্গে যখন বে' হ'তে পারে না এবং যখন তুমি বয়ঃস্থা হয়েছ, তখন তোমার বিবাহ শীঘ্রই দেওয়া দরকার। সেই জন্য আমি ছোট রাজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তোমার সম্বন্ধ স্থির করেছি—পাত্রটি অতি উচ্চবংশীয় কুলীন—নাম পঞ্চানন শর্ম্মা।

কুসুম। মামা! আমায় মাপ্‌ করুন—আমি কুমারী থাক্‌বো।

ভৈরব। কুমারী থাক্‌বে? কুসম! বেয়াদবি কোরো না। তুমি কি

ভুলে গেলে আমি তোমার অভিভাবক—তোমার ভালমন্দের জন্যে আমি দায়ী ! তোমার বাবা সর্ব্বদা বল্‌তেন—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্‌ অর্হতি —তুমি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর্‌বার ইচ্ছা ক'রো না—এতে তোমার অশুভ বই শুভ হবে না। তুমি আমার অধীন—আমার আজ্ঞা তোমায় পালন কর্‌তেই হবে। শোন, আজ চৈত্র সংক্রান্তি—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। আগামী বৈশাখী শুক্লা অষ্টমীতে তোমার বিবাহ স্থির করেছি—এতে তোমার কোন আপত্তি গ্রাহ্য হ'তে পারে না—হবে না। বুঝ্‌লে ?

[কুসুমিকা রোদন করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যতা]

ভৈরব। আর দেখ কুসম ! আমাদের বংশের প্রথানুযায়ী বিবাহের পূর্ব্বে তুমি একবার সুন্দরবনে কানন-কালীর পূজা দিয়ে এস—আমার বিশ্বাসী বরকন্দাজ ও দাসী তোমার সঙ্গে যাবে—কোন কষ্ট হবে না। সেখানে ত্রিরাত্রি বাস ক'র্‌বে। কানন-কালীর মন্দিরে শুনেছি একজন সিদ্ধ ভৈরবী থাকেন—তাঁর খুব যোগপ্রভাব ! তাঁর আশীর্ব্বাদ চাইতে ভুলোনা—যেন এ বিবাহে তোমার শুভ হয় ! যাও —এখন প্রস্তুত হওগে। [কাঁদিতে কাঁদিতে কুসুমিকার প্রস্থান]

ভৈরব। যাই আমি ও যাই। সাত আট দিনে সমস্ত আয়োজন ক'রে তুল্‌তে হবে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ফেনীতীরে মোগল শিবির

সায়েস্তা খাঁ, দিলির খাঁ ও সভাসদ্‌গণ

সায়েস্তা। (ফর্শির নল টানিতে টানিতে) দিলির !

দিলির। নবাব সাহেব !

সায়েস্তা। আর কতদিন মোগল সৈন্য ফেনীর ঢেউ গুণে গুণে অলস ভাবে দিন কাটাবে ?

দিলির। নবাব সাহেব! আরাকান-পতির মগ সৈন্যের সাথে বেঞ্জামিনের পর্ত্তুগীস্ ফৌজ মিলিত হ'য়েছে। ফেনীর উত্তরে আমরা,—গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়েছি ফেনীর দক্ষিণ তীরে শত্রুর বৃহৎ ছাউনি প'ড়েছে। আমাদের সম্মুখে পর্ত্তুগীস্ সেনা—তাদের পশ্চাতে বৌদ্ধ বাহিনী। হঠাৎ আক্রমণ ক'র্‌তে সাহস হয় না হুজুর!—বিশেষতঃ তাদের নৌবল আমাদের চাইতে বেশী—আপনি ত' জানেন পর্ত্তুগীস্ খুব দক্ষ জলযোদ্ধা।

সায়েস্তা। তাইত দিলির! আমিও ধোঁকায় পড়েছি। কি করা উচিত ?

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। জাঁহাপনা! একজন মুখসধারী যোদ্ধা আপনার দর্শনপ্রার্থী—শিবিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়েস্তা। তার নাম কি ? কে সে ?

প্রহরী। হুজুর! পরিচয় দিতে চায় না।—বলে নবাব সাহেবের সাম্‌নে বল্‌ব।

সায়েস্তা। আচ্ছা তাকে নিয়ে এস। [প্রহরীর প্রস্থান]

সায়েস্তা। দিলির! কে হে ?

[যোদ্ধবেশী মুখসধারী বীরেন্দ্রের প্রবেশ]

বীরেন্দ্র। বন্দিগি, নবাব সাহেব!

সায়েস্তা। কে তুমি ? মুখের মুখস খোল—পরিচয় দাও।

বীরেন্দ্র। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ—মগ পর্ত্তুগীসের যুদ্ধে মোগল পক্ষের হিতৈষী। আমার সহায় ত্রিশূল-ধারিণী—সম্পদ্ কেবল মাত্র কৃপাণ।

সায়েস্তা। বেশ! কি চাও?

বীরেন্দ্র। চাই? একটা প্রশ্নের উত্তর চাই—আর কিছু না।

সায়েস্তা। কি প্রশ্ন?

বীরেন্দ্র। প্রশ্নটা বেশী কঠিন নয়। এই ফেনী নদীর তীরে কি পরিমাণ তাম্রকূট-ধূম উদ্‌গীর্ণ ক'র্‌লে কত যুগে শত্রু ক্ষয় হবে?

সায়েস্তা। (সক্রোধে) বে-তমিজ! জান কার সঙ্গে কথা ক'ইছ—জান তোমার শির দুশ্ছেদ্য নয়।

বীরেন্দ্র। হুজুর! নিশ্চয় জানি। এও জানি মগ পর্ত্তুগীসের তীক্ষ্ণ অসির কাছে মোগলের শিরও দুশ্ছেদ্য নয়। আরও জানি এই বৈশাখের শেষে এ অঞ্চলে প্রবল বর্ষা পড়্‌বে। আরও জানি বর্ষা-সমাগমে ফেনীনদী দুস্তর হবে। পাহাড় থেকে যে ঢল নাম্‌বে, সে বেয়াদব বঙ্গাধিপেরও মানা মান্‌বে না। ঐ স্রোতে মোগলের গর্ব্ব তৃণের মত ভেসে যাবে—মগ পর্ত্তুগীস ভীষণ টিট্‌কারি দেবে—আর হংসপালের মত তাদের ক্ষুদ্র রণতরী নদী আচ্ছন্ন ক'রে মোগলের বৃহত্তর জলপোতকে বিপন্ন ক'র্‌বে।

সায়েস্তা। এ কথা ঠিক্ বলেছ। কিন্তু উপায়?

বীরেন্দ্র। আর একটা প্রশ্ন ক'র্‌ব কি? নবাব-শিবিরে কি এমন বীর নাই, যে বিক্রমে শত্রুব্যূহ বিদীর্ণ ক'রে, বীর-সিংহনাদে সমুদ্রগিরি কম্পিত ক'রে মগ-পর্ত্তুগীস্‌কে চট্টল-ছাড়া ক'র্‌তে পারে? যদি না থাকে, তবে নবাব সাহেব! এই অধীনকে পাঁচশ অশ্বারোহী ও দশটিমাত্র কামান দিন, কাল প্রভাত-সূর্য্য ওঠ্‌বার পূর্ব্বে শত্রুর কি দশা হয় দর্শন ক'র্‌বেন।

সায়েস্তা। তুমি অপরিচিত—তোমায় বিশ্বাস কি?

দিলির। কি বিশ্বাস তুমি শত্রুর গুপ্তচর নও?

বীরেন্দ্র। বিশ্বাস? বীরের বাক্যেই বিশ্বাস। বঙ্গাধিপ! আপনি নিজে

বীর—বীরচূড়ামণি। এই প্রবীন বয়সে বীর ও ঠকের ভেদ ধ'র্‌তে পার্‌বেন না? বিশ্বাস? একক অসহায় আমি দশ কামানের মুখে, পাঁচশ' তরবারির মুখে নির্ভয়ে বুক পেতে দিচ্ছি। নবাব সাহেব! ধরুন আপনার পাঁচশ' ঘোড়-সোয়ার না হয় হত-ই হল, দশটা কামান শত্রুর হাতে না হয় চলেই গেল,—আপনার এই বিশাল সৈন্যসিন্ধু তাতে বিন্দুহীনও হবে না—অন্য পক্ষে—

সায়েস্তা। উঁহুঁ—বিশ্বাস হচ্ছে না।

বীরেন্দ্র। আচ্ছা তবে পূর্ব্বের একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিই—দুই বৎসর পূর্ব্বে পুনা-দুর্গে শিবজির সঙ্গে যে নৈশযুদ্ধ হয়েছিল, নবাব সাহেব! সেটা মনে আছে কি?

সায়েস্তা। খুব মনে আছে। শিবজি প্রতারণা ক'রে আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেছিল।

বীরেন্দ্র। আর মনে আছে কি—(সদাসদ্‌দিগের দিকে চাহিয়া) এঁদের সাম্‌নে?

সায়েস্তা। দিলির! তোমরা একবার বাহিরে যাও ত'।

[দিলির প্রভৃতির প্রস্থান]

বীরেন্দ্র। নবাব সাহেব! মনে আছে কি সেই শয়নকক্ষে একজন বাঙালি সৈনিক শিবজির উদ্যত বর্ষা আপনার বুক পেতে নিয়েছিল?

সায়েস্তা। খুব মনে আছে! বীরেন্দ্র আমার প্রাণদাতা। তুমি বীরেন্দ্র? (মুখস টানিয়া ফেলিয়া দিয়া) তোমার মুখ আর একবার দেখি!

বীরেন্দ্র। মুখ কি দেখ্‌বেন বঙ্গেশ্বর? এইখানে দেখুন! (বর্ম্ম খুলিয়া বক্ষঃ দেখাইল)।

সায়েস্তা। বীর! বীর! (বীরেন্দ্রকে আলিঙ্গন) তোমাকেও সন্দেহ করেছিলাম। তাজ্জব! দিলির! দিলির!

[দিলিরের প্রবেশ]

সায়েস্তা। দিলির! এই সেই বাঙালি বীর—পুনাদুর্গে যে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল।

দিলির। ওঃ সেই বীরেন্দ্র!—ও যা বলে তাই করুন। (বীরেন্দ্র মুখস পরিলেন)।

সায়েস্তা। বেসথ! বীরেন্দ্র, পাঁচশ সওয়ার ও দশটা কামান কেন, তুমি আর কত সৈন্য চাও বল।

বীরেন্দ্র। না, নবাব সাহেব! শক্রর পৃষ্ঠ আক্রমণ ক'র্‌তে ঐ যথেষ্ট হবে। তবে একটা প্রার্থনা—

সায়েস্তা। কি বল?

বীরেন্দ্র। আজ ঠিক্ রাতদুপুরে, অমাবস্যার অন্ধকারে ফেনীর ওপার থেকে তিনবার আমার ভেরীর আওয়াজ্ শুন্‌তে পাবেন—দিলির সাহেবকে অনুমতি করুন যেন সৈন্য ও কামান প্রস্তুত রাখেন। ভেরীর আওয়াজ হ'বামাত্র যেন এপার থেকে গোলাবৃষ্টি ক'রে শক্রদের আক্রমণ করেন। তাহ'লে কাল প্রত্যূষে আর এদেশে মগ-ফিরিঙ্গির চিহ্ন দেখ্‌বেন না।

সায়েস্তা। তাই হবে। দিলির! সতর্ক থেকো।

দিলির। জাঁহাপনার যো হুকুম।

সায়েস্তা। বীরেন্দ্র! খোদা তোমায় অক্ষত রাখুন। কাল ভোরে তোমার প্রতীক্ষা ক'র্‌বো।

বীরেন্দ্র। আজ্ঞে তা' দেখা যাবে।

সায়েস্তা। দেখা যাবে? সে কিহে? নিশ্চয় দেখা কোরো।

বীরেন্দ্র। মা ভবানীর ইচ্ছা। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

[বীরেন্দ্রের প্রবেশ]

বীরেন্দ্র। কি নিবিড় অন্ধকার! একে অমাবস্যার রাত্রি—তাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—একটি তারাও জ্বল্‌ছে না। ঘোর অন্ধকার—কাছের মানুষও দেখা যায় না। হাঁ! আমার নৈশ অভিযানের উপযুক্ত রাত্রি বটে। দ্বিতীয় প্রহরের আর ঘণ্টা খানেক দেরি—এতক্ষণে দিলির খাঁ পাঁচশ' সোয়ার ও দশটি কামান নিশ্চয়ই প্রস্তুত রেখেছে। যাই, নবাব শিবিরের দিকে যাই। বহু ঊর্দ্ধে, ফেনী যেখানে খুব সংকীর্ণ—সেখানে মসাল জ্বেলে পার হ'তে হবে।

[যাইতে উদ্যত হইলেন—

অপর দিক্ হইতে সা সাহেবের প্রবেশ

—উভয়ের ধাক্কা লাগিল]

সা সাহেব। কে? কুমার সাহেব নাকি? এত রাত্রে মুখশ প'রে যুদ্ধে চলেছ?

বীরেন্দ্র। কে তুমি?

সা সাহেব। আমি বাবা! ফকির। চম্পকারণ্যে পীরের দর্গায় থাকি—লোকে আমায় সা সাহেব বলে।

বীরেন্দ্র। ওঃ সা সাহেব! আপনি? বহুত সেলাম। চম্পকারণ্য আমার বড় প্রিয় স্থান—প্রবাসে যাবার পূর্ব্বে অনেকবার সেখানে বেড়াতে গিয়েছি—আপনার দর্গায়ও গিয়েছি।

সা সাহেব। তা’ যাবে বৈকি? কিন্তু এই অন্ধকার রজনীতে পাঁচশ’ সোয়ার ও দশটা কামান নিয়ে কোথায় যাবে তাই বল?

বীরেন্দ্র। তা’ সা সাহেব! আপনি এ কথা জান্‌লেন কি ক’রে? মুখশ প’রে আছি, অন্ধকারে আমায় চিন্‌লেনই বা কি ক’রে?

সা সাহেব। বাবা! এতদিন খোদার দোয়া দিলাম, এইটুকু জান্‌তে পার্‌ব না? আর তুমি রাজা মুকুটরায়ের পোলা—তোমাকে চিন্‌তে পার্‌ব না?

বীরেন্দ্র। তা’ বটে। আপনার মত সিদ্ধ ফকিরের পক্ষে অসম্ভব কি? কিন্তু এত অন্ধকারে আপনি কোথায় চলেছেন?

সা সাহেব। এই বাবা! ওপারে যাব—একজনের একটা কর্জ্জ ধারি—উস্থল দিতে হবে। আজই রাত্তিরে।

বীরেন্দ্র। বলেন কি সা সাহেব—এই অন্ধকারে? সকালের অপেক্ষা চল্‌ত না?

সা সাহেব। না বাবা! প্রায় দশ বছরের দাদন—আর কত দিন হিসাব টেনে বেড়াব?

বীরেন্দ্র। কে এমন মহাজন—ফকিরকে ধার দিলে?

সা সাহেব। আর কেউ নয় বাবা! তোমারই বাপ মুকুট রায়। দশ বৎসর আগে একটা দুষ্ট ইজারদার আমার পীরের দর্গা বাজেয়াপ্ত ক’রে আমাকে উৎখাত কর্‌বার উদ্‌যোগ করেছিল—মুকুট রায় জান্‌তে পেরে ঐ ইজারদারকে বরখাস্ত ক’রে আমার দর্গাটা রক্ষা করেন; সেই দেনা এখনও উস্থল দিতে পারি নি।

বীরেন্দ্র। বেশ! কিন্তু এত রাত্তিরে তাঁকে পাবেন কোথা?

সা সাহেব। আহা! তাঁকে না পাই—তাঁর পুত্তুরকে ত’ পেতে পারি। তোমাদের শাস্ত্রে না বলে শুনেছি—আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।

বীরেন্দ্র। তা' আমি ত সাম্‌নেই রয়েছি—কিছু দেবার থাকে দিন না। (সকৌতুকে) এই নিন, হাত পাত্‌ছি।

সা সাহেব। সবুর কুমার সাহেব! সবুর! সবুরে মেওয়া ফলে। তাঁবাদি পাওনা—তাই উসুল কর্‌বার জন্য তোমার এত জরুরি তাগাদা! পাবে! পাবে!

বীরেন্দ্র। আপনার হেঁয়ালি বুঝ্‌ব—আমার সাধ্য কি? এখন যেতে হবে সা সাহেব! অনুমতি দিন্‌—আশীর্ব্বাদ করুন। সেলাম্‌!

সা সাহেব। যাও কুমার সাহেব!—খোদা তোমায় রক্ষা করুন—রণজয়ী হও। (বীরেন্দ্র প্রস্থানোদ্যত) আর দেখ, যুদ্ধ-শেষে তোমার এক দুষমনের ভয় আছে—একটু হুঁসিয়ার থেকো।

বীরেন্দ্র। রণক্ষেত্রে সর্ব্বদাই সে সম্ভাবনা। [প্রস্থান]

সা সাহেব। হা খোদা! এ বয়সে কোথায় শান্তিতে ব'সে তোমার নাম নেবো—না আমার এই কর্ম্ম-জঞ্জাল! যাই, কোন রকমে ফেনীটা পেরোবার চেষ্টা করিগে। খোদা! খোদা! [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মোগল শিবিরের সম্মুখ

দিলির খাঁ দণ্ডায়মান

দিলির। সোয়ার ও কামান নিয়ে বীরেন্দ্র প্রায় এক ঘণ্টা গেছে। অদ্ভুত সাহস! পর্ব্বত ভিন্ন এমন সিঙ্গি আর কোথায় পয়দা হয়? রাত্রি প্রায় দু'পহর হ'ল—এইবার তার ভেরীর তিনবার আওয়াজ হবার কথা—এদিকে সিপাই ও তোপ সব ঠিক্ রেখেছি—আজ

মোগলের একদিন, কি ফিরিঙ্গির একদিন! (নেপথ্যে ভেরীনাদ) ঐ যে সংঙ্কেতশব্দ—ঠিক্ সময়ে ভেরী বেজেছে। মনসুর!

[মনসুরের প্রবেশ]

দিলির। মনসুর! আমার মৎলব যা বাত্‌লেছি—ঠিক্ তোমার ইয়াদ্ আছে?

মনসুর। হাঁ হুজুর।

দিলির। একেবারে একশ তোপ একসাথে দাগো—গোলা যেন ফেনীর জলে না প'ড়ে শক্রর শিবিরের ওপর পড়ে। আর নৌকাতে যে ফৌজ প্রস্তুত রেখেছ, ধীরে ধীরে তফাৎ তফাৎ তাদের ওপারে পাঠাও। ফিরিঙ্গি দক্ষ যোদ্ধা—অন্ধকারে নৌকা দেখ্‌তে পাবে না বটে কিন্তু আওয়াজে জান্‌তে পারলে, তার ওপর তোপ দাগ্‌বে। খুব হুঁসিয়ার।—চল আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ফেনীর দক্ষিণ তীরে পর্ত্তুগীস্ শিবিরের সম্মুখ

দুইজন পর্ত্তুগীস্ সৈন্যাধ্যক্ষ

প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ। মার্কপোলো! শক্রর ছাউনি থেকে কামান দাগার শব্দ পাওয়া গেল—যদিও অন্ধকারে গোলা আমাদের স্পর্শ করেনি কিন্তু জলের ওপরের শব্দে মনে হ'ল অনেক তোপ একসাথে দেগেছে। কে জান্‌ত মোগল আমাদের আক্রমণ কর্‌তে সাহস কর্‌বে—আর

এই অন্ধকারে! কেমন আমাদের সেপাই সব সুসজ্জিত হয়েছে? কামান সব ফেনীর কূলে আনা হয়েছে?

দ্বিতীয় সৈনাধ্যক্ষ। হয়েছে হুজুর।

প্রথম। সেনাপতি বেঞ্জামিন সাহেব নিশ্চিন্তে নৌ-বহরের মধ্যে নিদ্রা যাচ্ছেন—তিনি এর কিছুই জানেন না—তাঁর কাছে জরুরি খবর দিয়েছ?

দ্বিতীয়। হাঁ হুজুর! তিনি শিগ্‌গির এসে পড়বেন।

প্রথম। বেশ! দ্যাখো মার্কপোলো—অন্ধকারে মালুম হচ্ছে না কিন্তু মোগল ফৌজ নিশ্চয়ই নৌকা ক'রে নদী পার হচ্ছে। সতর্ক দৃষ্টি রেখো—কাছাকাছি এলে, যেমন দাঁড়ের আওয়াজ পাবে, এমনি গোলাবৃষ্টি কোরো—যেন একখানা পান্‌সিও ফির্‌তে না পারে।

দ্বিতীয়। ঠিক্ হুজুর! [নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ]

প্রথম। মার্কপোলো! দেখ দেখ ওকি দিক্-দাহ! ফেনীর জলটা হঠাৎ আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। একি হাজার বন্দুক যেন এক সঙ্গে ডেকে উঠ্‌ল! ঐ দেখ আমাদের অদূরে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। চল চল, শত্রুকে কিছুতেই ডাঙ্গায় উঠ্‌তে দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়। চলুন চলুন।

[হঠাৎ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আলোক-প্রকাশ ও বন্দুকের শব্দ]

প্রথম। মার্কপোলো! মোগল সৈন্য ত' আমাদের উত্তরে—দক্ষিণ থেকে বন্দুকের আওয়াজ এল যে! আবার দেখ আলো জ্বলে উঠ্‌ল। কিসের আলো?

দ্বিতীয়। হুজুর এ ত' বোঝা শক্ত নয়। আমাদের পিছনে আরাকানি ফৌজের ছাউনি—মগকে আমি কোন দিনই বিশ্বাস করি না—সেনাপতি তাদের সঙ্গে জুটে এ যুদ্ধে এলেন—ঐ মগের কার্‌সাজি!

—নিশ্চয় মোগলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রেছে—মোগল আমাদের সাম্‌নে থেকে আক্রমণ কর্‌বে আর আরাকানি পিছন থেকে আক্রমণ কর্‌বে।

প্রথম। কি বিশ্বাস-ঘাতক! এক কাজ করা যাক্—ফৌজদের দুভাগ ক'রে—একদল মোগলের সঙ্গে লড়ুক, আর একদল আরাকানিকে আক্রমণ করুক। চল শীঘ্র চল। [উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

[যুদ্ধ করিতে করিতে মগ ও পর্ত্তুগীসের প্রবেশ]

পর্ত্তুগীস্ সৈন্য। বিশ্বাসঘাতক! অসভ্য মগ!

মগ সৈন্য। দস্যু পর্ত্তুগীস্! ফিরিঙ্গি!

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

(নেপথ্যে) জয় মোগলের জয়! আল্লা হো আকবর!
এল শত্রু এল, মার মার!

[কামান গর্জ্জন ও বন্দুকের শব্দ]

পট পরিবর্ত্তন—যুদ্ধক্ষেত্রের অপরাংশ

বীরেন্দ্র ও সৈন্যগণ

বীরেন্দ্র। এই সুযোগ! মগ-পর্ত্তুগীসে যুদ্ধ বেধেছে—যে যাকে পাচ্ছে তার মুণ্ডচ্ছেদ কর্‌ছে—যেমন হিংস্রক ফিরিঙ্গী পর্ত্তুগীস্, তেমনি হিংস্রক অসভ্য মগ। এই সুযোগ। জয় মা ভবানী!

সৈন্যগণ। জয় বঙ্গেশ্বর!

বীরেন্দ্র। সৈন্যগণ! আজ মগ-পর্ত্তুগীসের রক্তে মোগলের বীরত্ব-গাথা লিখে যেতে হবে। এস উল্কাবেগে বিপক্ষের দলে প্রবেশ করি।

কিন্তু তার আগে আরাকানি ছাউনিতে আগুন লাগিয়ে দিই। সকলে মশাল জ্বেলে নাও। (সৈন্যদিগের তথাকরণ)

সৈন্যগণ। জয় বঙ্গেশ্বর! আল্লা হো আকবর!

[সকলের দ্রুতবেগে প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন—পূর্ব্ব দৃশ্য

প্রথম ও দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ দণ্ডায়মান

[বেঞ্জামিনের প্রবেশ]

বেঞ্জামিন। (সক্রোধে) মন্‌গো! তুমি থাক্‌তে এই ব্যাপার হ'ল! তোমরা এত বড় 'ফুল', শত্রু চাতুরী ক'রে শিবিরে প্রবেশ কর্‌লে, তোমরা না বুঝে মগ পর্ত্তুগীসে যুদ্ধ বাধিয়ে আত্মহত্যা কর্‌লে—এখন উপায়?

মন্‌গো। সেনাপতি সাহেব! আমার কসুর নেই। মোগল যে এতদিন অপেক্ষা ক'রে আজ অন্ধকার রাত্তিরে অতর্কিত আক্রমণ ক'র্‌বে—এ আমি জান্‌বো কি ক'রে? আপনি ছাউনিতে নেই—মার্কপোলো ও আমি দুজনেই মনে কর্‌লাম—যখন পিছন থেকে আক্রমণ হ'লো, তখন নিশ্চয়ই আরাকানির দাগাবাজি! ও কি বিষম ভুল! সেনাপতি সাহেব! আমায় হত্যা করুন—আমার ভুলের শাস্তি হোক্!

বেঞ্জামিন। সে যথাকালে হবে—কিন্তু এ ভুলের এখন প্রতীকার কি?

মার্কপোলো। সেনাপতি সাহেব! দেখুন আমরা যথাসাধ্য করেছি—মোগলের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে তাকে পলায়নে বাধ্য করেছি।

বেঞ্জামিন। মূর্খ! এখনও বোঝনি—সেটা ছল পলায়ন। ঐ দেখ মোগলবাহিনী এদিকে ফিরে দ্বিগুণ বিক্রমে উত্তর থেকে আক্রমণ কর্‌ছে—দক্ষিণ দিকে আরাকানি ফৌজ পৃষ্ঠ থেকে আক্রান্ত হ'য়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে—[নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও যুদ্ধের শব্দ]—ঐ দেখ ফেরুপালের মত নদীর দিকে ছুট্‌ছে—মনে ভাব্‌ছে রণতরীতে আশ্রয় নেবে। [নেপথ্যে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল] ওঃ! ওঃ! সব গেল! আমাদের 'ম্যাগাজিনে' আগুন লাগিয়ে দিলে! এখন এই মুষ্টিমেয় পর্ত্তুগীস্ যোদ্ধা কি কর্‌বে? চল রণ-তরীতে ফিরে যাই। কি কৌশলী শত্রু—কি অদ্ভুত সাহস! কে এ যুদ্ধের সেনাপতি? মন্‌গো!

মঙ্গো। তা জান্‌তে পারিনি সেনাপতি সাহেব! তবে দেখেছি এক বর্ম্মাবৃত বীর মুখে মুখশ প'রে রণরঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার ভেরী নাদে ফেনীর জল অবধি কম্পিত হ'য়েছে। [ভেরীনাদ] ঐ শুনুন।

বেঞ্জামিন। কে এ বীর? মোগল কি?

মঙ্গো। পরিচ্ছদে যতদূর বোঝা যায়, মোগল বোধ হয় না।

বেঞ্জামিন। তবে কে?

মার্কপোলো। সেনাপতি! দেখুন দেখুন কি কৌশল! সেই বর্ম্মাবৃত বীর এক মিনিটে আমাদের পরিত্যক্ত সমস্ত কামান সমুদ্রমুখীন ক'রে সাজিয়ে, আমাদের রণতরীর উপর গোলাবর্ষণ ক'র্‌ছে—এদিকে আসমানে ঊষার আলো ফুটে উঠ্‌ছে। ঐ দেখুন মোগলের নৌবহর আমাদের তরীব্যূহের পলায়ন-পথ রোধ ক'রে ভেসে উঠেছে—আর রক্ষা নেই। পালান্! পালান্!

[নেপথ্যে কামানের শব্দ ও আর্ত্তনাদ]

বেঞ্জামিন। ওঃ ওঃ গেল গেল—গোলার চোটে আমার এত সাধের রণতরী সব বুঝি ডুবে গেল! কে এ বর্ম্মাবৃত বীর? মন্‌গো!

তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করো—আমি একবার ওকে আক্রমণ করি—প্রাণ যায় যাক্— [বেগে প্রস্থান]

[নেপথ্যে কামান ও বন্দুকের শব্দ, আর্ত্তনাদ এবং 'জয় মা ভবানী', 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ফেনী নদীর তীর—রণক্ষেত্রের অপরাংশ

বীরেন্দ্র মুখশ পরিয়া দণ্ডায়মান

বীরেন্দ্র। (ভেরীনাদ করিয়া) আর কেন? যুদ্ধ শেষ—মগ আরাকানি পূর্ব্বেই পলায়িত—যে কয়জন পর্ত্তুগীস্ অবশিষ্ট ছিল, তারাও পলাতক। বীর বিক্রমে লড়েছে বটে—জলদস্যু হ'লে কি হয়, বীর বটে! এখন বাকি রণতরীগুলো ডোবাতে পারলেই হয়—

[ভেরী নিনাদ]

[পশ্চাৎ হইতে বেঞ্জামিনের প্রবেশ]

বেঞ্জামিন। এই সেই ছদ্ম সেনাপতি! (পশ্চাৎ হইতে মাথার উপর আঘাত—বীরেন্দ্রের শিরস্ত্রাণ ও মুখশ উড়িয়া গেল) চোর! মুখশ খোল্—ফিরে ছাখ্ তোর যম!

বীরেন্দ্র। (মুখ ফিরাইয়া) বেঞ্জামিন!

বেঞ্জামিন। এ কি বীরেন্দ্র! সেই দুষমন! তস্কর! এই নে (বক্ষে বর্ষাঘাত) [বীরেন্দ্রের মূর্চ্ছিত হইয়া পতন]

[মন্‌সুর ও কয়েকজন মোগল সৈনিকের প্রবেশ]

মন্‌সুর। ধর্‌ ধর্‌, ফিরিঙ্গি না পালাতে পারে—বঙ্গেশ্বরের কাছে এ পশু জীবন্ত পিঁজ্‌রায় পুরে দিতে পার্‌লে শিরোপা পাবি ?

বেঞ্জামিন। এত সহজ নয় খাঁ সাহেব! তোমার সেনাপতির দুর্দ্দশা দেখ।

[সৈনিকগণ ও বেঞ্জামিনের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

মন্‌সুর। ফর্শা হয়ে এসেছে—মেঘও কেটে গেছে। (বীরেন্দ্রের শায়িত দেহ লক্ষ্য করিয়া) ওঃ এই সেই পুনার বাঙ্গালী বীর বীরেন্দ্র! এই আমাদের ছদ্ম সেনাপতি! কি অদ্ভুত বীরত্ব—কি আশ্চর্য্য যুদ্ধ-কৌশল! জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়! [নেপথ্য হইতে সৈনিকগণ সমস্বরে বলিল—'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'] সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছে—একটুও ন'ড়্‌ছে না। বোধ হয় বেঁচে নাই। দিলির সাহেব বলেছিলেন—বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখ্‌তে! শুনে কি বল্‌বেন? যাই তাঁকে ডেকে আনি। [প্রস্থান]

[সা সাহেবের প্রবেশ]

সা সাহেব। এই যে কুমার সাহেব একেবারে মাটি নিয়েছেন! ধড়ে প্রাণ আছে কি নাই? [পরীক্ষা করিয়া] আছে আছে—জয় খোদা! এতদিনে কর্জ্জ শোধ কর্‌বার পথ কোরে দিলে। বাবা! উস্‌ল করো, উস্‌ল করো। যাই তুলে নিয়ে চম্পকারণ্যে আমার দর্গার ভিতর নিয়ে যাই। বাঁচাতে পারবো ত'? দোহাই খোদা! (পাঁজা কোলা করিয়া তুলিয়া) এত বড় বীর কিন্তু তত ত' ভারি নয়—ঠিক্‌ পার্‌বো। জয় খোদা! [বীরেন্দ্রকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান]

[দিলির খাঁ ও মন্‌সুরের প্রবেশ]

দিলির। কই মন্‌সুর! বীরেন্দ্র কোথায় ভূপতিত আছে? এখনও প্রাণ থাক্‌তে পারে—চোট্‌টা কি খুব ভীষণ বোধ হচ্ছে?

মন্‌সুর। তাই ত' মনে হয় দিলির সাহেব! (চারিদিক্ খুঁজিয়া) কিন্তু কই? তাঁকে ত' দেখছি না—আমার কি ভুল হ'ল না কি? না দিলির সাহেব! এই যে তাঁর মুখশ প'ড়ে রয়েছে। এই স্থানই বটে।

দিলির। কিন্তু বীরেন্দ্র কোথায়? জান মন্‌সুর! নবাব সাহেবের কাছে এ জন্যে জবাবদিহি ক'র্‌তে হবে?

মন্‌সুর। খাঁ সাহেব! বোধ হয় সেনাপতি অস্ত্রাঘাতে অল্প মূর্চ্ছিত হ'য়ে ছিলেন—আমি মনে করেছিলাম—মৃত্যু-মূর্চ্ছা! চেতন পেয়ে, উঠে এদিক্ ওদিক্ কোথায় গেছেন। এখনই খুঁজে বার কর্‌ছি।

দিলির। মন্‌সুর! বিশেষ অনুসন্ধান করো—রণস্থলের সর্ব্বত্র দেখ—আশ পাশ পাহাড় নদী খোঁজ। সে বীরকে বাহির কর্‌তেই হবে—বঙ্গেশ্বর তাকে শিরোপা দিয়ে সেনাপতি-পদে বরণ কর্‌বেন। চল আমরা যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

সীতাকুণ্ডের সন্নিহিত ব্যাস-সরোবর—

শঙ্কর দণ্ডায়মান

শঙ্কর। বীরেন! কোথায় লুকিয়েছ বাপধন! যেখানেই থাক, এ বুড়ো তোমায় বার কর্‌বেই—মাঝ থেকে বৃদ্ধকে অযথা পথশ্রম করাচ্ছ! বাবা কতই হাঁটলাম। পদ্মার ঝড়ে ডুবেছিলাম—মেছো বেটারা না তুল্লেই পার্‌ত—বেশ জল-সমাধি হ'ত। দেখ দেখি বেটারা কি ল্যাঠাই বাধালে—এখন বাবাজিকে কোথায় খুঁজে পাই?

[বিপ্রদাসের প্রবেশ]

শঙ্কর। (বিপ্রদাসকে দেখিয়া) দাদাঠাকুর পর্ণাম্। চিন্‌তে পার কি ?

বিপ্রদাস। (শঙ্করকে দেখিয়া) কই না। কে তুমি ?

শঙ্কর। তা' পার্‌বে কেন ? একেই বলে 'মানুষ গেল ঘর, আপন হ'ল পর'। তা' দাদাঠাকুর! কদিন ধ'রে কাননকালীর প্রসাদ বিতরণ ক'র্‌লে অকাতরে—আর এখন চিন্‌তে পার্‌ছ না।

বিপ্রদাস। (ভাল করিয়া দেখিয়া) ওঃ শঙ্কর!—তুমি যে এ কয় দিনে আরও বুড়ো হ'য়ে গেছ !

শঙ্কর। তা' দাদাঠাকুর বুড়ো হ'বার অপরাধ!—জলে ত' ডুবলাম, মেছোর হাতে বাঁচলাম, কিছুদিন থাক্‌লাম, কানন-কালী দেখ্‌লাম—তারপর সেই যে বের হলাম, ঘুর্‌ছি ঘুর্‌ছি,—দাদা! পা ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে যে গলায় হাঁট্‌তে সুরু করিনি, এই আমার বাহাদুরী।

বিপ্রদাস। আর কয়দিন মন্দিরে থাক্‌লে পার্‌তে। তুমি যে কুমার বীরেন্দ্রের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়লে !

শঙ্কর। আর দাদাঠাকুর! এ জীবনটা 'বীরেন' 'বীরেন' ক'রেই কাট্‌লো—পর জন্মে শোধ্‌রাবার চেষ্টা কর্‌বো। তোমাদের মুখে যখন শুন্‌লাম বীরেন দেশে ফির্‌ছে—মন কি আর মানা মান্‌লে—ছুট্‌লাম তার মুখ দেখ্‌তে।

বিপ্রদাস। তা' কুমারের সন্ধান পেয়েছ ? আমিও তাঁরই সন্ধান কর্‌ছি।

শঙ্কর। না দাদাঠাকুর। সুন্দর বন থেকে বেরিয়ে ভাবলাম বীরেনকে নিশ্চয়ই রঙ্গমতীতে পা'ব—দেশে যখন ফিরেছে একবার কুসুমের মামার বাড়ী যাবেই যাবে।—রঙ্গমতীতে শুনলাম ফেনীর দিকে চলে গেছে—মোগলের সঙ্গে মগ-পর্ত্তুগীসের লড়াই হ'বে, বীরেন মোগলের হ'য়ে লড়্‌বে। বেশ! চল বাবা, ত্রিপুরার দিকে—ভাবলাম মোগল

শিবিরে তার দেখা পাব। সেখানে গিয়ে এক ছদ্মবেশী বীরের কথা শুন্‌লাম—নৈশ যুদ্ধের কথা শুন্‌লাম—মন আমার বল্‌লে ঐ ছদ্ম বীর আমারই বীরেন—

বিপ্রদাস। ঠিক ধরেছ শঙ্কর!—নৈশ যুদ্ধের শেষে তাঁর মুখস খ'সে পড়ে। তখন সকলে তাঁকে চিন্‌তে পারে—সমস্ত রণস্থল 'জয় বীরেন্দ্রের জয়' শব্দে মুখরিত হয়। আমি সে শব্দ স্বকর্ণে শুনেছি।

শঙ্কর! তা' দাদাঠাকুর! কানন-কালীর সেবাইত তুমি—দেবীর পূজো ফেলে রণস্থলে এলে কেন?

বিপ্রদাস। তপস্বিনী মার আজ্ঞা। ঐ যে ভৈরব রায়ের ভাগ্নীর কথা বল্‌লে না—কুসুমিকা—আহা মেয়েটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যেমন রূপ তেমনি গুণ—সে মেয়েটি কাননকালীর পূজা দেবার জন্য আমাদের মন্দিরে এসেছে—শুন্‌লাম তার মামা জোর ক'রে তার বে দেবে—এই বৈশাখী অষ্টমীতে—অথচ কুমারের সঙ্গে মেয়েটির পূর্ব্ব থেকে বিবাহের স্থির আছে। তাই তপস্বিনী মা মেয়েটিকে দিয়ে কুমারের নামে এক পত্র লিখিয়েছেন—এই দেখনা পত্র—ঐ পত্র কুমারের হাতে আমাকে দিতে হবে। কদিন অনেক খোঁজ কর্‌লাম—কিছুতেই সন্ধান কর্‌তে পার্‌ছি না।

শঙ্কর। বটে! এত কাণ্ড হ'য়েছে—তবে ত' বাবাজিকে বার কর্‌তেই হবে।

বিপ্রদাস। রণস্থল আমি নিজে পাতি পাতি ক'রে খুঁজেছি—হত আহত সকলের খোঁজ ক'রেছি—কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাইনি। যুদ্ধের পর যে তিনি কোথায় অদর্শন হ'লেন, কেউ জানে না। অথচ এটা নিশ্চিত যে, শত্রুর অস্ত্রে কুমার ভীষণভাবে আহত হ'য়ে মূর্চ্ছিত হয়ে ছিলেন।

শঙ্কর। বীরেন ভীষণ আহত হয়েছে—অথচ আমি কাছে নেই শুশ্রূষা ক'র্‌তে!

বিপ্রদাস। এইটাই ত' রহস্য! আহত মূর্চ্ছিত অথচ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসৃত। বঙ্গেশ্বর তাঁর সন্ধান কর্‌বার জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন কিন্তু কেউ খোঁজ পায়নি। তাই নিরাশ হ'য়ে সুন্দর বন ফির্‌ছি। আমার উপর তপস্বিনী মার আদেশ সপ্তমী তিথিতে যেন নিশ্চয় মন্দিরে ফিরি। আজ ষষ্ঠী।

শঙ্কর। আচ্ছা দাদাঠাকুর! চম্পকারণ্যে সন্ধান করেছিলে? বীরেনের বড় আদরের স্থান। আমার মন বল্‌ছে সেখানে গেলে তাকে পাব। চল দুজনে আমরা সেখানে যাই।

বিপ্রদাস। না শঙ্কর! আমার আর দেরি করা চল্‌বে না। আমি সুন্দর বনে ফিরি। তুমি এই চিঠিখানি নাও—যদি কুমারের দেখা পাও—অবশ্য অবশ্য দিও। [পত্র প্রদান]

শঙ্কর। নিশ্চয় দেবো—নিশ্চয় দেবো। বীরেন কোথায় লুকোবে—ঠিক্ বার কর্‌ব—যাবে কোথা? [উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কানন-কালীর মন্দির

কুসুমিকা ও সখী

(কুসুমিকার গীত)

জীবন না যায় রে!
যায় দিন যায় দিনমণি যায়
নিবিয়া নিবিয়া রে।

সাগর-নীলিমে বাড়ব অনল
মিশিয়া মিশিয়া রে।
যায় দিন যায় দেখিতে দেখিতে
ছায়ায় মিশায় রে
সকলি ত যায় কেবল দুখের
জীবন না যায় রে।
সকলি ফুরায় ;— শৈশবের খেলা
গলায় গলায় রে
কৈশোর কাহিনী নয়নে নয়নে
অমিয় ধারায় রে।
যৌবনের আশা হৃদয়ে হৃদয়ে
সকলি ফুরায় রে
সকলি ত' যায়, সখি! কি কেবল
জীবন না যায় রে ?
একদিন আর আশায় আশায়
আশায় থাকিব রে
একদিন আর জীবনের আশা
হৃদয়ে বহিব রে।
কাল রবি সনে, যদি আশালোক
বিধাতা নিবায় রে
আশা সহ সখি! দেখিব কেমনে
জীবন না যায় রে!

সখী। দিদিমণি! আর কেঁদো না—কত কাঁদ্‌বে? আহা! কেঁদে কেঁদে চোখের তারা দুটি ফুলে উঠেছে। [চক্ষু মুছাইয়া দিল]

কুসুম। সখি! আমি কাঁদ্‌বনা ত' কে কাঁদবে? কাঁদ্‌তেই জন্মেছি! এত কেঁদে ত' চোখের জল ফুরাল না। কি আশ্চর্য্য!

সখী। কানন-কালীকে এক মনে ডাক—তিনি তোমার উপায় ক'র্‌বেন।

কুসুম। ক'র্‌বেন কি?

[তপস্বিনীর প্রবেশ]

তপস্বিনী! অবশ্য ক'র্‌বেন! মা'র 'দুঃখহারিণী' নাম কি ব্যর্থ হ'বে? [সখীকে সম্বোধন করিয়া] মা অমলা! তুমি দেবীর ভোগের উদ্‌যোগ ক'রে দাওত গে মা!—আমি কুসুমের সঙ্গে একটু কথা কই—

[সখীর প্রস্থান]

তপস্বিনী। কেন মা কুসুম! আজ তোমার এমন বিষাদ ছবি? কেন মা এমন বিষাদ-সঙ্গীত গাই'ছিলে?

অপরাহ্ণ রবিকরে, বনের কুসুম
হাসিতেছে বৃন্তে বৃন্তে; আনন্দ রাগিণী
গাহিতেছে ডালে ডালে বন-বিহঙ্গিনী;
আনন্দ-লহরী ওই নীরবে, মধুরে
বহিছে তরলা কাঞ্চী গিরি-ছায়াতলে;
প্রকৃতি আনন্দময়ী মৃদুল কিরণে!
তোমার হৃদয়ে কেন বিষাদের ছায়া?
কেন বিমলিন বল বিশুষ্ক বদন? [কুসুমিকার মুখ চুম্বন]

কুসুম। (তপস্বিনীর বক্ষে মুখ রাখিয়া) মা! এ জন্ম-দুঃখিনীর দুঃখে তোমার উদাস হৃদয়কে আর কত পীড়া দেবো মা!

ভগবতি! এ দুঃখ-নিদাঘে
তোমার পবিত্র ছায়া না পাইত যদি,
নিশ্চয় মরিত এই ক্ষুদ্র বনলতা।

বিশুষ্ক বদন ? দেবি ! ভাবি দিবানিশি
বিশুষ্ক হইয়া কেন নিরাশ জীবন
মৃত্যুর শীতল অঙ্কে হায় ! এত দিনে
না হ'ল পতন ? কত কত বনফুল
ফুটিল, ঝরিল দেবি ! এই কয়দিনে—
কিন্তু আমি অভাগিনী, না ফুটি না ঝরি,
অনন্ত জীবন জ্বালা সহি কি কারণে ?

তপস্বিনী। বৎসে !

কুসুম। মা ! তুমি কি ভুলে গেছ—কাল আমার শুভ বিবাহ—পাত্র স্থির, লগ্ন স্থির। মা !

নাহি হইতাম যদি ঐশ্বর্য্য-আকর,
বিদীর্ণ হ'ত না আজি হৃদয় আমার।
কিন্তু পিতৃধনে মম নাহি আকিঞ্চন ;
জগতের যত রত্ন, যত সুখ-আশা
সকলি চরণে ঠেলি, পাই যদি দেবি !
আমার হৃদয়-রত্ন হৃদয়ে আমার।
এমন দুস্তর স্থান নাহি ত্রিভুবনে
যথা নাহি কুসুমিকা ভুঞ্জিবে ত্রিদিব,
সেই রত্ন ল'য়ে বুকে ; কি করিব ধনে ?
মানবের সুখ নহে অর্থের অধীন।
না না ভগবতি ! নাহি চাহি অর্থ আমি,
সংসারে সর্ব্বার্থ দেবি ! বীরেন্দ্র আমার।

তপস্বিনী। আহা ! বাছা আমার ! [চক্ষু মুছাইয়া দিলেন]

কুসুম। যে দিন কুমার হায় ! গেলা বারাণসী—
আজি দুই বর্ষ দেবি ! দুই যুগ যেন

কুসুমিকা জীবনের—সেই দিন হ'তে
তপস্বিনী আমি এই সংসার-আশ্রমে,
কুমারের ভালবাসা তপস্যা আমার !
প্রভাতে উঠিয়া দেবি ! প্রবেশি উদ্যানে
ঊষা সহ, তুলি সদ্যঃ-প্রসূত প্রসূন,
শঙ্করীর পুষ্পপাত্রে রাখিতে সাজায়ে
পুষ্পে পুষ্পে ঝরে মম নয়নের জল ।
এইরূপ দুই বর্ষ পুষ্পে অশ্রুজলে,
পূজিলাম দয়াময়ী, হায়রে তথাপি
না হ'ল মায়ের দয়া অভাগিনী প্রতি !

[দেবী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সজল নয়নে]

দেবি ! এত অশ্রুজলে,
ভিজিল না পাষাণীর পাষাণ হৃদয় !
ক্ষুদ্রতম বনফুল পায় যেই স্থান
মায়ের চরণে, নাহি দিলা মাতা তাহা
এই অভাগীরে ! এইরূপে নাহি বধি,
দিন দিন, বিন্দু বিন্দু হৃদয়-শোণিত
না শুষি—মাতুল যদি দিতা বলিদান
মায়ের চরণে—

তপস্বিনী । বৎসে ! ধৈর্য্য ধর—শঙ্করী নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ কর্‌বেন । [নেপথ্যে পদশব্দ] এই যে বিপ্রদাস ফিরেছে ।

[বিপ্রদাসের প্রবেশ ও তপস্বিনীকে প্রণাম]

তপস্বিনী । বিপ্রদাস ! বল বল, কুশল সংবাদ বল । মা কানন-কালী তোমার মুখে ফুল-চন্দন বর্ষণ করুন । বীরেন্দ্রের কোথায় দেখা পেলে ?

চিঠি ঠিক্ দিয়েছ ? কি উত্তর দিয়েছে ? কই, দাও দেখি। চুপ ক'রে আছ যে ? তোমার সঙ্গে এসেছে বুঝি ? মন্দিরের প্রাঙ্গনে কি অপেক্ষা কর্ছে ? যাও যাও, শীঘ্র নিয়ে এস।

বিপ্রদাস। না মা ! আসেন নি।

তপস্বিনী। কেন এল না ? কাল আসবে বুঝি ? কাল যে অষ্টমী—জান না ? চিঠি ঠিক্ দিয়েছিলে ?

বিপ্রদাস। না মা ! তাঁর সন্ধান ক'র্তে পারি নি। সীতাকুণ্ডের কাছে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হ'ল—তার হাতে চিঠি দিয়ে দিয়েছি—আমাকে ত' অনুমতি করেছিলেন—সপ্তমীর মধ্যে ফির্তে। আজ সপ্তমী।

তপস্বিনী। তা বটে ! কিন্তু দেখা পেলে না কেন ? বীরেন্দ্রের কুশল ত ? যুদ্ধের কি হ'ল ? যুদ্ধ কি শেষ হয়েছে ? কার জয় হ'ল ? আবার কি বীরেন্দ্রের পিতৃরাজ্য স্থাপিত হ'বে ? অবশ্য হ'বে।

[দেবী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া]

কে তব মহিমা মাতঃ পারে লাঘবিতে
দানব দলনী তুমি ! কহ বৎস কহ,
কেমনে হইল রণ ? সে মহা আহবে
বীরেন্দ্র কি পশেছিল নির্ভয় হৃদয়ে ?
আশঙ্কায় কাঁপে বুক, কহ ত্বরা করি,
এ ভার হৃদয় হ'তে যাউক নামিয়া।

বিপ্রদাস। মা সে অপূর্ব্ব রণ—আমি দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ—তার কি পরিচয় দেবো ! তবে যুদ্ধের শেষে জলে স্থলে শূন্যে কেবল এক ধ্বনিই শুন্লাম—'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'।

'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'
প্লাবি রণস্থল উঠিল ভাসি।

'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'
উত্তরিল সিন্ধু-তরঙ্গ রাশি।
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'
হ'ল প্রতিধ্বনি পর্ব্বতময়
গাইলাম আমি করতালি দিয়া
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'।

তপস্বিনী। (উৎসাহে) জয় মা কানন-কালী! জয় কুলমাতা শঙ্করী! ধন্য বীরেন্দ্র! আজ তোমার নাম সার্থক হ'ল। কিন্তু বিপ্রদাস! তবে তুমি তার সন্ধান পেলে না কেন?

বিপ্রদাস। মা সে এক অদ্ভুত রহস্য! যুদ্ধ শেষে কুমার বর্ষাঘাতে ভীষণ আহত হয়ে মূর্চ্ছিত হন।

তপস্বিনী। (স-ভয়ে) বীরেন্দ্র আহত মূর্চ্ছিত?

কুসুম। মা! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

তপস্বিনী। (মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া) কুসুম! কুসুম! মা ওঠ ওঠ!

কুসুম। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) মা! মা! তার পর তার পর—কুমার—

বিপ্রদাস। বোধ হয় আঘাত তত সাংঘাতিক হয় নি—কারণ, তারপর কুমার যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন কেউ জানে না। ঠিক্ যেন ঝড়ের পর বিদ্যুৎ মিলিয়ে গেল। রণস্থলে হত-আহতের মধ্যে পাতি পাতি খোঁজা হ'ল—তাঁকে পাওয়া গেল না। বঙ্গেশ্বর তাঁর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত পাঠালেন—কেউ সন্ধান দিতে পার্‌লে না।

তপস্বিনী। তা হ'লে বীরেন্দ্র কুশলে আছে! জীবনের আশঙ্কা হয় নি। আচ্ছা বিপ্রদাস! তুমি যাও বিশ্রাম করগে—পথ-শ্রমে খুব শ্রান্ত আছ। [প্রণাম করিয়া বিপ্রদাসের প্রস্থান]

কুসুম। মা! কি হবে?

তপস্বিনী। কেন বাছা এত অধীর হচ্ছ? নিশ্চয় বীরেন্দ্র এতদিনে চিঠি

পেয়েছে। হয়ত আজই এসে পহুঁছিবে—কাল যে আস্‌বে তার কিছু ভুল নেই।

[বরকন্দাজের প্রবেশ]

বরকন্দাজ। দিদিমণি—পালকী, নৌকা সব তৈয়ার—আবি চল্‌নে হোগা। হুজুরকা জরুর হুকুম হ্যায়, কাল ফজির পহুঁছনা চাই। আবি চলিয়ে।

কুসুম। অমলাকে ডাক—আমি যাচ্ছি।

[বরকন্দাজের প্রস্থান]

মামার পুরাতন বরকন্দাজ। মা আমার কি হবে? কুমার যদি সময়ে উপস্থিত না হন্?

তপস্বিনী। মা! আমি তার উপায় ঠিক্ করেছি। এই জঙ্গলে এক্ রকম পাতা আছে—তার রস আঘ্রাণ কর্‌লে এমন মূর্চ্ছা হয়, ঠিক মনে হয় মানুষ মরে গেছে! পরে তিন চার ঘণ্টা পরে চৈতন্য ফিরে আসে, তখন আর পাতার প্রভাব কিছুই থাকে না। তোমার জন্য সেই পাতা সংগ্রহ ক'রে রেখেছি। তুমি গোপনে আঁচলে বেঁধে নাও—লগ্নের এক ঘণ্টা আগে ঐ পাতার রস খানিকটা আঘ্রাণ ক'রো।

কুসুম। মা আপনার পায়ে পড়ি আমার সঙ্গে চলুন—আমি যদি ঠিক্ মত না পারি, যদি ঠিক্ মূর্চ্ছা না হয়—একদিন থেকে ফিরে আস্‌বেন। কি বলেন মা?

তপস্বিনী। তা' বাছা তোমার স্নেহে এমন বশ হয়েছি, চল তোমার সঙ্গে যাই—আর একবার রঙ্গমতী দেখে আসি—বীরেনেরও ত' দেখা পাব!

কুসুম। মা!

তপস্বিনী। কি? বল!

কুসুম। মা! ভয় হচ্ছে—যদি মূর্চ্ছার পর আর চৈতন্য না হয়।

তপস্বিনী। তোমার কি ঠিক্ প্রত্যয় হচ্ছে না? তবে শোন মা! আমি বীরেন্দ্রের গর্ভধারিণী। পতি-পরিত্যক্তা হ'য়ে বনবাসিনী হ'য়ে আছি।

কুসুম। মা! মা! আপনি আমার সত্যিকারের মা! অজ্ঞান কন্যার অপরাধ ক্ষমা করুন। আর আমার কিছু ভয় নেই—আসুন মা আসুন।

তপস্বিনী। চল মা! দুর্গা দুর্গা শঙ্করী! [উভয়ের প্রস্থান]

পঠক্ষেপ

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রঙ্গমতী বন

তরুমূলে বীরেন্দ্র ও শঙ্কর উপবিষ্ট

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! অহো কিবা সুশীতল এই তরুমূল—
এই শিখর-সমীর!
কি অমৃত দগ্ধ দেহে দিতেছে ঢালিয়া।

শঙ্কর। কুমার! বৈশাখের দুপুর রোদ—খুব শ্রান্ত হয়েছ—একটু বিশ্রাম কর।

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! কি অদ্ভুত ফকির সেই সা সাহেব! কবে বাবা তাঁর কি সামান্য উপকার করেছিলেন, তার কি শোধই দিলেন। সেই অন্ধকার রাত্তিরে সেই গোলাবৃষ্টির মাঝখানে সমস্ত রণক্ষেত্র প্রদক্ষিণ ক'রে আমার মূর্চ্ছিত দেহ কোলে তুলে নিলেন, আর কত কষ্টে ফেনী পার ক'রে চম্পকারণ্যে নিজের আস্তানায় রক্ষা করলেন! আশ্চর্য্য!

শঙ্কর। কুমার! আমি যখন খুঁজে খুঁজে তোমাকে সেই দর্গায় ধরলাম, দেখলাম তুমি ক্ষত বক্ষে জ্বরাচ্ছন্ন হ'য়ে মূর্চ্ছিত র'য়েছ। আর সা সাহেব পাশে ব'সে তোমার শুশ্রূষা করছেন। শিবজী মহারাজের শিবিরে যে অমোঘ প্রলেপ শিখেছিলাম সেই সব লাগাতে, কুলমাতার কৃপায়, তোমার জীবন ধীরে ধীরে ফিরে এল। সা সাহেবের দোয়া!

বীরেন্দ্র। শঙ্কর ! চেয়ে দেখ—
মরি মরি ! কি সুন্দর, কি সুন্দর
প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি,
একটি রাজ্যের উপকরণ প্রচুর
অযতনে রয়েছে পড়িয়া !
ভাব দেখি—ওই শৃঙ্গোপরি
ধরিবে কি চারু শোভা উচ্চ দেবালয়
বিদারিয়া মেঘরাজ্য পবিত্র ত্রিশূলে।
বাজিবে সায়াহ্নে শঙ্খ কেমন গম্ভীরে,
কাংস্য, করতালি, ঘণ্টা, মৃদঙ্গের সহ !
চক্রে চক্রে কি সুন্দর কালিন্দীর নীরে
নামিবে সোপানাবলি ! আনন্দে প্রভাতে
গাহিবেক গঙ্গাষ্টক যবে বিপ্রগণ,
অবগাহি কালিন্দীর সুশীতল নীরে
কিবা ভক্তিরসে মন হইবে মগন।

শঙ্কর। ঠিক্ বলেছ কুমার !

বীরেন্দ্র। শঙ্কর ! কি শোভা হইবে বল
কালিন্দী উত্তর-তীরে, ওই শৃঙ্গে যদি,
বিরাজে কেতন-শীর্ষ নৃপতি-ভবন !
ধর্ম্মাধিকরণ শোভে যদি অন্য তীরে,
রক্ষিত ভীষণ দুর্গে ! ভেরীর ঝঙ্কারে,
দিবসের অষ্টযাম করিবে জ্ঞাপন ;
সায়াহ্নে, প্রভাতে যবে মৃদুল কিরণ
হাসিবে ব্যসনে রত সৈনিক কৃপাণে,
রক্ত বস্ত্রে, রক্ত অস্ত্রে, তুরঙ্গের গায়ে,

কি শোভা হইবে বল ! এই শৃঙ্গে যদি
হয় সুরচিত এক বিলাস-উদ্যান !
সঙ্গীতের তানে তানে নাচে শিশুগণ,
হাসে উচ্চহাসি যুবা ; যুবতী মধুরে ;
সঙ্গীতের তালে তালে, প্রেম আলাপনে
বিমুগ্ধ, সংসার চিন্তা হয় বিস্মরণ !
অহো কিবা কাল্পনিক চিত্র মুগ্ধকর !

শঙ্কর। কল্পনার চিত্র কেন ? সাধ হয় যদি
এইখানে রাজধানী কর না স্থাপন।
আসিছেন বঙ্গেশ্বর বরিতে তোমায়
পিতৃরাজ্যে, শুনিয়াছি—

বীরেন্দ্র। যবনের দান ? বাঁধিয়া গলায়
বরং উপলখণ্ড, কালিন্দীর নীরে
দিব ঝাঁপ। শুনিয়াছ নিজ কর্ণে তুমি,
করিয়াছি কি প্রতিজ্ঞা শিবজীর কাছে।
নাহি বহু দিন আর ; জ্বলেছে আবার
দাক্ষিণাত্যে শিবজীর সমর-অনল।
পুড়িছে পতঙ্গ মত বিধর্ম্মী যবন।
সে তীব্র অনলতাপে, বিধি অনুকূল—
ভারত-দাসত্ব পাশ, ভস্মশেষ প্রায়।
ওই শুন ওই শুন নীলাদ্রির শিরে
বাজিছে সমর-ভেরী ; সেই ভেরী নাদে
বীরধাত্রী রাজস্থান উঠিছে নাচিয়া,
প্রতিধ্বনি শুনি তার পঞ্চনদতীরে
জাগিয়াছে নানকের বীর শিষ্যগণ।

সমগ্র ভারতবর্ষ আসমুদ্র গিরি
'জয় মা ভবানী' বলি উঠিছে গর্জ্জিয়া ;
উড়িছে উল্লাসে দেখ নীল গিরি 'পরে
রতন ত্রিশূল-বক্ষ রক্তিম কেতন
বীরবর শিবজির। ত্রিশূল বিভায়
মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র পাংশুল মলিন
হইতেছে ক্রমে ক্রমে ! নহে বহুদিন—
যবনের অর্দ্ধচন্দ্র হবে অস্তমিত,
উড়িবে দিল্লীর দুর্গে ত্রিশূল কেতন।
ভারতের দুর্গে দুর্গে অচলে অচলে
জ্বলিছে যে বীর্য্যবহ্নি, ঝলসি নয়ন,
নাহি বহুদিন আর, সেই বহ্নিশিখা
বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে দেখা দিবে যবে,
ভস্মিয়া মোগল রাজ্য, জ্বালি' ভীমানল
পূরব-অচল শিরে, দিব আবাহন
সেই বীর বৈশ্বানরে। দুই মহানল
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে নিভিবে যখন,
বঙ্গের যবন রাজ্য হইবে স্বপন।
সেই দিন—সেই দিন বলিও শঙ্কর—
'এইখানে রাজধানী করহ স্থাপন'।
কিন্তু সেই মহাব্রত, কবে সমাপন
হবে বল ? হইবে কি ? হইবে কি ?
নাহি জানি হায় ! আজ কয়দিন হ'তে,
অমঙ্গল ছায়া এক হৃদয়ে সঞ্চার
হইল কেমনে। কত চাহি ভাসাইতে

কিন্তু ভগ্নতরী মত নিরাশা-সাগরে,
ক্রমে ক্রমে এ হৃদয় যেতেছে ডুবিয়া।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মানস-আকাশে
ঘোর ঘন ঘটা। কোন ভীষণ রাক্ষস
আসিছে গ্রাসিতে যেন হৃদয় আমার!
যেই দিন সেই পত্র দিলা তুমি করে,
সেই দিন হ'তে হায়! কে যেন আমার
হরিয়া মানস-রাজ্য, গিয়াছে রাখিয়া
নিবিড় তামস রাশি—
"অষ্টমী নিশিতে"
লিখিয়াছে কুসুমিকা—'অষ্টমী নিশিতে
নাহি দেখা দাও যদি, দেখিবে না আর
অভাগিনী কুসমেরে'—
আজি সে অষ্টমী তিথি। মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত
যত যাইছে বহিয়া, যাইছে শুষিয়া
জীবন-শোণিত মম। দেখিতে দেখিতে
পড়িছে ঢলিয়া রবি অস্তাচল শিরে।
চল বৎস, চল; কিন্তু চলিতে চরণ
নাহি চলে, অচলাঙ্গ অমঙ্গল-ভারে।
সংখ্যাতীত শত্রু মধ্যে পশিতে একাকী,
একটি—একটা কেশ কাঁপে নাই যার,
আজি তার এই দশা! চল, বৎস! চল।

শঙ্কর। এ কেমন উন্মত্ততা!
কেমনে চলিবে পদ? সপ্ত দিবানিশি
ক্ষত বক্ষে জরাচ্ছন্ন আছিলা মূর্চ্ছিত;

হয়েছিল প্রায় তব জীবন সংশয় !
দুই দিন মাত্র আজি পেয়েছ চেতন ;
নিষেধিনু কত, তবু উন্মত্তের মত
চলিলে এ দীর্ঘ পথ। কাঁদিছেন বৃদ্ধ
পিতা তব, নাহি দিলে জানাতে তাঁহারে।
পিতৃ-স্নেহ, রাজ্য-আশা, দুর্ল্লভ জীবন,
সকল সংসার, নাহি বুঝিনু কেমনে,
একটি বালিকা-তরে দিলে বিসর্জ্জন !
ললাটের ঘর্ম্ম বিন্দু এখনো ললাটে
রহিয়াছে, তিলমাত্র না করি বিশ্রাম,
এই দীর্ঘ পথ বল চলিবে কেমনে ?

বীরেন্দ্র। কি বলিলে শঙ্কর ?
'উন্মত্ততা বালিকার তরে' ?
শঙ্কর !
আমার জীবন যদি মানব জীবন—
না জানি স্রষ্টার ইহা সৃজিয়া কি ফল ?
কি ফল অর্পিয়া তৃণ সমুদ্রের স্রোতে,
নিক্ষেপিয়া শুষ্ক পত্র প্রভঞ্জন আগে।
আশৈশব মাতৃহীন, মায়ের আদর
জননীর স্নেহধারা, দুর্ভাগ্য জীবনে
পাই নাই কোন দিন ; 'মা' 'মা' ডাকিবার
সাধ কভু পুরে নাই দুঃখের জনমে।
প্রথম যৌবনে, ছাড়ি' জন্মভূমি, দিনু
বিদেশ-সমুদ্রে ঝাঁপ, ত্যজিয়া জনকে।
কুসুমিকা-বল্লরীর কোমল বেষ্টন

—কৈশোরের, যৌবনের একমাত্র সুখ—
ঘুচাইয়া দৃঢ় বলে গেনু বারাণসী।
কি হইল পরে ?
ঘোর দুরাকাঙ্ক্ষা-স্রোতে গেলাম ভাসিয়া।
কোথায় ?　কতই দুর্গ করিনু নির্ম্মাণ
আকাশে, কতই স্বপ্ন দেখিনু জাগিয়া,
জান তুমি সব।　কিন্তু যেথায় যখন,
সেই বালিকার মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপিত
—ধরাতলে সেই দেবী উপাস্যা আমার!
কিন্তু পাইব কি তারে ?—পবন-তাড়িত
ওই কালিন্দীর ক্ষুদ্র হিল্লোলের মত
সব আশা আজি যেন যাইছে মিশিয়া।

[ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান]

একি !　অতীত বেলা তৃতীয় প্রহর—
শঙ্কর !　সত্বর চল।

শঙ্কর।　চল।

[বীরেন্দ্র দ্রুতপদে চলিলেন—শঙ্কর পশ্চাতে]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রঙ্গমতী বনের অপরাংশ

(বেঞ্জামিনের প্রবেশ)

বেঞ্জামিন।　বাঃ কি বিষম টান!　কি রূপের মোহ!　আমি বেঞ্জামিন, মনে কর্‌তাম, হৃদয়ের সমস্ত কোমল বৃত্তি উৎপাটন করেছি—কিন্তু

কই ? একটা ক্ষুদ্র বালিকা আমায় টেনে নিয়ে চলেছে। কুসম ! কুসম ! বলিহারি তোমায় ! আমাদের কবিরা যে বলেছেন, সুন্দরী রমণী অদৃশ্য সুতোয় মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে, সে কথা দেখ্‌ছি খুব ঠিক্। কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! স্বর্গের হুরীও এর চাইতে সুন্দর নয়,—কখনই নয় ! মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে হারলাম—সব ফৌজ, সব রণতরী ধ্বংস হ'ল, মগ আরাকানি নিজের মুলুকে পালাল—সায়েস্তা আমার মুণ্ডের উপর মূল্য ঘোষণা করলে, আমাকে জীবিত কি মৃত অবস্থায় বন্দী কর্‌বার জন্য গ্রামে, গঞ্জে, বনে, বন্দরে দলে দলে সিপাই প্রেরিত হ'ল—আমার জীবন একেবারেই নিরাপদ নয়—এ সব জানি, সব বুঝি—তথাপি চলেছি, রঙ্গমতীর অভিমুখে। কেন ? কিসের টানে ? কুসম ! তোমায় একবার দেখ্‌ব ব'লে—একটি-বার তোমার অধরে একটী চুম্বন মুদ্রিত কর্‌ব ব'লে ? যিশু মেরি ! সে আশা কি আমার পূর্‌বে না ? (একটু চিন্তার পর) আর যা হ'ক—সেই পথের কাঁটা বীরেনটাকে উৎপাটন করেছি—যুদ্ধ শেষে সেই অমোঘ বর্ষাঘাতের পর তার যে পতন, সেই মরণ। হাঃ হাঃ হাঃ ! বেঞ্জামিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে ? যুদ্ধে জয়ী হও, হও—কিন্তু প্রণয়ে ? কখনই না। এখন নরকের আগুনে পুড়ে কুসুমিকার সরস মুখখানি চিন্তা কর। (কিছুক্ষণ চিন্তার পর) গন্‌জেলো সংবাদ দিয়েছে—অষ্টমীর রাত্তিরে বিবাহের ঠিক্ হয়েছে। আজ সেই অষ্টমী। ঠিক সময়ে পহুঁছিতে পার্‌ব ত' ? চারিদিকে আমার জন্য সিপাই ঘুর্‌ছে—ধরা পড়বার ভয়ে তাই পথ ছেড়ে বিপথে—চোরপথে,—পাব দণ্ড ধ'রে এ জঙ্গল অতিক্রম কর্‌তে হচ্ছে—ঠিক সময়ে পহুঁছিব ত' ? গন্‌জেলো লিখেছে আমি না গেলে সে ভৈরব রায়ের বাড়ী আক্রমণ কর্‌বে না—কুসুমিকাকে হরণ কর্‌বে না ! যদি আমার দেরি হ'য়ে যায়—যদি তার আগে বিবাহ শেষ হ'য়ে যায়—মর্কট রায় কুসুমিকাকে

নিয়ে সট্‌কে পড়ে? ও নরাধমকে তিলার্দ্ধ বিশ্বাস নেই। ও কি কথা ঠিক্ রাখবে—বিশেষতঃ যুদ্ধের খবর এতদিনে সেখানে নিশ্চয়ই পহুঁচেছে। কি উপায় করি? মর্কট! সাবধান! যদি প্রতারণা কর, এই অসি তোমার বুকের রক্ত পান কর্‌বে। (অসি নিষ্কাষণ) জঙ্গলের এ দিক্‌টা বড়ই নিবিড় ঠেক্‌ছে—কোন পদচিহ্নও দৃষ্ট হচ্ছে না।

[চিন্তিত ভাবে অবস্থান]

[কাঠুরিয়ার প্রবেশ]

বেঞ্জামিন। হ্যাঁ হে রঙ্গমতী যাবার কি এই পথ?

কাঠুরিয়া। সাহেব! রঙ্গমতী যাবে? এ পথে এলে কেন? এখান থেকে যে খুব দ্রুত গেলেও পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।

বেঞ্জামিন। বল কি? আমাকে যে রকমেই হোক্ তিন ঘণ্টার ভিতর পহুঁছিতেই হবে।

কাঠুরিয়া। খুব জরুরি?

বেঞ্জামিন। তুমি কোন চোরপথ জান না? আমাকে নিয়ে চল—ইনাম পাবে। [মুদ্রা প্রদান]

কাঠুরিয়া। বেশ সাহেব চল—যদি খুব দৌড়ে চল্‌তে পার তবে সাড়ে তিন ঘণ্টায় পহুঁছিলেও পহুঁছিতে পার।

বেঞ্জামিন। বেশ! এস এস। [উভয়ের দ্রুতবেগে প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রঙ্গমতী

ভৈরব রায়ের বাটীতে বিবাহ-সভা সজ্জিত।

বরবেশে মছলন্দের উপর উপাধানে অঙ্গ হেলাইয়া ঢেঁকি পঞ্চানন।

ভৈরব রায়, মর্কট রায়, সভাসদ্‌গণ ও নর্ত্তকীগণ।

ভৈরব রায়। আজ বড় আনন্দের দিন—বাইজি! একটু নাচ গান কর। আহা! কুসমের এমন বিয়ে তার বাপ দেখ্‌তে পেলে না। হয়ত আকাশ থেকে দেখ্‌ছে। তা দেখুক দেখুক—আমার হাতে মেয়ে সঁপে দিয়ে গে'ছিল—কি রকম সদ্‌বংশের কুলীন পাত্র ঠিক করেছি—

সভাসদ্। আর মামাবাবু বিবাহ-সভা কেমন সাজিয়েছেন—কত ফুল—কত মশাল—ঠিক্ যেন ইন্দ্রপুরী।

মর্কট। তা' যে যাই বলুক দাদা! কুসমের বরটি কুলে ত' কথাই নেই—দেখতেও মন্দ নয়। হলেই বা একটু স্থূলকায়—নিত্যি অত মণ্ডা খেলে আমরাও মোটা হয়ে পড়তাম্। ব্রাহ্মণো মধুরপ্রিয়ঃ—হবেই ত'—পাঁচু ঠাকুরটি সদ্ ব্রাহ্মণ কিনা!

সভাসদ্। তা আর বল্‌তে—এই শুদ্ধ শ্রোত্রিয়—কাপের কাপ। কুল বল্‌তে কুল! আর দেখুন না বরটি কেমন মছলন্দ জুড়ে বসেছে। এই ত' চাই। একেই বলে 'বপু নয়, কলেবর'!

মর্কট। তা বয়স্য! বলেছ ঠিক্! কই বাইজি বিবি—এমন আমোদের দিনে চুপ ক'রে রইলে যে? গান কই? নাচ কই?

বাইজি। কি গাইব ফরমাস করুন।

মর্কট। সেই যে সেই গানটা তোমার—'সুধা পিও পিও বঁধু প্রাণ ভরে'।

বাইজি। যা' অনুমতি।

(নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও গীত)

সুধা পিও পিও বঁধু ! প্রাণ ভরে
ঐ ঝর ঝরে দেখ মধু ঝরে।
মধুর যামিনী
মধুরা কামিনী
মধুর বধূর আহা অধর খানি
কুসুম সুবাসে, আজি মধু মাসে
মিটাও ক্ষুধা বঁধু ! হৃদে ধরে।

পঞ্চানন। বহুৎ আচ্ছা বিবিজান ! বড় মিঠে গেয়েছ। আর একটা শোনাও চাঁদ !

মর্কট রায়। হ্যাঁ—হ্যাঁ বাইজি—আর একটা গাও।

(নর্ত্তকীগণের পুনরায় নৃত্য ও গীত)

দেখ্‌ব কবে শ্যামের বামে গৌর-বরণী রাইকিশোরী
কালরূপে আলো ক'রে (শ্যাম) পর্‌বে কবে ছাঁদন দড়ি ?
রূপের তেজে ভ্যাকা হ'য়ে
পাঁচু ঠাকুর রবে চেয়ে
কপির গলে কণ্ঠমালা সাজবে ভাল বলিহারি !
হাঁদা পেট, যমের ভুল
বোঁচা নাকে শোভা অতুল
কার পাতে হায় কি যে পড়ে, তোমার ভাগ্যে এমন নারী !

পঞ্চানন। এ কি রকম বেসুরো ওঠালে বাইজি ! পিত্তি যে তিতিয়ে দিলে বিবি !

মর্কট। না হে—বে'র বাসরে শালীরা ঠাট্টা করে জান না?—ও শালী তোমায় ঠাট্টা করেছে।

পঞ্চানন। ও তাই নাকি—তা বেশ বেশ!

মর্কট। ভৈরব দাদা আর লগ্নের দেরি কত?

ভৈরব। আর বেশী দেরি নেই—এই আধ ঘণ্টার কিছু অধিক।

মর্কট। (স্বগত) এতক্ষণে ত' গনজেলোর সিপাই নিয়ে ছদ্মবেশে আসা উচিত ছিল—তার বখত ত' উত্তরে গেছে। দেরি কর্‌ছে কেন? চার হাত এক হ'বার আগেই রুক্মিণী-হরণটা সমাধা হ'লে ভাল হ'ত না?

ভৈরব। ছোটরাজা! অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাব্‌ছ? শুন্‌লে না লগ্নের প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি।

মর্কট। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বই কি—ভাবছিলাম শুভ কাজটা শীঘ্র সম্পন্ন হ'লে হ'ত না।

ভৈরব। শোন কথা!—ছোটরাজার কি ইচ্ছা লগ্নের পূর্ব্বেই বিবাহ সমাধা হয়।

মর্কট। (অন্যমনস্ক ভাবে) তা কেন? তা কেন?

[নেপথ্য হইতে বামাকণ্ঠে ক্রন্দনের শব্দ—ওমা একি হলো গো? হা কালী কি কর্‌লে, হা কালী কি কর্‌লে]

মর্কট। ভৈরব দাদা! অন্তঃপুরে হঠাৎ কান্নার শব্দ উঠ্‌ল কেন? কি হ'ল? কারুর কিছু ভালমন্দ হল না কি?

[নেপথ্য হইতে—আ হাঃ কুসম—এত সাধের কুসম—অদিনে শুকিয়ে গেল—আর ত' নড়ছে না—ও মা কি হ'ল।]

[নর্ত্তকী ও সভাসদ্‌গণের সভা ত্যাগ]

[বেগে দাসীর প্রবেশ]

দাসী। কর্ত্তা মশায়! শিগ্‌গির আসুন শিগ্‌গির আসুন। সর্ব্বনাশ হয়েছে—কুসম দিদিমণি মারা পড়েছে।

ভৈরব। সে কি রে—এ কখনও হয়?

মর্কট। অসম্ভব কি? এ বিবাহে ত' তার মত ছিল না—কি কর্‌তে কি ক'রে বসেছে। চল দেখা যাক্।

ভৈরব। কিন্তু যাই হোক্ দাদা—আমার পাওনাটা যেন মারা না যায়। আমার সর্ত্ত ত' আমি ঠিক ঠাক পালন করেছি।

মর্কট। সে জন্যে ভেব না—এখন চল কি ব্যাপার দেখা যাক্‌গে।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চানন। এখন বর কি করে? কনে ত' চম্পট—বর কি ব'সে ব'সে আলো গুন্‌বে? একবার উঠে দেখব না কি? আমারই ত ক'নে! হাঃ হাঃ আমারই কনে বটে! আর যাই হোক্, মর্কট পেট ভরিয়ে মণ্ডা খাইয়েছে তো', তার ত্রুটী নেই। একবার উঠে দেখ্‌তে হ'ল কিন্তু যদি গড়িয়ে পড়ে যাই—(কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিয়া) পঞ্চানন! ত্বরা করবার চেষ্টা ক'রো না। এ নধর ভুঁড়িটি সর্ব্বদা সাবধান—ধীরে পাঁচু ধীরে! [প্রস্থান] [নেপথ্যে বামাকণ্ঠে ক্রন্দনের শব্দ]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রঙ্গমতীর সন্নিকটে বনপথ

বীরেন্দ্র ও শঙ্কর

বীরেন্দ্র। শঙ্কর! পথশ্রমে খুব কি শ্রান্ত হ'য়েছ? বোধ হয় আর বেশী দূর চল্‌তে হবে না—রঙ্গমতী নিকটেই।

শঙ্কর। কুমার! তুমি যদি শরীরের এই অবস্থায় এখনও চল্‌তে প্রস্তুত থাক—আমি থাকব না? চল।

বীরেন্দ্র। ঠিক্ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা যে মন্দিরের ভগ্নশেষ ফেলে এলাম, ও কার মন্দির?

শঙ্কর। বলেশ্বর-তীরে মহাবলেশ্বরী কালী মন্দির!

ওই মূর্ত্তি—
স্থাপিলা যে দিন তব বৃদ্ধ পিতামহ
শুনিয়াছি লোকমুখে, হ'ল সেই দিন
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, মহা কোলাহলে
ডাকিল দিবসে শিবা, রক্ত-বরিষণ
হ'ল রাজ্যে, মহামারী দিল দরশন।
কালের করাল ছায়া, সেই দিন হ'তে
ছাইল রাজ্যের শির—

বীরেন্দ্র। সত্য নাকি?
বুঝিলাম, কেন বক্ষ কাঁপিল আমার
চাহিয়া সে ভগ্নশেষ অট্টালিকা পানে।

শঙ্কর! দেখ অষ্টমীর সন্ধ্যা ক্রমে ঘনাইয়া এল—বনের মধ্যে অন্ধকার জমাট হয়ে উঠল।

[আকাশের দিকে চাহিয়া] (কালীমূর্ত্তি প্রকাশ)
একি একি!—দেখ দেখ, তমোরাশি হ'তে
ভাসিয়া উঠিছে—কালী মহাবলেশ্বরী।
ভীষণ মূরত্তি শ্যামা,—ঝর ঝর ঝরে
সদ্যছিন্ন-শির নরকর-কাঞ্চী হ'তে
উষ্ণ রুধিরের ধারা—লেলিহান জিহ্বা
আনন্দে সে রক্তধারা, ছিন্ন গ্রীবা হ'তে

করিতেছে পান ; ভীমা হাসে খল খল ;
সৃক্কণী বহিয়া সদ্যঃ শোণিতের ধারা
ঝরিতেছে—ঝরিতেছে মুণ্ডমালা হ'তে,
শ্যামাঙ্গে বিজলী ছটা করিয়া বিকাশ।
শঙ্কর! শঙ্কর! দেখ কি ভয়ঙ্কর!

[মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল]

শঙ্কর। কুমার! তোমার দুর্ব্বল শরীরে পথশ্রমে দৃষ্টি-বিভ্রম হয়েছে। আর কিছু না। চল। [দূরে ক্রন্দনের শব্দ শ্রুত হইল]

বীরেন্দ্র। (চমকিয়া) শঙ্কর! শঙ্কর! শোন কিসের ক্রন্দন।

শঙ্কর। (শুনিয়া) কই? রোদনের শব্দ ত' নয়—বনে ঝিল্লীর রব ঝঙ্কৃত হচ্ছে। কুমার! তোমার শোনবার ভ্রম।

বীরেন্দ্র। (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া) না শঙ্কর! ভ্রম নয়—ঐ শোন, বামা-কণ্ঠের ক্রন্দন—বেশ বুঝা যাচ্ছে—কখনই ভ্রম নয়।

শঙ্কর। (শুনিয়া) ঠিক বলেছ কুমার! স্ত্রীলোকের রোদন-ধ্বনিই বটে—রঙ্গমতীর দিক থেকে আস্‌ছে।

বীরেন্দ্র। কার এ ক্রন্দন-ধ্বনি? কুসুমিকার কিছু অমঙ্গল হয়েছে না কি?—শঙ্কর! শঙ্কর! শীঘ্র চল। [উভয়ের বেগে প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাঘব রায়ের বাটীর অন্তঃপুর

কুসুমিকা মূর্চ্ছিতা অবস্থায় শায়িতা—চতুর্দ্দিকে পুরমহিলাগণ

প্রথমা মহিলা (মোক্ষদা)। দেখ্‌ত বোন্ বিন্দু! কোন কি জীবনের চিহ্ন পাস্? কান্নার ঢের সময় পাবি—এখন একটু কান্না রাখ।

দ্বিতীয়া মহিলা (বিন্দু)। [চক্ষু মুছিয়া] আর ভাই জীবনের চিহ্ন ? একটু নিশ্বেস পড়ছে না—একটু বুক ধুক্ ধুক্ করছে না। দেখনা অঙ্গ একেবারে হিম—চোখ্ শিব-নেত্র হ'য়ে উপরে উঠে গেছে—দাঁতে দাঁত পড়ে গেছে। মাগো কি হবে গো !

তৃতীয়া। ওগো কেন মিছে জটলা কর্‌ছ—প্রাণ অনেকক্ষণ দেহ ছেড়ে চলে গেছে। ভৈরব কাকা ও ছোটরাজা অনেকক্ষণ নাড়ী ধ'রে পরীক্ষা ক'রে গেল—শোননি বল্লে 'সব শেষ, বদ্দি ডেকে কি হবে'।

প্রথমা (মোক্ষদা)। যাই হোক্ একবার বদ্দিটা ডাকালে হ'তো—কিছু আপশোষ থাক্‌ত না।

দ্বিতীয়া (বিন্দু)। মোক্ষদা দিদির যেমন কথা—বলে 'মূলে নেই তার পুত্তুর শোক' !

প্রথমা (মোক্ষদা)। আহা অল্পভুগী—নহিলে বিয়ে হয় হয় এমন সময় মারা যায়—যদি আধ ঘণ্টাও আর বাঁচত, আইবড় নাম তবু খণ্ডে যেত।

দ্বিতীয়া (বিন্দু)। তা যা বলো বোন্, কুসুম মরেছে না জুড়িয়েছে। এমন সোনার পিরত্তিমা—এই কদাকার বরের সঙ্গে ঘর ক'র্‌তে হ'ত। ছিঃ! দেখ মরণের কোলে শুয়েছে কিন্তু রূপ একটুও টস্‌কায় নি। একেই বলে সুন্দরী !

প্রথমা (মোক্ষদা)। বিন্দু! তোর যেমন কথা। বলে মার ভাই মামা, যা বুঝে দিলে, তাই মাথায় তুলে নিতে হবে। মেয়ে মানুষের অত বাছাই করা কি রে ?

দ্বিতীয়া (বিন্দু)। কি জানি ভাই, তবে কুসুমের জন্যে বড় দুখ্‌খু হয়।

[নেপথ্যে পদশব্দ]

তৃতীয়া। এ কা'রা অন্দর মহলে আস্‌ছে ?—চল আমরা ও ঘরে যাই।

তপস্বিনী মার ধ্যান-জপ কি এখনও শেষ হয় নি? চল তাঁকে ডাকিগে।　　　　[সকলের প্রস্থান]

[দ্রুতপদে বীরেন্দ্রের প্রবেশ—পশ্চাতে শঙ্কর]

বীরেন্দ্র। এই যে কুসুম! যা শুন্‌লাম তাই ত' বটে।

আহাঃ! সুষমার ছবি
পড়ি' আছে কুসুমিকা কৌমুদী-প্রতিমা।
একটি বীণার তান নিশীথ বিপিনে
যেন মূর্ত্তি ধরি। একখণ্ড চন্দ্র-রশ্মি
পথভ্রষ্ট পড়ে আছে আঁধার কাননে!
কুসম! কুসম!

[কুসুমিকাকে কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন]

[মাটিতে রাখিয়া উঠিয়া] কুসম! উত্তর দাও। আমি বীরেন্দ্র—কুসম! কুসম!—সব শেষ!

কুসম! জীবনের এত আশা, এত ভালবাসা
ফুরাল কি এইরূপে? এইরূপে হায়!
বনে উঠি, বনে ফুটি, ঝরিল কি বনে!
ওঃ! ওঃ!

[বীরেন্দ্রের ক্ষত বক্ষ হইতে রক্ত ছুটিল—মূর্চ্ছিত হইয়া বীরেন্দ্র পড়িতেছিলেন—তপস্বিনী ছুটিয়া আসিয়া 'বীরেন', 'বীরেন' বলিয়া ধরিয়া কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

কুসুমিকা। [সহসা মূর্চ্ছান্তে উঠিয়া]

কুমার! কুমার!
নাথ! কুসুমিকা তব মরে নাই।

অভাগিনী আছিল মূর্চ্ছিতা
এড়াইতে হায়! এই সমূহ বিপদ্,
ঘ্রাণি' তাপসীর দত্ত মোহ-পত্রাবলী!

[বীরেন্দ্রের গাত্রে রক্ত দেখিয়া]

হায় নাথ! একি একি?
অকরুণ বিধি,
এই কি লিখিলা শেষে কপালে আমার?
প্রাণনাথ! দেখ তব খেলার সঙ্গিনী,
কৈশোরের উপাসিকা, যৌবনের দাসী,
আদরের কুসুমিকা ডাকিছে তোমায়।
চেয়ে দেখ একবার মেলিয়া নয়ন।
অনাথা বালিকা কাঁদে পদতলে তব—
মুছাও আদরে তার নয়নের জল।
তুমি না মুছালে নাথ! কে মুছাবে আর?

[বীরেন্দ্র কষ্টে চক্ষু চাহিলেন]

বীরেন্দ্র। কুসম—আমার জীবন-আরাধ্যে!

কুসুমিকা। দাসী চরণে তোমার!
বেড়াইলে দেশে দেশে যে মায়ের খেদে
শিয়রে বসিয়া সেই জননী তোমার,
দেখ নাথ চক্ষু মেলি—

বীরেন্দ্র। মা—মা— কু—সম!—কু—সম! [মৃত্যু]

শঙ্কর। [চক্ষু মুছিয়া] বাবা বীরেন! আর একবার দেখ—আর একবার ডাক। না—না, আর ডাক্‌বে না, আর দেখবে না—সব শেষ।

কুসম। নাথ! চলে গেলে?—আমাকেও সঙ্গে নাও—দীর্ঘপথ—ওঃ!

[বীরেন্দ্রের দেহের উপর পতন ও মৃত্যু। তপস্বিনী নীরবে উভয়ের মৃতদেহ কোলে তুলিয়া বসিলেন]

শঙ্কর। আহা দুজনের প্রণয়-আশা এত দিনে পূর্ণ হল—অপূর্ব্ব মিলন! বীরেন! ঘুমালে বাপ্! কুসমও ঘুমিয়েছে।

হায়! হায়! এক বৃন্তে,
ফুটে ছিল দুটি ফুল সংসার-উদ্যানে,
এক সঙ্গে দুটি ফুল পড়িল ঝরিয়া!
এমন পবিত্র ফুল, এমন নির্ম্মল,
এমন সুন্দর যদি থাকিত ফুটিয়া
মানবের ইতিহাস হ'ত রূপান্তর,
হইত না এ সংসার কণ্টক-কানন।

[তপস্বিনীর প্রতি] মা! ওঠ—ওঠ—বিধাতার বজ্র মাথা পেতে নাও।

তপস্বিনী। মা শঙ্করী! এই কর্‌লে মা—ভিখারিণীর একটী রত্ন ছিল তাও কেড়ে নিলে মা! আজ কুড়ি বৎসর তোমার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছি—তার এই ফল দিলি পাষাণি! ওঃ ওঃ!

[পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

শঙ্কর। মা! মা! কাঁদ মা কাঁদ মা!—একি তোমার অচঞ্চল শরীর, স্থির দৃষ্টি—স্তব্ধ নিশ্বাস! মা! মা!

তপস্বিনী। (উচ্চ হাসি হাসিয়া) হোঃ হোঃ হোঃ এই যে আমার কোলের বাছা! আহা পাঁচ বছর বয়সে ছেড়ে গেছি—বীরেন এতদিনে বেশ বড়টি হয়েছে ত'। তা ঘুমুচ্ছ বাবা! ঘুমোও ঘুমোও। কে রে শব্দ করে? চুপ চুপ! বাবা! লাল পোষাক পরেছ—হাঁ হাঁ তোমার যে আজ বিয়ে। দেখি দেখি কনেটির মুখ দেখি!

আহা ! দিব্যি মেয়েটিত'—যেন ফুটফুটে লক্ষ্মী ঠাকরুণ। বেঁচে থাক মা ! বেঁচে থাক। চির এওস্ত্রী হও—পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের নোয়া ক্ষয়ে থাক্—দেখো মা যেন সতীন না হয় ! বড় জ্বালা গো সতীনের বড় জ্বালা ! তা বর-কনে এক বিছানায় শুয়েছ—শোও শোও জন্ম জন্ম শোও। বালাই ? কেন শোবে না ! আজ যে তোমাদের ফুলশয্যা ! (রক্ত দেখিয়া) তা বরকনে দুজনেই লাল ফুল ছড়িয়েছ কেন ?—জবা—রক্তজবা। সে কি মা ! তোমার বাবার বাগানে কি সাদা ফুল নেই—ফুলশয্যায় যে সাদা ফুল পর্‌তে হয় মা ! তা আমি এনে দিচ্ছি—ঘুমোও ঘুমোও। সাদা ফুল গো সাদা ফুল !

[পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান]

শঙ্কর। হা হতবিধি ! [প্রস্থান]

[পটান্তর]

বিপর্য্যস্ত বিবাহ-সভাগৃহে বেঞ্জামিন ও গনজেলো

বেঞ্জামিন। একি ভয়ঙ্কর কথা শুনি গনজেলো—কুসুমিকা নাই ! যার জন্যে জীবন তুচ্ছ ক'রে, মোগল সৈন্যের সতর্ক অন্বেষণ ব্যর্থ ক'রে, এই শত্রুপুরী রঙ্গমতীতে এলাম—সেই কুসুমিকা নাই !

গনজেলো। সবই বিধাতার মর্জি ! বরের কদাকার মূর্ত্তি দেখেই বিবি মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন, পরে বীরেন্দ্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে অনন্ত নিদ্রায় ঢ'লে পড়লেন—সেই অন্তিম ভেরীর শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙ্‌বে—তার আগে নয়।

বেঞ্জামিন। বীরেন্দ্র ? আমার বর্ষাঘাতে ত' ফেনীর তীরে তার পঞ্চত্ব হয়েছিল—সে এখানে এল ? বোধ হয় আমার সঙ্গে শত্রুতা সাধ্‌বার জন্যে গোর থেকে উঠে এসেছিল।

গনজেলো। না হুজুর! আহত অবস্থায় বিবিকে দেখ্‌বার জন্যে এতদূর চলে এসেছিল।

বেঞ্জামিন। যাক্ এবার নির্ঘাত যমালয়ে গেছে ত' ?

গনজেলো। নিশ্চয়!

বেঞ্জামিন। আর সেই বর আর মর্কট রায়—যে এই বে'র ঘটক—তারা কি পালিয়েছে ?

গনজেলো। না হুজুর কেউ পালাতে পারে নি! আমার ছদ্মবেশী অনুচরেরা দু'জনকেই বন্দী ক'রে রেখেছে—আর এ বাড়ীও ঘেরাও করেছে।

বেঞ্জামিন। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!—যারা কুসমের মৃত্যুর কারণ তাদের চাই।

গনজেলো। এই আনছি হুজুর! [প্রস্থান]

বেঞ্জামিন। কুসম! এ জন্মে তোমায় পেলাম না। যদি পর-লোক থাকে, সেখানে তোমায় নয়ন ভ'রে দেখব।

[বন্দী অবস্থায় পঞ্চানন ও মর্কট রায়কে লইয়া গনজেলোর প্রবেশ]

পঞ্চানন। দোহাই সাহেব! আমার কিছু কসুর নেই—আমায় মারবেন না। এই মর্কট রায় আমায় মণ্ডার লোভ দেখিয়ে বর সাজিয়ে এনেছিল—সম্ভ ছিল কনে ওর কোলে তুলে দেবো—আমায় আধ মণ মণ্ডা দেবে।

বেঞ্জামিন। [মর্কটের প্রতি] বিষ্ঠাভোজী কুক্কুর! দেবতার অমৃতে তোর লোভ—এই নে (অসি বাহির করিয়া) স্বস্থানে যা—নরকই তোর উপযুক্ত স্থান।

মর্কট। মেরোনা সেনাপতি—আমি নির্দোষ!

পঞ্চানন। না সাহেব। ঐ পাপিষ্ঠই সকল অনিষ্টের মূল। আমার মরুব্বি মোহন্তকে ঐ মেয়ে বেচবে ব'লে কড়ার করেছিল।

বেঞ্জামিন। নরাধম ! তোর পাপের ফিরিস্তি ক'র্‌বে কে ? গনজেলো ! এই পেটুক বিট্‌লেটাকে ছেড়ে দাও—আর ঐ বিশ্বাসঘাতক মর্কট রায়কে বেঁধে রাখ—ওকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব।

গনজেলো। যে আজ্ঞা হুজুর !

পঞ্চানন। বাবা ! খুব বেচে গেছি—এই নাকে কাণে খত—মণ্ডা ছাড়া যদি আর কারুর তক্‌রারে থাকি। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে অস্ত্রধারীর পদশব্দ]

বেঞ্জামিন। এ কারা ? বোধ হয় আমার সন্ধান পেয়ে ধ'রতে আস্‌ছে—আসুক্‌। আমি প্রস্তুত।

[সায়েস্তা খাঁ, দিলিব খাঁ ও অস্ত্রধারী সৈনিকগণের প্রবেশ]

সায়েস্তা। দিলির ! এই সেই ফিরিঙ্গি জলদস্যু। তোমার গুপ্তচর ঠিক্‌ খবরই দিয়েছিল। রক্ষিগণ ! শীঘ্র একে বন্দী করো।

[রক্ষীরা বন্দী করিল]

দিলির ! খোদার কি মর্জি ! কোথায় বীরেন্দ্রকে চট্টলের সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'র্‌তে এলাম—কিন্তু একি শুনি ? কতদিকে চর পাঠিয়ে তার অনুসন্ধান ক'রে ক'রে রঙ্গমতী এলাম কিন্তু তার সেই বীর-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবনা—তার মৃতদেহ দেখ্‌তে হবে। তাই হোক্‌ !

[শঙ্করের প্রবেশ]

শঙ্কর। নবাব সাহেব ! দেখবেন ? ঐ দেখুন [পট উত্তোলন—বীরেন্দ্র ও কুসুমিকার মৃত দেহ দৃষ্ট হইল—তপস্বিনী তদুপরি শুভ্র ফুলের রাশি ছড়াইতেছেন]

সায়েস্তা। দিলির ! দিলির ! কি শোকের দৃশ্য !

[হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন]

তপস্বিনী। এই নাও ফুল নাও—বীরেন! কুসম! একবার ওঠ ত' মা—একটু সর—এই সাদাফুল দিয়ে রক্ত জবাগুলো ঢেকে দিই।

[একজন সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ]

সৈনিক। নবাব সাহেব! এই ফিরিঙ্গির ছদ্মবেশী দস্যুর দল—ভৈরব রায়ের বাড়ীর চারিদিকে আগুণ লাগিয়ে পালাচ্ছিল—আমাদের সিপাইরা তা'দের ধ'রে নিরস্ত্র করেছে। কিন্তু আগুণ ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্ছে।

দিলির। তাইত নবাব সাহেব—দেখুন দেখুন! ভীষণ হুঙ্কার ক'রে আগুণ বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে পুরী ছেড়ে পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলে উঠলো। কি ভয়ানক! পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি সব অগ্নিশৃঙ্গ হ'য়ে কি রকম নৃত্য কর্‌ছে। ঐ জঙ্গলগুলো সব জ্ব'লে উঠ্‌লো—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! যেন আগুনের সমুদ্রে লহরী খেলছে। বাশবনগুলো বজ্রনাদে ফুটে উঠ্‌লো—ঐ দেখুন আস্‌মানে কত তারা ছুটলো।

সায়েস্তা। তাইত দিলির!—এ আগুন নেভাবার কোন সম্ভাবনা দেখিনা। তুমি যাও যদি এ পুরীটা রক্ষা কর্‌তে পার।

[দিলিরের প্রস্থান]

সায়েস্তা। দেখ্‌ দস্যু! তোর কীর্ত্তি দেখ্‌।

বেঞ্জামিন। নবাব সাহেব! ও দৃশ্য আমার অনেক দেখা আছে। কিন্তু যা দেখবার লোভে জেনে শুনে তোমার কোটে পা দিলাম, তা' একবার দেখ্‌তে দাও—একবার কাছে গিয়ে কুসুমিকার মুখখানি দেখি। একটি বার শেষ দেখা দেখি!

সায়েস্তা। পাপী নরাধম! পাপ চক্ষে কুলবধূর মুখ দেখ্‌বি—শীঘ্র তোমায় যমের মুখ দেখতে হবে।

বেঞ্জামিন। তাতে কি এত ভয় নবাব সাহেব? ফৌজ গেছে, রণতরী

গেছে, দুর্গ গেছে, রাজ্য গেছে—বাকি ছিল কুসুমিকা—সকলের সেরা, মর্ত্তের হুরী—বে-নজির—সেও গেছে! তবু-ও কি প্রাণের এত মমতা? এই দেখ! [নিজ বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও পতন] কুসম! কুসম! [মৃত্যু]

তপস্বিনী। হ্যাঁ গো বর কনে—রাত্তির ভোর যে, ফুলশয্যা শেষ হয়েছে—ওঠ ওঠ (ফুল টানিয়া ফেলিয়া দিল) এ কি! এ যে রক্ত—রক্ত! দেখি দেখি। [মশাল তুলিয়া লইল] [হঠাৎ মর্কটকে দেখিয়া] ওঃ এ কে? ঠাকুর পো?—এতদিন পরে। গুণের দেওর—এস এস দেখে যাও—ঐ যে গো যাকে বিষ দিয়েছিলে—যার মাকে ছল ক'রে বনবাসে রেখে এসেছিলে—সেই বীরেন বীরেন—ঘুমিয়ে আছে। ঐ যে ঐ যে [টানিয়া লইয়া বীরেন্দ্রের কাছে লইলেন] [মশালের সাহায্যে দেখিয়া] একি রক্ত যে?—বাছার বুকে রক্ত, মুখে রক্ত—রক্তের যে ঢেউ খেল্‌ছে! তবে কি বাছা আর উঠ্‌বে না—উঠ্‌বে না! এ কা'র কাজ? কা'র কাজ? কে এমন নিঠুর—এমন পাষাণ প্রাণ! মর্কট! তুমি—তুমি!—তোমার কাজ! বরাবর আমার বাছার উপর বিষ-দৃষ্টি। আমার বাছা যাবে—তুমি থাক্‌বে? নারকি! কখন না কখন না। এই দেখ্। [মর্কটকে মশাল লইয়া লম্ফ দিয়া আক্রমণ করিলেন]।

মর্কট। ওঃ গেলুমরে রাক্ষসী! [পতন ও মৃত্যু]

তপস্বিনী। মরেছ মরেছ—বেশ হয়েছে। তাথেই তাথেই!

[মশাল-হস্তে নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান]

দারোগা। সব শেষ!

শঙ্কর। সব শেষ! বঙ্গেশ্বর! সব শেষ!—রঙ্গমতী আজ বিকট অরণ্য!

যবনিকা পতন।